পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 261 Friday, 22 August, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২৬১ সংখ্যা ✱ ৫ ভাদ্র ১৪৩২, শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

কাটল না জয়েন্ট এন্ট্রান্সের জট, হস্তক্ষেপ করল না ডিভিশন বেঞ্চ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ আগস্টঃ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল নিয়ে জট রয়েই গেল। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না ডিভিশন বেঞ্চ। জয়েন্ট পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে বিচারপতি কৌশিক চন্দের সিঙ্গল বেঞ্চ যে রায় দিয়েছিল, তাকেই গুরুত্ব দিচ্ছে ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, নতুন করে কোনও নির্দেশ দেওয়ার জায়গা নেই। এদিন জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের আইনজীবী বলেন, ফল প্রকাশ করতে প্রস্তুত বোর্ড। কিন্তু মামলার জেরে তা করা যাচ্ছে না। বিচারপতি সুজয় পালের পর্যবেক্ষণ, সিঙ্গল বেঞ্চ সময় বেঁধে ফল প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছে, ফলে সেখানে নতুন করে কোনও নির্দেশ দেওয়ার সুযোগ নেই। আর যেহেতু সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ইতিমধ্যেই

বোর্ড সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে, ফলে এখন ডিভিশন বেঞ্চ এর মধ্যে ঢুকবে না। মামলার আইনজীবী রাজ্যের হাজার হাজার পড়ুয়ার ভবিষ্যতের কথা বলে হস্তক্ষেপের দাবি করেন। শেষ পর্যন্ত আদালত আগামী ২ সেপ্টেম্বর মামলাটি শুনানির জন্য ধার্য করেছে। আগামী সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টে ওই মামলার শুনানি হওয়ার কথা। তারপর হবে এই ডিভিশন বেঞ্চের শুনানি। আসলে, রাজ্যের ওবিসি তালিকা মেনে জয়েন্টের ফল প্রকাশে আপত্তি রয়েছে হাইকোর্টের। মূলত ওবিসি এ ও ওবিসি বি ক্যাটাগরি অনুযায়ী রাজ্য সরকার ফল প্রকাশ করাতে চাইছে, আর সেখানেই আপত্তি রয়েছে আদালতের। বিচারপতি কৌশিক চন্দের নির্দেশ ছিল, পুরনো ভর্তির বিজ্ঞপ্তি মেনে ৭ শতাংশ সংরক্ষণই দিতে হবে। ২০২৪ সালে মামলা হওয়ার আগে ৭ শতাংশই সংরক্ষণ ছিল। কিন্তু এখন রাজ্য সরকারের তরফে সেটা ১৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ করতে চাইছে। তাতেই আপত্তি রয়েছে বিচারপতির।

'বাংলার মানুষ তৃণমূলকে আর চায় না!' স্পষ্ট বার্তা মোদির

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্টঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামীকালের মেট্রো রেলের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) বিরুদ্ধে জনরোষের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, 'প্রতিদিন তৃণমূলের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ বাড়ছে। বাংলার মানুষ বিজেপির উন্নয়নমুখী এজেন্ডার দিকে আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে।' মোদি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বলেন, 'আমি কলকাতায় বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে এই সমাবেশে থাকতে উৎসুক।' এই পোস্টে তিনি বিজেপির উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরেন এবং তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং অপশাসনের অভিযোগ তুলে ধরেন। মোদি বলেন, 'বাংলার মানুষ তৃণমূলের অপশাসন, দুর্নীতি এবং সন্ত্রাসের রাজনীতিতে ক্লান্ত। তারা পরিবর্তন চায়, এবং বিজেপি তাদের সেই আশা পূরণ করবে।' তিনি তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ওবিসি সার্টিফিকেটের অপব্যবহার, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের অভিযোগ তুলে বলেন, 'তৃণমূল সরকার বাংলার উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে।' কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও তারা ওবিসি তালিকা সংশোধন করেনি, যার ফলে লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। মোদি তাঁর বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত এবং মুদ্রা যোজনার মতো প্রকল্পগুলি বাংলার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে। কিন্তু তৃণমূল সরকার এই প্রকল্পগুলির সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে বাধা দিচ্ছে।'

লোকসভা ভোটে অভিষেকের জয় নিয়ে নয়া বিস্ফোরক মন্তব্য শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ আগস্টঃ ডায়মন্ড হারবারের লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে ফের রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক তুঙ্গে। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাত লক্ষ ভোটের জয়কে ঘিরে নতুন করে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, এই জয় কোনওভাবেই স্বাভাবিক নয়, বরং সুচারুভাবে সাজানো কারচুপির ফল। শুভেন্দুর বক্তব্য অনুযায়ী, ডায়মন্ড হারবারের ৯০০-রও বেশি বুথে ভোটগ্রহণের সময়ে ইভিএমে সেলোটেপ লাগানো ছিল। ভোটাররা ভোট দিতে গেলে ভেতরে ৮ জন করে পোলিং এজেন্ট এবং বাইরে জাহাঙ্গির বাহিনীর লোকজন ভয়-ভীতি প্রদর্শন করছিলেন। শুভেন্দুর কথায়, "ভোটাররা যদি ভেতরে গিয়ে আওয়াজ তোলেন যে তাঁরা প্রতীক খুঁজে পাচ্ছেন না, বুথ থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের মারধর করা হতো। আর যদি আওয়াজও না তোলা হয়, তাহলেও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে ভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছিল।" তাঁর দাবি, এইভাবে ভয় দেখিয়ে ও জালিয়াতি করেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাত লক্ষেরও বেশি ভোটে জয়লাভ করেছেন। শুভেন্দুর এই অভিযোগ নিছক রাজনৈতিক আক্রমণ নয়, বরং এর মধ্যেই তিনি তুলে ধরেছেন ভোটব্যবস্থার উপর আস্থার সংকট। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, ভোটারদের স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকারকে নষ্ট করে গোপনে কারচুপি চালানো হয়েছিল। এই অভিযোগের ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক অঙ্গনে নয়া বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। তৃণমূল অবশ্য এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী সাফ জানিয়েছেন, "এ ধরনের অভিযোগ নতুন নয়। এর আগে বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুরও একই ধরনের অভিযোগ করেছিলেন। তখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি স্বয়ং পেনড্রাইভে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ নিয়ে অনুরাগ ঠাকুরের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। আজও পর্যন্ত তার কোনও উত্তর তিনি দিতে

পারেননি।" অরূপের তীব্র খোঁচা, "ভোট চোর শুভেন্দুর কাছ থেকে কোনও শিক্ষণীয় বাণী শোনার প্রয়োজন নেই।" প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে রেকর্ড সাড়ে সাত লক্ষেরও বেশি ভোটে জিতেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই জয়কেই বিজেপি বারবার অস্বাভাবিক বলে দাবি করেছে। কয়েক মাস আগে অনুরাগ ঠাকুর বলেছিলেন, ওই এলাকায় কয়েক লক্ষ ভুয়ো ভোটার রয়েছে। তৃণমূল অবশ্য শুরু থেকেই এই অভিযোগকে হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিয়েছে এবং পাল্টা বিজেপির উদ্দেশে পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে। তবে এদিন শুভেন্দুর অভিযোগ নতুন মাত্রা এনে দিল বিতর্কে। কারণ এবার তিনি শুধু ভোটে কারচুপি নয়, বুথ দখল, ভয় দেখানো, এমনকি শারীরিক নির্যাতনের আশঙ্কার কথাও সরাসরি বললেন। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বিরোধী শিবির লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলকে প্রশ্নবিদ্ধ করে মানুষের মনে সংশয়ের বাতাবরণ তৈরি করতে চাইছে। অন্যদিকে তৃণমূলের বক্তব্য, অভিষেকের জয় মানুষর রায়, তাই তাকে খাটো করার প্রয়াস আসলে জনমতের বিরুদ্ধাচরণ। এই প্রসঙ্গ ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ ফের উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। ডায়মন্ড হারবারের মানুষজনের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন, বিজেপি হারের দুঃখ ভুলতে না পেরে বারবার ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছে। আবার অনেকে মনে করছেন, এত বড় ব্যবধানের জয় সত্যিই অস্বাভাবিক এবং এর পিছনে ভোট-অনিয়মের অভিযোগ অমূলক বলা যায় না। সব মিলিয়ে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়মন্ড হারবার জয় নিয়ে শুভেন্দুর এই নতুন অভিযোগ শুধু বিজেপি-তৃণমূল সংঘাতকেই আরও বাড়িয়ে তুলবে না, আসন্ন নির্বাচনগুলোতেও এই বিতর্ককে হাতিয়ার করতে চাইবে বিরোধীরা। আর তৃণমূলও পাল্টা যুক্তি দিয়ে সেই অভিযোগকে রাজনীতির মঞ্চেই আক্রমণাত্মকভাবে খণ্ডন করবে, তাতে সন্দেহ নেই। ফলে, ডায়মন্ড হারবারের ভোটযুদ্ধ এখন আর শুধু অতীতের ঘটনা নয়, বরং রাজ্য রাজনীতির অন্যতম প্রধান বিতর্কের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

হাই কোর্টে মিলল আগাম জামিন, তবে শর্তসাপেক্ষে পরেশ-স্বপন-পাপিয়া

দুরন্ত বার্তা, ২১ আগস্টঃ কাঁকুড়গাছি এলাকায় নিহত বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের মৃত্যুকে ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোরের আবহে বৃহস্পতিবার এক বড় আইনি সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর সিঙ্গল

বেঞ্চ তৃণমূলের তিন নেতাকে শর্তসাপেক্ষে আগাম জামিন মঞ্জুর করেছে। জামিন পেলেন-তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল, কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার এবং পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পাপিয়া ঘোষ। আদালত তাঁদের প্রত্যেককে এক লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। ২০২১ সালে বিধানসভা ভোট-পরবর্তী সময়েই অভিজিৎ সরকার খুন হন। বিজেপির এই কর্মীর মৃত্যুকে ঘিরে গোটা রাজ্য জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরিবার সূত্রে অভিযোগ ওঠে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে তাঁর উপর হামলা চালানো হয়। এই ঘটনার তদন্তে একাধিকবার নাম উঠে আসে এলাকার তৃণমূল নেতাদের। নিহত অভিজিতের দাদা বিশ্বজিৎ সরকার অভিযোগ দায়ের করেন, যেখানে তিনি পরেশ পাল, স্বপন সমাদ্দার ও পাপিয়া ঘোষকে মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেন। অভিযোগে খুনের চেষ্টার ধারায় মামলা রুজু করা হয়। এই মামলায় দীর্ঘদিন ধরেই আইনি লড়াই চলছিল। অভিযুক্ত তিন নেতা আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন কলকাতা হাই কোর্টে। বৃহস্পতিবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত সেই আবেদনের শুনানি করেন। উভয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর আদালত রায় দেয়, তদন্তের স্বার্থে তাঁদের জামিন শর্তসাপেক্ষে মঞ্জুর করা হচ্ছে। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, অভিযুক্তরা তদন্তে সহযোগিতা করবেন। প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা বা সাক্ষীদের প্রভাবিত করার মতো কোনো পদক্ষেপ তাঁরা নিতে পারবেন না। এ ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে তদন্তকারী অফিসারের ডাকা অনুসারে হাজিরা দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তৃণমূল শিবিরের দাবি, বিজেপি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁদের নেতাদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আগাম জামিনের এই সিদ্ধান্তে কিছুটা স্বস্তি পেল শাসকদল। তাঁদের বক্তব্য, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার জন্য বারবার আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে বিজেপি, কিন্তু তাতে শেষ পর্যন্ত সুবিধা কিছু হচ্ছে না। অন্যদিকে বিজেপি শিবিরের অভিযোগ, আদালত জামিন দিলেও আসল সত্য সামনে আসবে তদন্তের মাধ্যমেই। বিশ্বজিৎ সরকারের বক্তব্য, "আমার ভাইকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করে খুন করা হয়েছে। আমরা লড়াই চালিয়ে যাব। আদালতের সিদ্ধান্তকে আমরা সম্মান করি। তবে চাই দ্রুত বিচার হোক, দোষীরা যেন শাস্তি পায়।" আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, হাই কোর্টের এই রায়ে স্পষ্ট বার্তা রয়েছে। জামিন মানে অভিযুক্তরা নির্দোষ-এমন নয়। শুধু আইনি প্রক্রিয়ায় তদন্ত চলাকালীন তাঁদেরকে শর্তসাপেক্ষে মুক্ত থাকার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে, মামলার প্রমাণাদি সংগ্রহের জন্য অভিযুক্তদের আটক রাখা প্রয়োজন নেই। তবে যেকোনো ধরনের বেআইনি পদক্ষেপ প্রমাণিত হলে জামিন খারিজও হতে পারে।

নির্বাচন কমিশনের কথা শুনেও শুনল না রাজ্য

এফআইআর নয় শুধুই সাসপেন্ড

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ আগস্টঃ সময় বেঁধে দিয়েছিল কমিশন, ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের বিরুদ্ধে বেনিয়মের অভিযোগ ওঠায় তাঁদের চাকরি থেকে সাসপেন্ড করে এফআইআর দায়ের করার সুপারিশ করেছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। পাল্টা চিঠি লিখে রাজ্য কমিশনকে জানিয়েছিল নির্বাচনি কাজ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এতে মন ভরেনি কমিশনের। দিল্লিতে ডাক পড়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের। বেঁধে দেওয়া সময় বৃহস্পতিবার শেষ হতে না হতেই জানা গেল রাজ্য সরকার অভিযুক্ত কর্মচারিদের সাসপেন্ড করেছে। কিন্তু, কারও বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর দায়ের করেনি। তবে বলা হয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। এমতাবস্থায় ওয়াকিবহাল মহল বলছে নবান্ন নির্বাচন কমিশনের চাপের মুখে ভাঙল তবু মচকাল না। সম্প্রতি এই ইস্যুতে সুর চড়াতে দেখা গিয়েছিল রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানকে। কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মমতা বলেছিলেন, কোনও অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। আমি প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব। কেন্দ্রের এইআরও সুদীপ্ত দাসের বিরুদ্ধে। তালিকায় নাম ছিল সুরজি হালদার নামে এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের। বাস্তবে কোনও অস্তিত্বই নেই, এমন অফিসারের নাম

তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিস্তর চাপানউতোর হয়। এরইমধ্যে দিল্লিতে ডাক পড়ে মুখ্যসচিবের। গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল বারুইপুর পূর্বের ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার দেবোত্তম দত্ত চৌধুরী, ওই কেন্দ্রের এইআরও তথাগত মণ্ডল, আর ময়নার ইআরও বিপ্লব সরকার এবং ওই তুলে দেওয়া হয়েছে ভোটার লিস্টে। এই অভিযোগেই ৫ জনের বিরুদ্ধে সাসপেন্ডের পাশাপাশি এফআইআর দায়েরের কথা বলেছিল নির্বাচন কমিশন। তীব্র বিতর্কের মধ্যেই পরবর্তীতে রাজ্য শুধু এইআরও সুদীপ্ত দাস ও ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সুরজিৎ হালদারকে কমিশনের কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়।

টানা বৃষ্টিতে শহর অচল, যানজটে বিপর্যস্ত জনজীবন, জলমগ্ন বহু এলাকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ আগস্টঃ বুধবার সন্ধে থেকেই আকাশ মুখভার ছিল। আবহাওয়ার পূর্বাভাস ছিলই, কিন্তু বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে আচমকা নেমে এল মেঘভাঙা বৃষ্টি। তার জেরে অচল কলকাতা। দক্ষিণ থেকে উত্তর- কোথাও জলমগ্ন রাস্তাঘাট, কোথাও হাঁপিয়ে ওঠা যান চলাচল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তীব্র যানজটে নাকাল শহরবাসী। ইএম বাইপাস, বেহালা, কসবা, ঠনঠনিয়া কালী বাড়ি থেকে ধর্মতলা, শিয়ালদহ - শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে শুধুই জল যন্ত্রণা স্তুপ আর জ্যামের দীর্ঘ শৃঙ্খল। অফিস ফেরত মানুষের চোখে-মুখে বিরক্তি। কোথাও অটো বন্ধ, কোথাও বাসের চাকা থমকে গেছে জলের নীচে। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ সূত্রের খবর, আমির আলি অ্যাভিনিউ, পিসি কানেক্টর, এজেসি বোস রোড, এজেসি ফ্লাইওভার, মা ফ্লাইওভারের একাংশে (পশ্চিম), শর বোস রোড-সহ কিছু এলাকায় যানজট তীব্র। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের মতে, মৌসুমি অক্ষরেখা ফের সক্রিয় হওয়াতেই রাজ্যে শুরু হয়েছে এই নতুন বর্ষা পর্ব। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা নাগাদ হঠাৎ করে ঘন কালো মেঘে ঢেকে যায় কলকাতার আকাশ, সঙ্গে শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। সন্ধে পর্যন্ত থামার নামগন্ধ নেই। কোথাও টানা, কোথাও থেমে থেমে, শহরের বুকে যেন মেঘভাঙা বৃষ্টি। আবহাওয়া দফতর আরও জানাচ্ছে, আগামী রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্র। কিছু কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। এদিকে জল জমে যাওয়ায় বেহাল চিত্র শহরের একাধিক এলাকায়। ড্রেনেজ ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে - অভিযোগ বাসিন্দাদের। রাস্তার পাশে হাঁটু জল, কোথাও নর্দমার জল উপচে উঠে ঢুকেছে ঘরের দোরগোড়ায়। এই সুযোগে হু-হু করে বাড়ছে অ্যাপ ক্যাবের ভাড়া। অফিস ফেরত টাইমে ওলা-উবেরের ভাড়া দ্বিগুণ তো বটেই, কোথাও কোথাও তিনগুণ। পকেটে চাপ বাড়ছে মধ্যবিত্তের। সব মিলিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে কার্যত স্তব্ধ মহানগরী। একদিকে জল যন্ত্রণা, অন্যদিকে যানজট, দুইয়ে মিলে শহরবাসী যেন কার্যত অবরুদ্ধ।

'আমি শুধু কাঁদতে চেয়েছিলাম, সেটাতেও এই সরকার বাধা দিল!' নওসাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ আগস্টঃ আমি শুধু কাঁদতে চেয়েছিলাম, সেটাও রাজ্য সরকার করতে দিল না!- জামিনে মুক্তির পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এভাবেই নিজের ক্ষোভ উগরে দিলেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকি। অভিযোগ করলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আঁতাতেই তাঁদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে রুখে দেওয়া হয়েছে। বুধবার ধর্মতলায় ওয়াকফ আইন সংশোধনের প্রতিবাদে এবং এসআইআরের নামে মুসলিম সমাজের একাংশের 'হয়রানির' বিরুদ্ধে ধর্না ও অবস্থান কর্মসূচি নিয়েছিল আইএসএফ। সেই কর্মসূচিতে রাজ্য পুলিশের 'হস্তক্ষেপে' তৈরি হয় উত্তেজনা। অভিযোগ, পুলিশের এক কর্মীর ঘুষিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বিধায়ক নিজে। মুহূর্তেই উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন আন্দোলনকারীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ধর্মতলা চত্বরে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত বাহিনী। ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে

অভিযোগ। পরে হেয়ার স্ট্রিট ও বউবাজার থানার পুলিশ যৌথভাবে মোট ৯৫ জনকে গ্রেফতার করে, যার মধ্যে ছিলেন বিধায়ক নওসাদও। বৃহস্পতিবার আদালত তাঁদের শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করে। জেল থেকে বেরিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ে নওসাদ বলেন, "আমাদের হাতে ছিল না অস্ত্র, না লাঠি। কেবল আমাদের অধিকার নিয়ে কথা বলছিলাম। মাদ্রাসা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, ওবিসি সার্টিফিকেট কার্যকর করতে দেওয়া হচ্ছে না। আমার পরিবার পরিযায়ী শ্রমিক- সেখানেও চলছে শোষণ। এর প্রতিবাদে ধর্নামঞ্চে কাঁদতে চেয়েছিলাম, তাতেও এই সরকার বাধা দিল!" তাঁর আরও দাবি, কোর্টে বিচারপতির প্রশ্নের কোনও জবাবই দিতে পারেনি পুলিশ। এটা শুধু রাজ্য সরকারের কাজ নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশ্রয়ে এই দমনপীড়ন চলছে, অভিযোগ নওসাদের। আইএসএফ বিধায়কের গ্রেফতারির ঘটনায় সরব বিরোধীরাও। বিজেপির দিলীপ ঘোষ বলেন, "একজন নির্বাচিত বিধায়ক যদি পুলিশের হাতে মার খান, তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়?" কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর প্রতিক্রিয়া, "এভাবে গণতন্ত্রকে রোজ হত্যা করা হচ্ছে।" রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন যদি এভাবে রক্তাক্ত হয়, তবে কি সত্যিই বাকস্বাধীনতা বিপন্ন? রাজ্য সরকার কিংবা শাসক দল, কারও তরফে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। গণতন্ত্র কোথায়?, নওসাদদের এই সরল প্রশ্নে নতুন করে আলোচনায় রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পেয়েও দিদিকে ভুলছেন মহিলারা!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রচার ছিল 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, রাজ্যের নারীদের আর্থিক সুরক্ষার জন্য প্রতি মাসে তাঁদের হাতে পৌঁছে যাবে ভাতা। এই প্রতিশ্রুতি ছিল নির্বাচনী কৌশলের অন্যতম বড় হাতিয়ার। নির্বাচনের ফলাফলেও দেখা গিয়েছিল, বাংলার নারী ভোটারদের একটি বড় অংশ তৃণমূলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এমনকি পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনেও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, তৃণমূলের বিপুল সাফল্যের অন্যতম ভিত্তি ছিল এই প্রকল্পের জনপ্রিয়তা। কিন্তু সম্প্রতি রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর মন্তব্যে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। মহিষাদল ব্লকের নাটশাল-১ ও নাটশাল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরে গিয়ে তিনি বলেন, "দিদি মহিলাদের কথা ভেবেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প চালু করেছিলেন। প্রথমে দেওয়া হয়েছিল ৫০০/১০০০ টাকা, পরে তা বাড়িয়ে ১০০০/১২০০ টাকা করা হয়েছে। মহিলারা এই টাকা পেয়ে ভোটের দিনে টোটো বা অটো ভাড়া করে ভোটকেন্দ্রে যাচ্ছেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে দিদিকে ভুলে গিয়ে অন্য ফুলে ভোট দিচ্ছেন।" এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। প্রশ্ন উঠছে-তাহলে কি 'ক্যাশ পলিটিক্স' বা নগদ ভাতা দেওয়ার কৌশল আর আগের মতো কার্যকরী থাকছে না? রাজ্যের মহিলারা কি সত্যিই ভাতা পেয়ে শাসকদলের প্রতি ভোটবাক্সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন না? তৃণমূল শিবিরের একাংশের মতে, এই ধরনের মন্তব্য আসলে ক্ষোভ প্রকাশ। কারণ রাজনৈতিক বাস্তবতায় ভোট শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সুবিধার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। গ্রামীণ মহিলাদের একাংশ হয়তো প্রকল্পের সুবিধা পেলেও স্থানীয় স্তরে অন্যান্য সমস্যা, যেমন-চাকরির অভাব,

দুর্নীতি, দুর্বল অবকাঠামো-এসব বিষয়েও তাঁরা ভোটের দিন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। ফলে ভাতা পেলেও সব ভোট তৃণমূলের ঝুলিতে যাচ্ছে না। অন্যদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তৃণমূলকে একপ্রকার 'গেমচেঞ্জার' সুবিধা দিয়েছিল। বাংলার নারীরা তখন মনে করেছিলেন, এই ভাতা তাঁদের সংসারের খরচে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাশাও বেড়েছে। শুধুমাত্র মাসে হাজার টাকা পেয়ে মহিলাদের একাংশ হয়তো সন্তুষ্ট নন। তাঁরা এখন চাকরি, উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো বিষয়কেও গুরুত্ব দিচ্ছেন। ফলে শুধু নগদ অর্থ নয়, সার্বিক উন্নয়নই ভোট নির্ধারণে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠছে। এর আগেও প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়। তিনি বলেছিলেন, গ্রামের মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য আমাদের ভোট দিয়েছেন। কিন্তু শহরের ফ্ল্যাটবাড়ির মহিলারা আমাদের ভোট দেননি। তাঁর এই মন্তব্যেও রাজনৈতিক আলোচনায় উঠেছিল নারী ভোটের ভিন্নতর মানসিকতা। গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে ভাতা অনেক বেশি কার্যকর হলেও শহুরে নারীরা সম্ভবত তা দিয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেন না। উদয়ন গুহর সাম্প্রতিক মন্তব্য আবারও ইঙ্গিত দিচ্ছে, রাজ্যের শাসকদল ভেতরেই একটি চাপা অস্বস্তি রয়েছে। রাজনীতি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সহায়তার উপর নির্ভর করে না। ভোটাররা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও সচেতন হচ্ছেন। প্রকল্পের সুবিধা পেলেও ভোট দেওয়ার সময় তাঁরা সরকারের সামগ্রিক কাজের হিসেব কষে নিচ্ছেন। তবে বিরোধীদের দাবি, শাসকদল শুরু থেকেই বুঝেছিল নগদ ভাতার প্রলোভন দেখিয়ে নারী ভোট ব্যাংককে আঁকড়ে রাখা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে মহিলারা তাঁদের নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। সেই কারণেই তৃণমূলের নেতারা এখন এ ধরনের ক্ষোভপ্রকাশ করছেন। সব মিলিয়ে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে এই বিতর্ক আবারও সামনে আনল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- বাংলার ভোট রাজনীতিতে 'ক্যাশ পলিটিক্স' কতটা কার্যকরী? হয়তো প্রকল্পের তাৎক্ষণিক প্রভাব ছিল বিশাল, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা ভোটারদের আস্থা ধরে রাখতে যথেষ্ট নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভোটাররা শুধু ভাতা নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও সুশাসনের মতো বিষয়েই বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করেছেন। আর সেটাই আগামী দিনে বাংলার রাজনীতির অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানীকে শ্রদ্ধা সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ২১ আগস্ট ঃ বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী এবং অধ্যাপক ডঃ পরমনাথ ভাদুড়ী মহাশয়ের জন্ম দিবসে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। বৃহস্পতিবার এক্সমাধ্যমে এ কথা লিখলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।সুকান্তবাবু লিখেছেন, কৃষিক্ষেত্রে জৈব সার রাইজোবিয়াম ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক অগ্রগণ্য পথিক্। অধ্যাপক ভাদুড়ীকে এশিয়াটিক সোসাইটি ' জোহানেস ব্রহুল মেমোরিয়াল মেডেল' প্রদান করে সম্মানিত করেছিল। এছাড়াও তিনি লন্ডনের রয়াল হর্টিকালচারাল সোসাইটির ফেলো হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিশেষ স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন।

অসুস্থ নবীন পট্টনায়েকের সঙ্গে কথা প্রধানমন্ত্রীর, দ্রুত সুস্থতার জন্য প্রার্থনা

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট ঃ ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের সঙ্গে বুধবার টেলিফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নবীনের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেডি প্রধান নবীন পট্টনায়েকের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছেন এবং তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী নবীন পট্টনায়েককে কিছু সময় বিশ্রাম নেওয়ার এবং শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য দিল্লি আসার পরামর্শও দিয়েছেন।

পদ্মশ্রী বিনোদ কুমার পশায়েতের প্রয়াণে শোক প্রকাশ ধর্মেন্দ্র প্রধানের

ভুবনেশ্বর, ২১ আগস্ট ঃ সংবলপুরির বিশিষ্ট নাট্যকার, কবি ও সাহিত্যিক পদ্মশ্রী বিনোদ কুমার পশায়েতের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও সংবলপুরের সাংসদ ধর্মেন্দ্র প্রধান।তিনি বলেন, পশায়েতজীর অবদান সংবলপুরি সাহিত্য ও সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছে, রাজ্যের মর্যাদা বাড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি নীরবে সাহিত্যকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানান।

অসমকে অশান্ত করার হুমকিবার্তা বাংলাদেশি মৌলবাদী সংগঠনের

ধুবড়ি (অসম), ২১ আগস্টঃ অসমকে অশান্ত করার সরাসরি হুমকি দিয়েছে বাংলাদেশি মৌলবাদী সংগঠনের। নিম্ন অসমের ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত গোলকগঞ্জ থানাধীন লক্ষ্মীমারি বিহখোয়া গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দার মোবাইল ফোনে অডিও ম্যাসেজের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে, ' জামায়াতে ইসলামির কোনও সদস্য পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলে পরিণতি ভয়াবহ হবে। আমাদের মৌলবাদী সংগঠনের সদস্যকে পুলিশ ধরলে অগ্নিসংযোগ করে আপনাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। জ্বলবে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ধুবড়ি জেলার গোলকগঞ্জ থানা এলাকার লক্ষ্মীমারি বিহখোওগ্রাম।'ধুবড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামে সংঘটিত এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় রাজ্য পুলিশ কড়া নজরদারি চালিয়েছে বলে জানা গেছে। বেশ কয়েকজনের মোবাইল ফোনে হুমকি সংবলিত অডিও বার্তা আসায় সংশ্লিষ্ট গ্রামে চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মনোনয়ন পেশ বি সুদর্শন রেড্ডির, উপস্থিত ইন্ডি জোটের নেতারা

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট ঃ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র পেশ করলেন বিরোধীদের ইন্ডি জোটের পদপ্রার্থী বি সুদর্শন রেড্ডি। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডি বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ কংগ্রেস সভাপতি-রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর উপস্থিতিতে নিজের মনোনয়ন জমা দেন। এছাড়াও এনসিপি-এসসিপি প্রধান শরদ পওয়ার, সপা সাংসদ রাম গোপাল যাদব, ডিএমকে সাংসদ তিরুচি শিবা, শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে শিবির) সাংসদ সঞ্জয় রাউত এবং ইন্ডি জোটের আরও বেশ কয়েকজন নেতা মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন।মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে দিল্লির প্রেরণা স্থলে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানান বি সুদর্শন রেড্ডি। বি সুদর্শন রেড্ডি এদিন বলেন, সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্যই, আমি আশাবাদী। যেহেতু আমি কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য নই, তাই আমার বিশ্বাস সবাই আমাকে সমর্থন করবে। আমি গতকালই এটা খুব স্পষ্ট করে বলেছি। এটা আদর্শের লড়াই।

জেড ক্যাটাগরির সুরক্ষা পাবেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, স্বাস্থ্যের খোঁজ নিলেন বিজেপি সাংসদরা

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট ঃ এখন থেকে জেড ক্যাটাগরির সুরক্ষা পাবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। সর্বদা তাঁর নিরাপত্তায় থাকবেন সিআরপিএফ জওয়ানার, বুধবারের হামলার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এখন থেকে জেড ক্যাটাগরির সুরক্ষা পাবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা।এদিকে, বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার সঙ্গে সাক্ষা করেছেন বিজেপি সাংসদরা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হর্ষ মালহোত্রা ও দিল্লি বিজেপির সাংসদরা এদিন রেখা গুপ্তার সঙ্গে সাক্ষা করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হর্ষ মালহোত্রা বলেছেন, আমরা সকলেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার সুস্থতার খোঁজ নিতে এসেছিলাম। তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তিনি শীঘ্রই নিজের সময়সূচীতে ফিরে আসবেন। বিজেপি সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজ বলেছেন, দিল্লির ৭ জন সাংসদই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার বাসভবনে গিয়েছিলেন, তাঁর সুস্থতার খোঁজখবর নিতে। আমি দিল্লির জনগণকে আশ্বস্ত করছি, চিন্তার কিছু নেই। রেখা গুপ্তা সাহসী এবং তাঁর মনোবল এখনও অটুট। তিনি সর্বদা যেমন ছিলেন, সকলের সঙ্গে দেখা করে যাবেন। অভিযুক্তদের রেহাই দেওয়া হবে না।দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার সঙ্গে দেখা করার পর, বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর মনোবল মোটেও ভেঙে পড়েনি। জনশুনানি সময়সূচী অনুসারে চলবে। তিনি আগামী বুধবার আবার মানুষের সঙ্গে দেখা করবেন। আগামীকাল থেকে তিনি কাজে ফিরে যাবেন। মুখ্যমন্ত্রী আহত, তবে তিনি এখন সুস্থ।

বিহারের মানুষ সচেতন, তাঁরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানেনঃতেজস্বী যাদব

পাটনা, ২১ আগস্ট ঃ 'ভোটার বাঁচাও অধিকার বাঁচাও যাত্রা'-কে ঐতিহাসিক আখ্যা দিলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তাঁর কথায়, বিহারের মানুষ সচেতন, তাঁরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানেন। বৃহস্পতিবার সকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তেজস্বী বলেছেন, বিহারের মানুষ নিজেদের অধিকার জানে। 'ভোটার বাঁচাও অধিকার যাত্রা' যেভাবে চলছে, তাতে আমরা জনগণের পূর্ণ সমর্থন এবং আশীর্বাদ পাচ্ছি। এটি একটি ঐতিহাসিক যাত্রা। বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনের লোকজন উন্মোচিত হয়েছে। আগামী দিনে বিহারের মানুষ বর্তমান সরকারকে উপযুক্ত জবাব দেবে।তিনি আরও বলেন, তিনি (মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার) যা খুশি করতে পারেন, কিন্তু এর থেকে কিছুই বেরোবে না। বিহারের মানুষ এনডিএ-র বাস্তবতা বুঝতে পেরেছেন। দারিদ্র্য, দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলা, অভিবাসন, বিহারে কোনও বিনিয়োগ অথবা কারখানা নেই, কোনও চিনি অথবা পাটকল করা হচ্ছে না। মানুষ চিন্তিত এবং হতাশ। তাঁদের কথা শোনা হচ্ছে না। রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খারাপ। মানুষ এই 'খাটারা সরকার' থেকে মুক্তি চায় এবং একটি নতুন বিহার গড়ে তুলতে চায়। বিহারের মানুষ এবার পরিবর্তন আনবে।

আমেরিকার আধিপত্যবাদ সহ্য করা হবে নাঃবেলারুশ সফরে ইরানি প্রেসিডেন্ট

বিশ্বসংবাদসংস্থা(ইরান)ঃ ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, আজকের বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কিছু ইউরোপীয় দেশ একতরফা আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে এবং নিজেদের মতামত অন্য দেশের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে- যা ইরান ও বেলারুশ কারও পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব নয়।ইরানের সরকারি বার্তা সংস্থা ইরনার বরাত দিয়েছে পার্সটুডে জানিয়েছে, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান গত(বুধবার) সকালে বেলারুশ সফরের শুরুতে দেশটির প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশিঙ্কোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন। তিনি বলেন, বেলারুশে আসার সুযোগ পেয়ে তিনি আনন্দিত এবং এই সফরে উভয় পক্ষের আগ্রহের বিষয় এবং পারস্পরিক সম্ভাবনা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার উপায় নিয়ে আলোচনা ও সমঝোতা হবে।তিনি উল্লেখ করেন, ইরান ও বেলারুশ কেবল দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কই নয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বহু বিষয়ে অভিন্ন অবস্থান রাখে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে পারস্পরিক সহযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্টের মতে, ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়ন, সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (SCO) ও ব্রিকস- এই প্ল্যাটফর্মগুলো দুই দেশের জন্য গঠনমূলক সহযোগিতা ও সম্পর্ক বিস্তারের একটি কার্যকর ক্ষেত্র তৈরি করেছে। পেজেশকিয়ান বলেন, পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, আমাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে নিজেদের শর্ত ও কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করতে চায়। তবে ইরান ও বেলারুশ বিশ্বাস করে যে, যারা অন্যদের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেয়, তাদের তুলনায় আমাদের কোনো ঘাটতি নেই। বরং আমরা একসঙ্গে কাজ করলে সেই চাপ ও বাধাগুলো সহজেই অতিক্রম করতে পারব।বৈঠকে বেলারুশের প্রেসিডেন্টট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো বলেন, তার দেশ সবসময় ইরানের নির্ভরযোগ্য বন্ধু ও অংশীদার হিসেবে পাশে থাকবে। তিনি আশ্বাস দেন, দ্বিপাক্ষিক সৌহার্দ্য ও আস্থার পরিবেশে দুই দেশের সহযোগিতা আরও প্রসারিত হবে।তেহরান সফরের স্মৃতি উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমার ইরান সফরের অনেক ভালো স্মৃতি রয়েছে, বিশেষ করে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর সঙ্গে সাক্ষা আমার জন্য অনন্য অভিজ্ঞতা ছিল। আমি দৃ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের সহযোগিতা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। আমরা যেকোনো বিষয়ে আলোচনা করতে পারি

লেবাননকে কেন ইহুদিবাদী প্রকল্পের বিরোধিতা করতে হবে?

বিশ্বসংবাদসংস্থা(লেবানন)ঃমিডল ইস্ট মনিটর একটি প্রবন্ধে লেবাননে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক মতামত তুলে ধরেছে।মঙ্গলবার মিডল ইস্ট মনিটর এক প্রবন্ধে লিখেছেঃশুরু থেকেই, ইহুদিবাদী প্রকল্পটি ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং লেবাননেও সম্প্রসারণের লক্ষ্য ছিল।ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা গঠনের আগেই লেবাননের উপর ইসরায়েলি আক্রমণ শুরু হয়েছিল। অসংখ্য প্রতিবেদনে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে ইসরায়েলি রেজিম দক্ষিণ লেবাননের আরও বেশি এলাকা দখল করতে এবং কৃষি উপনিবেশ স্থাপন করে দেশের সীমান্ত অস্থিতিশীল করতে চেয়েছিল।দক্ষিণ লেবাননের সীমান্তবর্তী গ্রাম, অবকাঠামো এবং খামারগুলিতে আক্রমণ করত ইসরায়েল এই আক্রমণগুলির লক্ষ্য ছিল এই অঞ্চলের মানুষকে দেশান্তরিত হতে বা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা। ইসরায়েল অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা তৈরি করে এবং ধর্মীয় মতপার্থক্যকে উস্কে দিয়ে. লেবাননে গৃহযুদ্ধ বাধানোর চেষ্টা করছে। গত বছর, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী লেবাননের জনগণকে খ্রিস্টান, সুন্নি, শিয়া এবং দ্রুজ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন, একবারের জন্যও লেবানিজ শব্দটি ব্যবহার করেননি।এই আলোচনার লক্ষ্য ছিল জনগণকে নিজেদেরকে একক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নয়, পৃথক ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে দেখতে উৎসাহিত করা। ফিলিস্তিনে ইহুদিবাদীরা যে লক্ষ্য অনুসরণ করছে, তা হলো এমন একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠন যেখানে কেবল একটি ধর্মের অনুসারীদের পূর্ণ নাগরিকত্বের অধিকার প্রদান করা হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি লেবানন ও আশপাশের অঞ্চলটিকে ছোট এবং দুর্বল ধর্মীয় সত্তায় বিভক্ত করতে চায় যাতে তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করতে পারে।খ্রিস্টানদের জন্য জায়নিস্ট প্রকল্পের বিপদলেবানন, এবং বিশেষ করে এর খ্রিস্টানরা, সুদানের মতো অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে পারে, যেখানে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ সমাজকে আরব ও আফ্রিকান, মুসলিম ও খ্রিস্টান এবং বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত করে পরিচয়ের বিভাজনকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। এই পরিচয়ের পার্থক্য এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে দক্ষিণের খ্রিস্টানরা বিচ্ছিন্নতার ডাক দেয়, যা ২০১১ সালে অর্জিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ সুদান প্রজাতন্ত্র স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথেই খ্রিস্টানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, যেমনটি আমরা লেবাননে খ্রিস্টান অঞ্চলে গৃহযুদ্ধের সময় দেখেছি।এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা নয় যে ইসরায়েলি দখলদার গোষ্ঠী লেবানন ও সুদানে খ্রিস্টান সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থন করেছে, ঠিক যেমন তারা সিরিয়ায়. সুন্নি, দ্রুজ এবং কুর্দি গোষ্ঠীগুলিকে এবং আজারবাইজান প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থন করে। ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই সমন্বয় আজও অব্যাহত রয়েছে উদাহরণস্বরূপ, সিরিয়ার গোলানি শাসন আলাউইট তথা আলাভি ও দ্রুজ বা ড্রুজের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালায়, যার লক্ষ্য দেশগুলোকে ছোট ছোট এবং দুর্বল সত্তায় বিভক্ত করা যাতে গোটা অঞ্চল ইসরায়েলি আধিপত্যের অধীনে থাকে। অন্যদিকে, একটি ইহুদি রাষ্ট্রের বৈধতা মেনে নেয়া আসলে এই যুক্তিকে বৈধতা দেয় যে এই অঞ্চলের খ্রিস্টানরা একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে পরিণত হবে। এমনকি যদি আমরা লেবাননকে খ্রিস্টানদের

১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ কেন্দ্রের বিরোধিতা বিরোধীদের, নিশানা রবিশঙ্করের

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট ঃ প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোনও মন্ত্রী যদি টানা ৩০ দিন হেফাজতে থাকেন, তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে! গত বুধবার লোকসভায় বিল পেশ করল কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লোকসভায় ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেন। বিল পেশ হওয়ার আগে থেকেই এর বিরোধিতায় সরব হন বিরোধী দলগুলির নেতারা। লোকসভায় বিল পেশ হতেই অধিবেশন কক্ষের অন্দরেও বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিরোধী সাংসদেরা। এই নিয়ে বিরোধীদের নিশানা করলেন বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ।তিনি বলেন, এটা খুবই দুঃখজনক যে সাংসদরা এইরকম আচরণ করছেন... এই বিল নিয়ে তাদের সমস্যা কী? যারা জেলে যান কিন্তু পদত্যাগ করেন না, যারা জেলে গিয়েও সরকার পরিচালনা করেন, এই বিলটি সেইসব লোকদের জন্য। এটি ভারতীয় শাসনব্যবস্থার জন্য দুঃখজনক... এই বিলটি এই বিষয়টির সমাধান করে। আমি জানি না কেন তারা (বিরোধীরা) হট্টগোল করছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বুধবার লোকসভায় অনলাইন গেমিং প্রচার ও নিয়ন্ত্রণ বিল, ২০২৫ পেশ করেছেন। এই বিলটির প্রধান উদ্দেশ্য হল, যুবসমাজকে অনলাইন গেমের প্রতিকূল সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক এবং গোপনীয়তা-সম্পর্কিত প্রভাব থেকে রক্ষা করা। এই বিলটি আর্থিক ব্যবস্থার অখণ্ডতা এবং দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বও রক্ষা করবে। প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া যুবসমাজকে অনলাইন গেমের প্রতারণা থেকে রক্ষা করবে এই বিলটি।অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোনও মন্ত্রী যদি টানা ৩০ দিন হেফাজতে থাকেন, তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে! বুধবার লোকসভায় বিল পেশ করল কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লোকসভায় ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেন। বিল পেশ হওয়ার আগে থেকেই এর বিরোধিতায় সরব হন বিরোধী দলগুলির নেতারা। লোকসভায় বিল পেশ হতেই অধিবেশন কক্ষের অন্দরেও বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিরোধী সাংসদেরা। এই নিয়ে বিরোধীদের নিশানা করলেন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর।তিনি বলেন, বিরোধীরা কীসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে, নীতি নাকি দুর্নীতি? সর্বোপরি, ভারতীয় রাজনীতিতে যদি আমরা নৈতিকতার ভিত্তিতে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদত্যাগ করার কথা বলি এবং আইন তৈরির কথা বলি, তাহলে বিরোধীরা কেন এর বিরোধিতা করে? আজ লড়াই স্পষ্ট। দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে কে দাঁড়িয়েছে - বিরোধী দল আর দুর্নীতিমুক্ত কে - বিজেপি। বিরোধী দল এবং সংসদে ঘটে যাওয়া এই ধরনের কর্মকাণ্ড গণতন্ত্রকে লজ্জা দিয়েছে এবং এটিও দেখিয়েছে যে বিরোধী দল দুর্নীতির সঙ্গে দাঁড়িয়েছে এবং দুর্নীতিবাজদের রক্ষা করার জন্য যেকোনও পর্যায়ে যেতে প্রস্তুত তারা।

২২ আগস্ট বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে সফর প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ২১আগস্ট ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২২ আগস্ট, শুক্রবার বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ সফর করবেন। তিনি সকাল ১১টা নাগাদ বিহারের গয়াতে প্রায় ১৩,০০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করবেন। তিনি দু'টি ট্রেনের যাত্রাও সূচনা করবেন এবং জনসমাবেশে ভাষণ দেবেন। এরপর, তিনি গঙ্গা নদীর উপর আন্টা-সিমারিয়া সেতু প্রকল্প পরিদর্শন ও উদ্বোধন করবেন।প্রধানমন্ত্রী বিকেল ৪ঃ১৫ মিনিট নাগাদ কলকাতায় বিভিন্ন মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও, তিনি কলকাতায় ৫,২০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধন করবেন। তিনি জনসমাবেশে ভাষণও দেবেন।

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকী পালন করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস

আগরতলা, ২১ আগস্ট ঃ সারা দেশের সাথে ত্রিপুরায়ও গত বুধবার যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন রাজীব গান্ধীর জন্মদিবস উদযাপন করেছে কংগ্রেস। এদিন আগরতলায় কংগ্রেস ভবনের সামনে রাজীব গান্ধীর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা সহ দলের নেতৃত্বরা।পরবর্তী সময় গান্ধীঘাটের শহীদ বেদীতেও পুষ্পার্ঘ অর্পণ করলেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা। পাশাপাশি এই দিনটিকে সম্ভাবনা দিবস হিসেবেও উদযাপন করেছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় সহ প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা জানান, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন রাজীব গান্ধীর জন্মদিবস উপলক্ষে প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্যের প্রত্যকটি জেলায়, ব্লকে এবং প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

এশিয়া কাপ হকি ২০২৫ঃভারতের ১৮ সদস্যের দল ঘোষণা

রাজগীর, ২১ আগস্ট ঃহকি ইন্ডিয়া. বুধবার আসন্ন পুরুষদের এশিয়া কাপ হকি টুর্নামেন্টের জন্য ১৮ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে , যা ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর বিহারের রাজগীরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই টুর্নামেন্টে ভারতকে জাপান, চীন এবং কাজাখস্তানের সঙ্গে পুল এ-তে রাখা হয়েছে, যা ২০২৬ সালে বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এফআইএইচ হকি বিশ্বকাপের জন্য একটি বাছাইপর্ব হবে।ভারত ২৯ আগস্ট চীনের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে, ৩১ আগস্ট জাপানের মুখোমুখি হবে এবং ১ সেপ্টেম্বর কাজাখস্তানের মুখোমুখি হবে।ড্র্যাগ-ফ্লিকার হরমনপ্রীত সিং মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে অধিনায়ক হিসেবে বহাল থাকবেন। দল নির্বাচন সম্পর্কে প্রধান কোচ ক্রেইগ ফুলটন বলেন, আমরা এমন একটি অভিজ্ঞ দল নিয়েছি যারা উচ্চ চাপের পরিস্থিতিতে কী করতে হয় তা বোঝে। এশিয়া কাপ আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন ঝুঁকির মুখে, তাই আমাদের এমন খেলোয়াড়ের প্রয়োজন ছিল যাদের ধৈর্য, স্থিতিস্থাপকতা এবং দক্ষতা আছে। এই নির্বাচন আমাদের উদ্দেশ্যকে প্রতিফলিত করে - এমন একটি দল তৈরি করা যা শক্তিশালীভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারে এবং আমাদের মূল লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।২০২৫ সালের পুরুষদের এশিয়া. কাপের জন্য ভারতীয় পুরুষ হকি দলঃগোলকিপার-কৃষাণ বি পাঠক, সুরজ কারকেরাডিফেন্ডার-সুমিত, জারমানপ্রীত সিং, সঞ্জয়, হরমনপ্রীত সিং, অমিত রোহিদাস, জুগরাজ সিংমিডফিল্ডার-রাজিন্দর সিং, রাজ কুমার পাল, হার্দিক সিং, মনপ্রীত সিং, বিবেক সাগর প্রসাদ।ফরোয়ার্ড -মনদীপ সিং, শীলানন্দ লাকড়া, অভিষেক, সুখজিত সিং, দিলপ্রীত সিংবিকল্প ক্রীড়াবিদ -নীলম সঞ্জীপ জেস, সেলভাম কার্তি

বাদল অধিবেশনের সমাপ্তি, অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি লোকসভা ও রাজ্যসভা

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট ঃ বাদল অধিবেশনের সমাপ্তি হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে গেল লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। গত ২১ জুলাই থেকে শুরু হয় সংসদের বাদল অধিবেশন। এবারের অধিবেশনে শুরু থেকেই বিহারে এসআইআর ইস্যুতে উত্তাল হয়ে ওঠে সংসদের উভয়কক্ষ। বৃহস্পতিবার অন্তিম দিনেও উভয়সভার কাজ বিঘ্নিত হয়, বিরোধীদের হৈ-হট্টগোলের জেরে। দফায় দফায় মুলতুবি হওয়ার পর অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন।

মস্কোতে মুখোমুখি জয়শঙ্কর ও ল্যাভরভ, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে চর্চা

নয়াদিল্লি ও মস্কো, ২১ আগস্ট ঃ রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এবং রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ। বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেছেন, আজকের বৈঠক আমাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ করে দিয়েছে। আমরা এখন বছরের শেষে বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমাদের নেতারা আমাদের বিশেষ কৌশলগত সম্পর্ককে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বদা নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা আমাদের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি এবং অনেক সমাধানও খুঁজে পেয়েছি। আমি দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এগিয়ে নিতে চাই, যাতে বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের সময় আমরা সর্বাধিক ফলাফল পেতে পারি। আমাদের বৈঠকের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাপট ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক বাণিজ্যের পরিবর্তনশীল দৃশ্যপট দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে এবং আমাদের যৌথ লক্ষ্য হল আমাদের পরিপূরকতা সর্বাধিক করা। রাশিযার বিদেশমন্ত্রী ল্যাভরভ বলেছেন, 'এটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি বহুমুখী ব্যবস্থা যেখানে এসসিও, ব্রিকস এবং জি-২০-এর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা রয়েছে। আমি আজ ফলপ্রসূ আলোচনার আশা করছি।'

জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারায় ভূমিকম্প, কম্পাঙ্ক ৩.৫

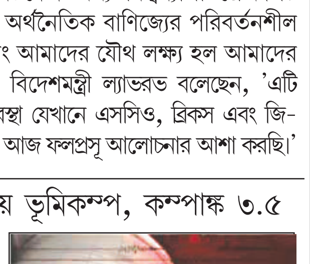

শ্রীনগর, ২১ আগস্ট ঃ হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলা। বৃহস্পতিবার কুপওয়ারা জেলায় ৩.৫ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত। দুপুর ১.৪১ মিনিট নাগাদ এই কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরতায়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, কার্গিল থেকে ১৬০ কিলোমিটার পশ্চিমে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। আবার জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরা থেকে ১৯৪ কিলোমিটার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

রাশিফল

মেষঃজাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি উৎসাহ ও শক্তিতে পূর্ণ হবে। নতুন পরিকল্পনা তৈরি এবং লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়। আপনি এই দিন অনুপ্রাণিত বোধ করবেন এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে, তাই যে কোনও কাজ সম্পন্ন করার জন্য এগিয়ে যান।

বৃষঃ আজকের দিনটি বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিন হবে। আপনি শীঘ্রই আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন, তাই আপনার প্রচেষ্টায় কোনও শিথিলতা রাখবেন না।

মিথুনঃ একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। অমীমাংসিত সমস্যা অস্পষ্ট হবে এবং অর্থব্যয় আপনার মনকে নিরানন্দ করবে। একটি আনন্দময় এবং চমকার সন্ধ্যার জন্য ঘরে অতিথিরা ভিড় করবেন।

কর্কট রাশি ঃ আজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আজ, আপনি বন্ধুদের সাথে একটি পার্টিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন, তবে এটি সত্ত্বেও, আজ আপনার আর্থিক দিকটি সবল থাকবে। শুভদিন হবে

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি ইতিবাচক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হবে। আপনি অনুভব করবেন যে আপনার আদর্শ এবং আপনার লক্ষ্যগুলি একত্রিত হচ্ছে।

কন্যা ঃ আজকের দিনটি কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য বিশেষ সুযোগ নিয়ে আসতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পেও সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিবাহের যোগ।

তুলাঃ আপনার ইতিবাচক মনোভাব আপনার চারপাশের মানুষদের মুগ্ধ করবে। অর্থের অভাব পরিবারে আজ মতবিরোধের কারণ হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কথা বলার আগে ভাল করে চিন্তা করুন এবং তাদের পরামর্শ নিন।

বৃশ্চিকঃআপনি ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে আপনার দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হবে।

ধনুঃধনু রাশির জাতক জাতিকাদের এই দিনটি উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায় ভরা হবে। আপনি একটি নতুন শক্তিতে পরিপূর্ণ বোধ করবেন যা আপনার চারপাশের মানুষদেরও প্রভাবিত করবে। বিবাহের যোগ।

মকরঃ আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলি আরও দৃঢ় হবে, যা আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। আপনার সঙ্গে সময় কাটাতে চাইবে।

কুম্ভঃ আবেগের বশে কোনও কাজ করে আজ অনুতপ্ত হতে পারেন। আত্মীয়দের প্ররোচনায় সংসারে সাময়িক অশান্তি হতে পারে।

মীনঃ আপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। দীর্ঘ

আবহাওয়া

প্রত্যক্ষ নয় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে বঙ্গে, আর তাই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিও হচ্ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বৃহঃবার সকালেও শহর ও শহরতলি ছাড়াও, বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে। বৃষ্টির দরুণ আবহাওয়া স্বস্তিদায়ক, তবে মাঝেমধ্যে ভ্যাপসা গরমও অনুভূত হচ্ছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, নিম্নচাপের প্রভাব না পড়লেও সাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে স্থলভাগে। মৌসুমী অক্ষরেখাও সরে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের দিকে। তার জেরে গোটা রাজ্যেই বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধির পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী শনিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৯ শতাংশ এবং ৭৮-সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ১৯.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫০মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৭মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৩মিনিটে ।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে প্রায় ৫,২০০ কোটি টাকার সংযোগ প্রকল্পের উপহার

উদ্বোধন

শিয়ালদহ - এসপ্ল্যানেড সেকশন (গ্রিন লাইন)
বেলগাছিয়া - হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সেকশন (ওরেঞ্জ লাইন)
নোয়াপাড়া - জয় হিন্দ বিমানবন্দন সেকশন (ইয়েলো লাইন)
এবং
হাওড়া মেট্রো স্টেশন সাবওয়ে

মেট্রো পরিষেবার সূচনা

শিয়ালদহ - এসপ্ল্যানেড সেকশন (গ্রিন লাইন)
বেলগাছিয়া - হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সেকশন (ওরেঞ্জ লাইন)
নোয়াপাড়া - জয় হিন্দ বিমানবন্দন সেকশন (ইয়েলো লাইন)

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য

৬ লেনের এলিভেটেড কোনা এক্সপ্রেসওয়ে, এনএইচ-১২

প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদী

দ্বারা

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা

মেট্রো প্রোজেক্ট

গ্রিন লাইন (শিয়ালদা - এসপ্ল্যানেড)
দৈর্ঘ্যঃ ২.৪৫ কেজি । খরচঃ ১১৮৫ কোটি টাকা

- হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর পর্যন্ত চূড়ান্ত সংযোগ
- মেট্রো হাওড়া এবং শিয়ালদা ভ্রমণের সময় ৪৫ মিনিট থেকে কমিয়ে মাত্র ১১ মিনিটে নিয়ে এসেছে।
- বি.বি.ডি. বাগ, এক্সপ্ল্যানেড এবং সল্টলেক-নিউ টাউনের শিক্ষার্থী, পেশাদারদের জন্য স্বস্তির খবর।

ইয়েলো লাইন (নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ বিমানবন্দর)
দৈর্ঘ্যঃ ৬.৭৭ কিমি । খরচঃ ১৮৬৬ কোটি টাকা

- কলকাতা বিমানবন্দর এখন সরাসরি মেট্রো নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত
- বিমানবন্দরে ভ্রমণের সময় ১ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে ১০ মিনিট করা হয়েছে
- দম দম ক্যান্টনমেন্ট ইন্টারচেঞ্জের মাধ্যমে শহর-শহরতলিতে সহজে যাতায়াত সম্ভব।

অরেঞ্জ লাইন (বেলেঘাটা-হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
দৈর্ঘ্যঃ ৪.৩৯ কিমি । খরচঃ ৮৭৫ কোটি টাকা

- কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত বিদ্যমান লাইন সম্প্রসারণ
- বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ যাতায়াত কম মাত্র ২৩ মিনিটে
- কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দাদের সুবিধা

হাওড়া স্টেশনে নতুন সাবওয়ে
ব্যয়ঃ ৪৩ কোটি টাকা

- মেট্রো এবং পূর্ব/দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন আন্তঃ চলাচল
- সময় সাশ্রয় করে এবং ভ্রমণের সুবিধা উন্নত করে

বিশ্বমানের স্টেশন এবং সুযোগ-সুবিধা

- নতুন স্টেশনঃ ভিআইপি বাজার, ঋত্বিক ঘটক, বরুণ সেনগুপ্ত, বেলেঘাটা, দম দম ক্যান্টনমেন্ট, যশোর রোড, জয় হিন্দ বিমানবন্দর
- সুবিধার মধ্যে রয়েছে লিফট, এসকেলেটর, পানীয় জল, আধুনিক শৌচাগার এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা

৬ লেনের এলিভেটেড কোনা এক্সপ্রেসওয়ে (এনএইচ-১২, দৈর্ঘ্য-৭ কিমি, খরচঃ ১২০০ কোটিরও বেশি)

- যানজট এবং যানবাহনের নির্গমন হ্রাস করে, বাতাসের মান উন্নত করে।
- ডায়মন্ড হারবার, কাকদ্বীপ এবং বাকখালীর মতো প্রধান পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করে পর্যটন সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।
- জাতীয় সড়ক-১৬, জাতীয় সড়ক-১৯, জাতীয় সড়ক-১১৬, জাতীয় সড়ক-২ই এবং জাতীয় সড়ক-৩৪ কে সংযুক্ত করে, যা আঞ্চলিক ভ্রমণকে আরও সহজ করে তোলে।

গৌরবময় উপস্থিতি

ড. সি.ভি. আনন্দ বোস
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

মমতা ব্যানার্জী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার, ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী

শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী

রভনীত সিং
কেন্দ্রীয় রেল ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিমন্ত্রী

ড. সুকান্ত মজুমদার
কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী

শুভেন্দু অধিকারী
বিরোধী দলনেতা, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

অধ্যাপক সৌগত রায়
সাংসদ

শমীক ভট্টাচার্য
সাংসদ

তারিখঃ ২২ আগস্ট, ২০২৫ | স্থানঃ দমদম, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ | সময়ঃ বিকাল ৪:৩০

DD NEWS অনুষ্ঠান দেখুন সরাসরি ডিডি নিউজে

ভারতীয় রেলপথ
www.indianrailways.gov.in

আমাদের দেখুন

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৬১, শুক্রবার, ৫ ভাদ্র ১৪৩২

রবীন্দ্র সঙ্গীতের জন্য লড়াই

বিশ্বভারতীর কপিরাইট আজ নেই কিন্তু দেবব্রত বিশ্বাস আছেন বাঙালির হৃদয়ের মণিকোঠায় । রবীন্দ্রনাথের গানে যে-আগুন, তাতে সাধারণের অধিকার আছে জর্জবিশ্বাস মনে - প্রাণে বিশ্বাস করতেন। রোখ চেপে গিয়েছিল। বিশ্বাসে ছিল দৃঢ় প্রত্যয়, আচলায়তনকে তিনি ভেঙে চুর্ণ করতে পারবেন। রবীন্দ্রনাথের গান জর্জ বিশ্বাসের গলায় হয়ে উঠল গণমানসের সংগীত। দেবব্রত বিশ্বাস একটি সংগ্রামের নাম প্রাতিষ্ঠানিক আচলায়তনের বিরুদ্ধে তাঁর জীবনভর সংগ্রামকে কুর্নিশ করেন অসংখ্য মানুষ, রবীন্দ্রনাথের গান অর্থাৎ এলিট গোত্রের, এই ধারনার প্রতি প্রথম কুঠারাঘাত করেছিলেন তিনি প্রমাণ করতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান জনমানসের গান। অধুনা বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জের মানুষ, জন্মগত ভাবে অসাধারণ দরাজ গলা, গানের তেমন কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। মায়ের কাছে শুনতেন-শিখতেন ব্রহ্মসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত। মহেন্দ্র রায়ের কাছে দেশের গান। শুরুর সেই ভিত তাঁকে লড়াই করার সঞ্চয় জুগিয়েছিল নিশ্চিত। প্রথাগত ভাবে সংগীত শিক্ষা বা শান্তিনিকেতন থেকেও রবীন্দ্রগানের পাঠ গ্রহণ করেননি। অথচ রবীন্দ্রসংগীতে জর্জবিশ্বাসের ছিল অনায়াস দক্ষতা। তাঁর গায়কীর গুণে আবালবৃদ্ধ বনিতা অনন্য উপলব্ধি লাভ করতেন, এক অদ্ভুত ভাললাগা, যার বিশেষণ, ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। অথচ সেই দেবব্রত বিশ্বাসকে বারবার বিব্রত করেছে বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ড। রবীন্দ্রনাথের গানের কপিরাইট তাদের হাতে, রবীন্দ্রসংগীতের যে কোনও রেকর্ডকেই বিশ্বভারতীর অনুমোদন নিতে হত বাজারজাত করার আগে। মিউজিক বোর্ড একাধিকবার দেবব্রত বিশ্বাসের গানকে অনুমোদন দেয় নি বিচ্যুতি এবং অতিরিক্ত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের অজুহাত তুলে। মূল লড়াই রবীন্দ্রনাথের গানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার নিয়ে। একরোখা, শিরদাঁড়া সোজা মানুষ জর্জ বিশ্বাস কিন্তু সেই লড়াইয়ে হার মানেন নি। একাধিক চিঠিও লিখে নিজের যুক্তি দিয়েছেন, তবে কোনওটা বোর্ডের নির্দেশিকার সঙ্গে সহমত হয়ে নয়। স্বভাবত কোনও পক্ষে নমনীয়তা না থাকায় সমাধান সূত্র থাকল অধরা। অপমানিত শিল্পী বন্ধ করে দিলেন রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড করা। অন্য সব অনুষ্ঠানও আস্তে-আস্তে কমে গেলো। অনেকেই জানেন নিজেকে যখন রবীন্দ্র সংগীত থেকে আস্তে-আস্তে গুটিয়ে নিচ্ছেন তখনও সেই সময়ের অনেক নামী শিল্পীর চেয়ে তাঁর বার্ষিক রয়্যালটির পরিমাণ ছিল বেশ অনেকটা বেশি! অবশ্য অনেকে মনে করেন বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডে ও দেবব্রত বিশ্বাসের সংঘাতে সমাধান সূত্র যদি বের হত শিল্পীর অনেক অনেক গান গোটা পৃথিবীর বাংলায় কথা বলা মানুষ প্রাণ ভরে শুনতে পেতেন।

বাংলা ভাগ চক্রান্ত

পাবনার হিমায়েৎ পুর, শহীদ বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় আশুতোষ রায় মহাশয়ের জন্মভূমি। রডা অস্ত্র আইনে অভিযুক্ত ফেরারি আশুতোষ ব্রিটিশ শাসকের এনকাউন্টারে মারা গেলেন; কিশোর আশুতোষের ছেলেদের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন স্বাধীনতার বাণী আনন্দমঠ আর বিবেকানন্দের মন্ত্র। যে আনন্দমঠ আর কিছুকাল পরে বঙ্কিমের জন্মশতবর্ষে কলকাতার রাস্তায় পোড়াবেন মুস-লিম লীগের কর্মীরা। আশুতোষ রায়ের হাত থেকে স্বাধীনতার মশাল তুলে নিয়েছিলেন হিমায়েৎপুরের যতীন্দ্রনাথ সাহা, হরিভূষণ দাশ, শচীন্দ্রনাথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ দাসেরা। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে (ধর্ম নয়) এই বাঙালী ছেলেদের হাত ধরে হিমায়েৎপুরে প্রতিষ্ঠা হল ব্যায়ামাগার 'শক্তিমন্দির'। ১৯২৮ সালে তাঁরা যোগ দিলেন সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল ভলান্টিয়ারে, সেই সূত্রে শক্তিমন্দিরে এসেও ছিলেন সুভাষচন্দ্র। শক্তি মন্দির হয়ে উঠল বাঙালী বিপ্লবীদের প্রাণকেন্দ্র। কয়েক বছর বাদেই ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ পাঁচ বছরের জন্য শক্তি মন্দিরের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিল ব্রিটিশ সরকার। ১৯৪৬ সালে বন্দীমুক্তি আন্দোলনের পরে বিপ্লবীরা যখন গ্রামে ফিরলেন, গ্রামেই ওয়ার্কশপ বানিয়ে দশ ইঞ্চি ব্যাসের বারোটি কামান ও অজস্র পাইপগান বানিয়ে, দ্রুত প্রশিক্ষণ নিয়ে আস্ত একটি সামরিক বাহিনী গড়ে তুললেন সর্বাধিনায়ক ডক্টর শচীন চৌধুরী। কিন্তু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের আগেই দেশভাগের প্রাক্কালে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা মুস-লিম লিগের শাসনে পূর্ব বাংলা জুড়ে বাঙালী হিন্দু জনপদগুলি আক্রান্ত হল। পাবনাকে এই আগুন থেকে বাঁচাতে হবে। এই সঙ্কল্প বুকে নিয়ে নরেন সরকারের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী পথে নেমে পড়ল। বাঙালী বিপ্লবীদের অতিমাত্রায় সজাগ দৃষ্টির ফলে দাঙ্গা গণহত্যা নারীনির্যাতনের হাত থেকে বেঁচে গেল পাবনা। ১৯৪৭-র দাঙ্গার দিনগুলিতে লীগ সরকারের প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে গোটা বাংলা জুড়ে বাঙালী হিন্দুদের উপর নির্যাতন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

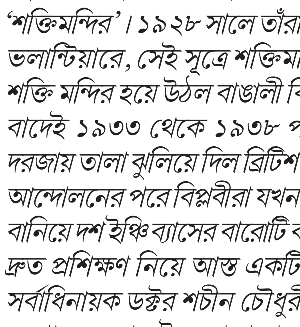

মা শক্তি না দিলে কেউই শক্তি পেতে পারেন না। মা হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সর্ব শক্তিদায়িনী। তাঁর দেয় শক্তি দিয়ে জগতে যে কোনও ব্যক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। মা'ই মনের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগৎ ধাত্রী। জগত ধারিনী জগদ্ধাত্রী। তিনি জগতকে ধারন করে থাকেন। ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধে আচরণ করতে থাকে। মাতৃশক্তি না থাকলে কোনও সময়ে একটি মানুষ বড় হয় না।

ভগিনী নিবেদিতা

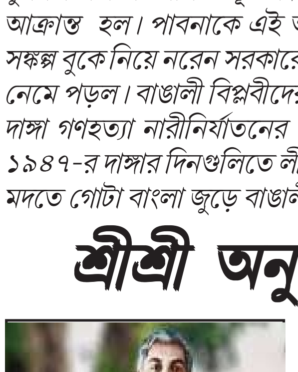

যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে। ভক্তিভাবে কাজ করতে হবে। তবেই সাধনা লাভ করা সম্ভব। ভক্তির সঙ্গে কাজ করতে পারলে তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব কাজের মধ্যে দিয়ে। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞান ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। তবেই নিজের শক্তির বিকাশ পাওয়া সম্ভব। সবার মনে শক্তি রয়েছে। সেই শুভ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। অশুভ শক্তির বিনাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। মনের গভীরতা বিকাশ ঘটাতে হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূ সূত্র।

কলকাতায় প্রথম ক্যামেরা আসতেই বিদ্যাসাগর, গিরিশ ঘোষ, নটী বিনোদিনী সকলেই ছবি তোলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

১৮২৬ সালে নিজের ছাদ থেকে একটা ফোটো তুলতে নিপসের লেগেছিল প্রায় চার ঘণ্টা। ভাবা যায়! তার কিছুদিন পরে, ১৮৩৯ সাল। ফিলাডেলফিয়ার অ্যামেচার রসায়নবিদ তথা ফটোগ্রাফার রবার্ট কর্নেলিয়াস নিজের বাড়ির মুদি দোকানের

পিছনে একটা ক্যামেরা বসিয়ে, তার ঢাকনা খুলে ছবি তোলার প্ল্যান করলেন। কিন্তু কি মুশকিল! সে সময় বাড়িতে কেউ নেই। অগত্যা ঢাকনা খুলেই ক্যামেরার সামনে ঠায় এক মিনিট পাথরের মতো বসে থাকলেন তিনি। তারপর লেন্স বন্ধ করে ছবি ডেভেলপ করে দেখলেন দিব্যি এসেছে তার ছবি। দাগেরোটাইপ সেই ছবির পিছনে তিনি লিখলেন, "The first light Picture ever taken. 1839। পৃথিবীর প্রথম সেলফি।

এই দাগেরোটাইপ ছবির আবিষ্কার করেন ফরাসি দেশের জে এম দেগারে। এই পদ্ধতিতে রুপোর প্রলেপ দেওয়া পাতের উপর ছবি তোলা হত। তাই রুপো খসে গেলে ছবিও নষ্ট হয়ে যেত। ক্যালোটাইপ পদ্ধতির আবিষ্কারক ট্যালবটের সে সমস্যা ছিল না। তাঁর নেগেটিভ থেকে ইচ্ছেমতো পজিটিভ বানানো যেত। তখন ছবি তোলা রীতিমতো এক ঘটনা ছিল। একটুও নড়লেই ছবি খারাপ হয়ে যাবে। তাই স্ট্যান্ড থাকত, যাতে গলা মাথা সব আটকে ছবি তোলা হত। এক একটা ছবি তুলতে আধ ঘণ্টা লাগত। বাংলায় ছবি তোলার প্রচলন মোটামুটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি। ১৮৪৮ সালের ২ নভেম্বর ইংলিশম্যান পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়ôThe Englishman reports that a Mr Schranzhoéôéfer has arrived in Calcutta and intends practising Photography upon the system invented by Mr Talbot– and to which he gave the name Calotype. The portraits are in many particulars supe rior to those taken by the Daguerreotype– and it is asserted that a method has been invented which renders them more durable than the or ginal inventor was able to effect. Wednesday– Nov. 1 । এটিই কলকাতার প্রথম ফটো তোলার দোকান। হুজুগে বাঙালির এই নেশা ধরতে বেশি সময় লাগল না। আদীশ্বর ঘটক মল্লিক আর্ট প্রেস থেকে প্রকাশিত তার বিখ্যাত গ্রন্থ ফটোগ্রাফি শিক্ষাতে তখনকার ফটো তোলা নিয়ে নানা কথা লিখে গেছেন। দুই একটি বলি-আমরা স্কুলে পড়িবার সময় বই কিনিতে চীনাবাজারে গিয়া, ওই প্রকার একখানি গ্লাস পজিটিভ তুলিয়া আনিয়াছিলাম। যে ফটোগ্রাফার তাহা তুলিয়াছিল, সে তখন যুবাপুরুষ ছিল। তখন তাহার পোশাক-পরিচ্ছদে একটু চাকচিক্যও দেখিয়া ছিলাম। তাহার প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে দৈবাৎ একদিন রাধাবাজারের কোণে একটি সিঁড়ির ধারে দেখিলাম যে, একজন শীর্ণকায় পক্ককেশ বৃদ্ধ একখানি গ্লাস পজিটিভ হাতে করিয়া 'ফটোগ্রাফ' 'ফটোগ্রাফ' করিয়া চেঁচাইতেছে।... আগে ছিল আট আনা ও চারি আনা, এখন হইয়াছে, চারি আনা ও দুই আনা। আমি তাহার কর্মস্থলের ছাতের উপর গিয়া নিজেরাই কয়েকখানা গ্লাস পজিটিভ উঠাইলাম। বৃদ্ধ ফোটোগ্রাফারকে কোনোমতেই বুঝিতে দিলাম না যে, আমি ফোটোগ্রফি কিছু জানি, অথবা ইহার ব্যাবসা করি। এর পরে তিনি নিজের স্টুডিও খুলে দাগারোটাইপ ও কলোটাইপ ছবি তুলতে থাকেন। নব্য ছবি তুলিয়েদের প্রতি তাঁর উপদেশ। সাধারণ চেয়ারের বদলে ঘোরবর্ণের রেশমের গদিযুক্ত চেয়ারে বসিয়ে ফোটো তুললে ভালো দেখায় ঠিকই, কিন্তু যে জাতি যেভাবে উপবেশনাদি করেন, তত্তৎ জাতীয় লোককে সেইভাবে বসাইয়া ফোটোগ্রাফ লইবে। সাহেবদের আসনে বসাইয়া এবং একটা ধাঙড়কে চেয়ারে বসাইয়া ফোটো লইলে, তাহা কেহ ভালো বলিবে না। সেই মতো অন্তঃপুরবাসিনী বাঙালি মেয়েকে চেয়ারে বসাইয়া ফোটো লইলেও তাহা অস্বাভাবিক দেখাইবে।

সিদ্ধার্থ ঘোষ তাঁর ছবি তোলা-বাঙালির ফটোগ্রাফি চর্চা বইতে লিখেছেন, কলকাতায় স্থাপিত কমার্শিয়াল স্টুডিয়োর মধ্যে প্রথম ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করে জে ডব্লিউ নিউল্যান্ডের 'দাগ্যারিয়ান গ্যালারি'। ১৮৫১ থেকে নিউল্যান্ড সুদীর্ঘকাল 'দাগ্যারোটাইপ' চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একমাত্র চিত্রটি তিনি তুলে ছিলেন। পাইকপাড়ার ছোটো রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহও তাঁর কাছে এই বিদ্যা শিক্ষা করেন। কলকাতায় বাঙালিদের মধ্যে নীলমাধব দে প্রথম স্টুডিয়ো স্থাপন করেন ১৮৬২-তে বেঙ্গল ফোটোগ্রাফার্স।' ১৮৫৬-র ২ জানুয়ারি কলকাতায় 'ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠিত হলে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র নিযুক্ত হন অবৈতনিক সেক্রেটারি। দ্বিতীয় বর্ষে তিনি ট্রেজারার পদগ্রহণ করেন আর পাইকপাড়ার ছোটো রাজা অন্যতম ভাইস প্রেসি ডেন্ট। কানাইলাল দে, প্রিয়নাথ শেঠ, গৌরদাস বসাক, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তি-সহ বহু বাঙালি সক্রিয় ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন সোসাইটির সঙ্গে। কিন্তু ১৮৫৭-র ৬ এপ্রিল টাউন হলে 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট'-এর সমর্থনে বক্তৃতাদানের 'অপরাধে' শ্বেতাঙ্গরা রাজেন্দ্রলালকে চরম অপমানজনকভাবে ও অগণতান্ত্রিক উপায়ে সোসাইটি থেকে বহিষ্কৃত করার পর থেকেই এই সোসাইটির সঙ্গে বাঙালিদের সংস্রব প্রায় সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়। প্রায় তিরিশ বছর পরে 'ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া' নামে সংস্থাটি পুনরুজ্জীবিত হলে কয়েকজন ভারতীয় আবার তার সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রিপুরার বড়োঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মন, মহারাজ প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, শরৎচন্দ্র সেন, প্রভাত কুসুম রায়চৌধুরী ও আর্যকুমার চৌধুরী প্রমুখ। আর্যকুমার প্রথম ভারতীয়, যিনি সোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শনীতে ১৯১৩-য় বেস্ট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন।

পূর্ব ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতার বাইরে ফোটোগ্রাফিচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের ফোটোগ্রাফির প্রতি আসক্তি কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিল। দাগ্যারোটাইপ, ওয়েট প্লেট, ড্রাই প্লেট-ফোটোগ্রাফির আধুনিকতম পদ্ধতির সঙ্গে সংগতি রেখেই থামেননি তিনি, গ্রন্থে ফোটোগ্রাফের প্রতিচ্ছবি ছাপার জন্য হাফটোন পূর্ববর্তী যুগে রাজপ্রাসাদে ক্যালোটাইপ প্রেস স্থাপন করেছিলেন। প্রতি বছর তাঁর আমলে রাজপ্রাসাদে ফোটোগ্রাফিক প্রদর্শনী হত। বাঙালিরা ছবি তোলা শুরু করে

স্বাধীন ভারতে নারী সুরক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত

নারীর প্রতি অপরাধ রুখতে একমাত্র সমাধান অপরাধীর বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করা জরুরি। নারীর প্রতি অপরাধ আজ কেবল একটি সামাজিক সমস্যা নয়, এটি জাতীয় সংকটের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ধর্ষণ, গৃহহিংসা, এসিড হামলা, শ্লীলতাহানি থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্রে বা জনসমক্ষে নারীকে নানাভাবে হেনস্থার ঘটনা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে নানা আন্দোলন, নীতি প্রণয়ন, সুরক্ষা আইন থাকা সত্ত্বেও বাস্তব চিত্র উদ্বেগজনকভাবে ভিন্ন। প্রশ্ন জাগে, কেন আইন থাকা সত্ত্বেও অপরাধীরা দমে যাচ্ছে না? এর মূল কারণ একটাই; অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত না হওয়া। যতক্ষণ না কঠোরভাবে ও দ্রুত বিচার সম্পন্ন হবে, ততক্ষণ নারীর প্রতি অপরাধের হার কোনোভাবেই কমবে না। আমরা প্রায়ই দেখি, ভয়াবহ অপরাধের ঘটনা ঘটার পর সমাজ উত্তাল হয়ে ওঠে, প্রতিবাদে রাস্তায় নামে মানুষ, সংবাদমাধ্যমে চলে তীব্র আলোচনা। কিন্তু কিছুদিন পর ধীরে ধীরে সব চুপসে যায়। অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা হয়তো হয়, তদন্ত শুরু হয়, কিন্তু মামলার জটিলতা, সাক্ষীর অভাব, প্রমাণ গোপন বা নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বিচার প্রক্রিয়া বছরের পর বছর ঝুলে থাকে। এর ফলে ভুক্তভোগী নারী বা তাঁর পরিবার ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়, আর অপরাধীরা এই দীর্ঘসূত্রিতাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে অবাধে ঘুরে বেড়ায়। এতে সমাজে একটি স্পষ্ট বার্তা ছড়িয়ে পড়ে; নারীর প্রতি অপরাধ করলেও শাস্তি এড়ানো সম্ভব। এই ধারণাই আরও অপরাধকে উসকে দেয়।

কঠোর ও দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার বিষয়টি শুধু আইনি প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতায় আটকে থাকে না। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক সদিচ্ছাও। প্রায়ই দেখা যায়, অপরাধী যদি প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান হয় বা রাজনৈতিক সমর্থন পায়, তাহলে তাকে বাঁচানোর জন্য নানা মহল থেকে চাপ সৃষ্টি হয়। তদন্ত প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায়, সাক্ষীরা ভয়ে মুখ খুলতে চায় না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও অনেক সময় প্রকৃত তদন্তে পিছিয়ে পড়ে। এই অবস্থায় বিচার ব্যবস্থা যতই শক্তিশালী আইন তৈরি করুক, বাস্তবে তার কার্যকারিতা দেখা যায় না।

তবে আশার কথা হলো, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দ্রুত বিচার এবং কঠোর শাস্তির উদাহরণ রয়েছে, যা অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। যেমন, কিছু দেশে ধর্ষণের মতো অপরাধ প্রমাণিত হলে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়, এবং সেটি কয়েক মাসের মধ্যেই কার্যকর করা হয়। এর ফলে সমাজে একটি স্পষ্ট বার্তা পৌঁছে যায় যে, নারীর প্রতি অপরাধ করলে কোনো প্রকার ছাড় নেই। ভারতেও নির্ভয়া কাণ্ডের পর একাধিক আইন কঠোর করা হয়েছে, যদিও বাস্তবে দ্রুত বিচারের ক্ষেত্রে এখনো সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনও রয়েছে, কিন্তু তার কার্যকারিতা এখনো প্রত্যাশিত মাত্রায় পৌঁছাতে পারেনি।

শুধু কঠোর শাস্তিই নয়, সেই শাস্তি যেন অপরাধীর জন্য বাস্তব আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেটি নিশ্চিত করা জরুরি। এজন্য বিচার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও গতি আনতে হবে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহ, ফরেনসিক টেস্টের দ্রুত ব্যবস্থা, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ; এসব ব্যবস্থা বাড়ানো গেলে বিচার প্রক্রিয়া অনেকটাই ত্বরান্বিত হবে। একই সঙ্গে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করার বাধ্যবাধকতা জারি করা উচিত।

তবে শুধুমাত্র বিচার ও শাস্তি দিয়েই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, এর সঙ্গে সামাজিক সচেতনতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই নারীর প্রতি সম্মানবোধ গড়ে তোলা দরকার। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ভেঙে নারীকে সমান মর্যাদা দেওয়ার শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই দিতে হবে। গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের দায়িত্ব রয়েছে।

পাকিস্তানের প্রধান লক্ষ্য ছিল কাশ্মীর দখল নিয়ে ভারতের শক্তিকে দুর্বল করা

বিশেষ প্রতিবেদক

ভ্রমণপ্রিয় বাঙালির কাছে শ্রীনগর একটি প্রিয় গন্তব্য উ কিন্তু জানেন কি ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার ঠিক পরেই শ্রীনগর দখলের পরিকল্পনা করেছিল পাক হানাদার বাহিনী। সেদিন ভারতীয় সেনার এক বছর চব্বিশের মেজর মাত্র ৫০ জন ভারতীয় সেনাকে নিয়ে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে

দাঁড়িয়েছিলেন। আসুন আজ আপনাদের শোনাই স্বাধীন ভারতের প্রথম পরমবীর চক্র প্রাপক এক মেজরের বীরত্বের গল্প।

১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাস। দেশ তখন সদ্য স্বাধীন হয়েছে। ভারতের সামরিক গোয়েন্দাদের কাছে খবর এল পাকিস্তানের সেনা ও উপজাতি মিলিয়ে প্রায় হাজার খানেক লোক ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে উ তাদের লক্ষ্য একটাই - শ্রীনগর শহরকে দখল করে শ্রীনগরকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা। ১৯৪৭ সালের ২৩ অক্টোবর। দিল্লির পালাম বিমানবন্দর থেকে শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিল ভারতীয় সেনা বাহিনীর একটি ইউনিট। ইউনিটের দায়িত্ব দেওয়া হল ২৪ বছর বয়সী এক অকুতোভয় ভারতীয় যুবককে। মেজর সোমনাথ শর্মা। কিন্তু সেই সময়ে মেজর শর্মার ডান হাতে প্লাস্টার ছিল কারণ হকি খেলার সময় তার হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল। বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। কিন্তু চিকিৎসকদের বারণ শুনলেন না তিনি। ৩১ অক্টোবর শ্রীনগর পৌঁছালেন তিনি। ইউনিটের কমান্ড নিলেন মেজর শর্মা। তাদের লক্ষ্য ছিল - শ্রীনগর শহরকে পাকিস্তানের হাত থেকে রক্ষা করা, সমস্ত আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা, সদ্য স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রকে রক্ষা করা।

২ নভেম্বর খবর এল পাক হানাদার বাহিনী শ্রীনগর বিমানঘাঁটি থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে বদগাম নামক একটি জায়গায় অবস্থান করছে। এই খবর পেয়ে, শ্রীনগরের ১৬১ পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার এলপি সেন তৎক্ষণাৎ মেজর শর্মা এবং তার কোম্পানিকে বদগামে প্রেরণ করেন।

৩ নভেম্বর। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে মেজর সোমনাথ শর্মা চতুর্থ কুমায়ুন রেজিমেন্টের ৫০ জন ভারতীয় জওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে বাদগামে পৌঁছান। এদিকে পাক হানাদার বাহিনী গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ফলে বাদগামে পৌঁছে অস্বাভাবিক কিছু নজরে এল না ভারতীয় সেনার। তবে মেজর সোমনাথ শর্মা অনুমান করতে পেরেছিলেন এগুলো পাক হানাদার বাহিনীর চালাকি। এর আসল উদ্দেশ্য ভারতীয় সেনার মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। এদিকে পাক হানাদার বাহিনীও নিজেদের পজিশন নিতে থাকে।

ঘড়িতে তখন দুপুর আড়াইটে। মেজর সোমনাথ শর্মা অনুমান যে একদম সঠিক ছিল সেটা বোঝা গেল। হঠাৎ প্রায় ৫০০ জন পাক হানাদার শক্তিশালী মর্টার গুলি সহ মেজর শর্মার কোম্পানির ৫০ জন ভারতীয় জওয়ানের উপর আক্রমণ চালায়। পাল্টা জবাব দেয় ভারতীয় সেনা। শুরু হয় এক অসম লড়াই উ তবে স্বাধীনতার মাত্র দুমাস পরেই এতবড় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না ভারতীয় সেনা। কিন্ত মেজর শর্মা ঐ ভারী গুলিবর্ষণের মধ্যেও ট্রেঞ্চ থেকে ট্রেঞ্চে লাফিয়ে উৎসাহিত করেছেন তার বাহিনীকে, রেডিও মেসেজ করেছেন আরও সেনা পাঠানোর জন্য।

মেজর সোমনাথ শর্মা তার অবস্থান ধরে রাখার গুরুত্ব জানতেন। সেই সময় তিনি যদি পিছিয়ে আসতেন তাহলে পাক হানাদার বাহিনী শ্রীনগর বিমানঘাঁটির দখল নিয়ে নিত এবং শ্রীনগর পাকিস্তানের দখলে চলে যেত। মেজর শর্মা সদর দপ্তরে পাঠানো শেষ বার্তায় বলেছিলেন, "The enemy is only 50 yards from us. We are heavily out numbered. We are under devastating fire. I shall not withdraw an inch but will fight to the last man and last round. এটাই ছিল তার পাঠানো শেষ মেসেজ উ কিছুক্ষণ পরেই গ্রেনেডের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তাঁর শরীর। শহীদ হলেন মেজর সোমনাথ শর্মা।

লেখকের কলমে বাংলাদেশের বাঙালি

কালীশঙ্কর দাস, ঢাকা

বাংলাদেশের একমাত্র জীবিত জমিদার মানব বাবু / মানবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী চৌধুরী। দেশে-বিদেশে যেখানেই যাই অভ্যাসবশত জানার চেষ্টা করি সেখানে দর্শনীয় বা ঐতিহাসিক মূল্য বহন করে এমন স্থাপনা আছে কিনা। খোঁজ পেলে সেসব দেখতে ছুটে যাই। সম্প্রতি ব্যক্তিগত কাজে কিশোরগঞ্জে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম গাঙ্গাটিয়া জমিদার বাড়ির কথা। জমিদার বংশের বর্তমান উত্তরাধিকারী মানবেন্দ্র চক্রবর্তী চৌধুরীর নামানুসারে স্থানীয়রা এই বাড়িকে মানববাবুর বাড়ি বলেও সম্বোধন করেন। মানব বাবু এই বংশের শেষ জমিদার ভূপতি চক্রবর্তীর সন্তান।

জানা যায়, এই জমিদার বংশের আদি বাসস্থান ছিল ভারতের কাইন্নাকজিতে। প্রায় ৬০০ বছর আগে তারা হোসেনপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে দীননাথ চক্রবর্তী হোসেনশাহী পরগনার অংশবিশেষ নীলকর এবং ওয়াইজের কাছ থেকে ক্রয় করার মধ্য দিয়ে জমিদারিত্ব শুরু করেন। ব্রিটিশ শাসনামল থেকে তাদের জমিদারিত্ব শুরু হয়, দেশ ভাগের পর জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে এই জমিদারিত্ব শেষ হয়। প্রায় ১০ একর জমিতে প্রতিষ্ঠিত গঙ্গাটিয়া জমিদার বাড়ি। বাড়িটির নির্মাণশৈলীর সঙ্গে গ্রীক স্থাপত্যরীতির মিল রয়েছে। ব্রিটিশ শাসনামলে কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলাধীন গোবিন্দপুর ইউনিয়নে এই বাড়িটি প্রতিষ্ঠা করেন ভোলানাথ চক্রবর্তী। বাড়িটির ঐতিহাসিক মূল্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে মিলেমিশে আছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাড়িটি মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। একাত্তরে রাজাকারদের সহযোগিতায় পাক বাহিনী মানববাবুর বাবা ভূপতি চক্রবর্তীসহ পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্যকে হত্যা করে। দেশ স্বাধীন হলে জমিদার বাড়ির সদস্যরা ভারতে চলে যান। স্ত্রীকে নিয়ে দেশেই থেকে যান মানববাবু। বাড়িটি অনেক যত্নে রেখেছেন মানববাবু।

জমিদার বাড়িটি দেখতে শুক্র ও শনিবারে বেশি মানুষের ভিড় হয়। অনেকেই শুধু বাইরে থেকে দেখে চলে যান। কারণ মানব বাবু সাধারণত শুক্রবারে দর্শনার্থীদেরকে বাড়ির ভেতরে প্রবেশের সুযোগ দেন। সৌভাগ্যক্রমে শুক্রবারে গিয়েছিলাম। আমরা তিনজন গাঙ্গাটিয়া জমিদার বাড়িতে উপস্থিত হলাম। মানববাবু আমাদের স্বাগত জানালেন। বাড়ির প্রবেশ পথে সংস্কৃতি ভাষায় লেখা 'স্বাগতম'। গাঙ্গাটিয়া জমিদার বাড়িতে ঢুকতে গেলেই চোখে পড়ে কয়েকটি মঠ। জানা গেল মঠগুলো মানব বাবুব বাবার এবং তাদের আরও কয়েকজন আত্মীয় স্বজনের। বাড়িটিতে রয়েছে দরবার।

, নহবতখানা, বৈঠকখানা,

প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ও পাথর ছোঁড়ার অভিযোগ দিনহাটায়

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২১ আগস্ট ঃ আবারো আক্রান্ত বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার দিনহাটা আদালত

চত্বরের পাশে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিকের কনফাই লক্ষ্য করে ডিম ও পাথর ছোঁড়ার অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০১৮ সালের পুরানো একটি খুনের মামলার হাজিরা দিতে দিনহাটা আদালতে এসেছিলেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার দিনহাটা আদালতে হাজিরা দিয়ে আদালত চত্বর থেকে বেরোনোর পরেই তাকে কালো পতাকা দেখানোর পাশাপাশি তাঁকে লক্ষ্য করে ইঁট- পাটকেল ও ডিম ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। ঘটনা কি ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়া এলাকায়। পুরানো মামলায় বৃহস্পতিবার দিনহাটা আদালত চত্বরে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাজিরা দিতে আশাকে কেন্দ্র করে আগে থেকেই কড়া পুলিশি নিরাপত্তা থাকলেও চত্বর থেকে বেরোতেই তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা তার কনভয়ের সামনে গো ব্যাক স্লোগান এবং কালো পতাকা দেখান বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার দিনহাটা আদালত চত্বরে মামলা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক বলেন - ২০১৮ সালে আমার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মিথ্যে মামলা দায়ের হয়। এই ধরনের মামলায় দেশে কারো সাজা হয়নি। কাজেই সময় এলে সবই বেরিয়ে আসবে। পরে আদালত চত্বর থেকে তিনি যখন বেরিয়ে যান তখনই তার কনভয় এহেন ঘটনা পর রীতিমত ক্ষোভ উগরে দেন। পরবর্তীতে তিনি বলেন - আদালত সবচেয়ে নিরাপদ স্থান আদালতের নির্দেশেই আমি দিনহাটা আদালতে গিয়েছিলাম কিন্তু কিভাবে পুলিশের উপস্থিতিতে আমার উপর আক্রমণ হলো যদি বুলেট প্রুফ গাড়ি না থাকতো তাহলে আরো দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, পুরো রাজ্যে আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে এর আগেও শুভেন্দু অধিকারী উপর আক্রমণ হয়েছিল কোচবিহারে। তিনি বলেন কাশ্মীরে পাথর ছড়ার ঘটনা আগে শোনা যেত সেই ছবি এখন কোচবিহারে ফুটে উঠছে প্রতিনিয়ত। পাশাপাশি তিনি বলেন আদালত চত্বর ও সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ নয়। যদিও এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন - বিগত লোকসভার আগে তিনি দেশের দুটো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন কিন্তু কোচবিহারের মানুষের জন্য কিছু করেন না শুধুমাত্র ফিল্মি কায়দায় ঘুরে বেড়িয়েছেন গাড়ি নিয়ে। আজকের ঘটনা সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ এর সাথে তৃণমূলের কোনো সম্পর্ক নেই। অপরদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদে কোচবিহার শহরের মরা পড়া চৌপতিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা। তারা পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন। প্রশ্ন উঠছে বারবার কেন বিরোধীদের উপর আক্রমণ শাসকদলের। আগামী বছর বিধানসভা ভোট। তার আগে সন্ত্রাসের আঁতুড় ঘরে পরিণত হয়েছে কোচবিহার এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তবে বারবার পুলিশ প্রশাসনের সামনে রীতিমতো প্রশ্নচিহ্ন সাধারণ মানুষের সুরক্ষা নিয়ে।

পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম

রঙিয়া ডিভিশনের নিম্নলিখিত রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** পার্কিং-আরএনওয়াই৯-২৫। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ** ২৯-০৮-২০২৫ তারিখের **১২.০০** ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৯-০৮-২০২৫ তারিখের **১২.৩০** ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন** ঃ ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরন
এএ/১	পার্কিং-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-এমএক্স-৯৭-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)	(রঙিয়া ডিভিশনে)-এর বরপেটা রোড-এ স্থানে দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট।

এই ই-নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে রেলওয়ে ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম মডিউলে প্রকাশিত হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NIT, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. **1. Name of Work:** "Provision for Temporary Arrangment of EPABX System in connection with the Red Road Puja Carnival, 2025 at Red Road, Kolkata.. **[Job No: KIT/RW/051 of 25-26]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-124/T/25-26 Tender ID: 2025_WBPWD_893011_1** Bid Submission Closing : **01.09.2025 up to 12.00 PM 2. Name of Work:** "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's in connection with the Red Road Puja Carnival, 2025 at Red Road, Kolkata (Primary Internet Feed) **[Job No: KIT/RW/52 of 25-26]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-125/T/25-26 Tender ID: 2025_WBPWD_893039_1** Bid Submission Closing : **01.09.2025 up to 12.00 PM 3. Name of Work:** "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP's in connection with the Red Road Puja Carnival, 2025 at Red Road, Kolkata (Secondary Internet Feed) **[Job No: KIT/RW/053 of 25-26]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-126/T/25-26 Tender ID: 2025_WBPWD_893064_1** Bid Submission Closing : **01.09.2025 up to 12.00 PM 4. Name of Work:** "Supply, Installation, Testing and Commissioning of One Additaionl CCTV Camera in the Surveillance System at the Kishore Bharati Krirangan, Survey Park, Santoshpur, Kolkata- 700 075 **[Job No: KIT/OW/134 of 25-26]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-127/T/25-26 Tender ID: 2025_WBPWD_893374_1** Bid Submission Closing : **02.09.2025 up to 12.00 PM 5. Name of Work:** "Provision for Temporary Deployment of IT Support Manpower During 134th Edition Durand Cup, 2024 at Kishore Bharati Krirangan, Survey Park, Santoshpur, Kolkata- 700075 **[Job No: KIT/OW/135 of 25-26]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-128/T/25-26 Tender ID: 2025_WBPWD_893428_1** Bid Submission Closing : **02.09.2025 up to 12.00 PM**. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

জল যোগান সেবা ভবনের উন্নতকরণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসআর.ডিইই/এলএমজি/১৯ অফ ২০২৫-২৬ তারিখঃ ১৮-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল/এলএম/২৫-২৬/২২। কাজের নামঃ** পাণ্ডুতেঃ জরুরীকালীন অতিরিক্ত নৌকোর ব্যবস্থা, বিদ্যমান নৌকো এবং বৈদ্যুতিক পাম্প ও ইলেক্ট্রো ক্লোরিনেটরের উন্নতকরণ সহিত জল যোগান সেবা ভবনের উন্নতকরণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৮৮,৫০,৪১৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৭৭,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯-০৯-২০২৫ তারিখের **১১.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ০৯-০৯-২০২৫ তারিখের **১১.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৯-০৯-২০২৫ তারিখের **১১.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি, লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ১৯.০৮.২০২৫। ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা- ৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-১১০-২৫-২৬। কাজেব নামঃ** ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে শিয়ালদহ ডিভিসনে প্রয়োজনীয় পাইপলাইনের কাজ সহ বিভিন্ন স্টেশনে টয়লেট ব্লকের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৯৭,৭১,৬৬৮.৮৫ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,৪৮,৯০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.০৯.২০২৫ বেলা ৩টা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **১১.০৯.২০২৫-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট**। (SDAH-177/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : টিএসকে/ইএনজিজি/৪৭ অফ ২০২৫, তারিখ: ১৪-০৮-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **আইটেম নং ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** তিনসুকিয়া ডিভিশনে - ডিইএন/II/তিনসুকিয়ার এখতিয়ারাধীন রাস্তা মেরামত, স্যাম্প, ড্রেন ইত্যাদির মাধ্যমে আরইউবি -এর উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য:** ২,৩৪,৫৫,৪০৯/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,৬৭,৩০০/- টাকা; **আইটেম নং ২; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** নিউ তিনসুকিয়ায় এখতিয়ারাধীন ৬০,০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ওভারহেড ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা (নিউ তিনসুকিয়ায় ২টি ২০০০০ গ্যালন ক্ষমতার এবং ২টি ১০০০০ গ্যালন ক্ষমতার)। **টেন্ডার মূল্য:** ২,১৫,২৯,৮৩২/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,৫৭,৭০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** টায় এবং **খোলা** ০৫-০৯-২০২৫ তারিখে **১৬:০০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-০৯-২০২৫ তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

ডেপুটি চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার, গতি শক্তি ইউনিট/সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত **টেন্ডার নংঃ ডিসিপিএম-এসএনটি-আরএসপি-এইচডব্লুএইচ-টিএসএম-০১-২৫-২৬ সম্পর্কিত সংশোধনী।** উপরোক্ত টেন্ডারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সংশোধনী ইস্যু করা হয়েছেঃ "TENDER DOCTrainSetMaintenanceHWH-JheelwithAnnx 19.08.2025.pdf" নামের ডকুমেন্ট বাদ দেওয়া হয়েছে এবং **"TENDER DOCTrainSetMaintenanceHWH-JheelwithAnnx 20.08.2025.pdf"** নামের একটি নতুন ডকুমেন্ট আপলোড করা হয়েছে। টেন্ডারের অন্যান্য সকল নির্দেশাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। (SDAH-178/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় ১২ কংগ্রেস ও সিপিএম কর্মীকে সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২১ আগস্ট ঃ দুই তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় ১২ কংগ্রেস ও সিপিএম কর্মীকে সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল আদালত। বৃহস্পতিবার বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমা আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক সন্দীপকুমার কুণ্ডু অপরাধীদের যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দেন। কারাদন্ডের পাশাপাশি প্রতিটি অপরাধীকে ২ লক্ষ টাকা করে জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। অনাদায়ে আরো ৬ মাস জেল হেফাজতের নির্দেশ। পুলিশ ও আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বীরভূমের মাড়গ্রাম ১ পঞ্চায়েতের প্রধান তথা তৃণমূল নেতা ভুট্ট শেখের ভাই লাল্টু শেখ ও তাঁর ছায়াসঙ্গী নিউটন শেখকে বোমা মেরে খুন করা হয়। পরদিন এলাকারই ২০ জন কংগ্রেস ও সিপিএম কর্মীর নামে মাড়গ্রাম থানায় এফআইআর দায়ের করেন নিহত নিউটন সেখের দাদা আমিরুল ইসলাম। পুলিস ঘটনার রাতেই অন্যতম অভিযুক্ত এলাকার কংগ্রেস নেতা সুজাউদ্দিন শেখকে গ্রেপ্তার করে। পরে পর্যায়ক্রমে সুজাউদ্দিনের দুই ছেলে লাকি ও বাপি, স্থানীয় বাসিন্দা জহির, ফটিক, শফিক, হীরক, আনারুল, আইনাল, গব্বর, আকবর ও ছুট মালকে গ্রেপ্তার করে। বাকিরা ফেরার হয়ে যায়। যদিও ফেরার আটজনের কোনও হদিশ পায়নি পুলিস। অবশেষে খুনের ঘটনার ৮৬ দিনের মাথায় আটজনকে ফেরার দেখিয়ে বাকি ১২ অভিযুক্তর নামে চার্জশিট দাখিল করেন দুই তদন্তকারী অফিসার। ধৃতদের জেলে রেখেই বিচার প্রক্রিয়া চলে। এর মধ্যে একাধিকবার হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানান অভিযুক্তরা। কিন্তু তা খারিজ হয়ে যায়। বুধবার বিকেলে তিনটে নাগাদ ১২ অভিযুক্তকে সিউড়ি সংশোধনাগার থেকে রামপুরহাট আদালতে নিয়ে আসা হয়। আদালতে প্রবেশের পথে অন্যতম অভিযুক্ত সুজাউদ্দিন বলেন, বিনা দোষে আমাদের ফাঁসানো হয়েছে। এই খুনের ঘটনা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। ওইদিন অভিযুক্তদের বিচারকের এজলাসে হাজির করানো হয়। অভিযুক্ত ১২ জনকেই দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক। বৃহস্পতিবার ১২ জন অভিযুক্তকেই যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। সাজাপ্রাপ্তদের আত্মীয়, তথা স্থানীয় কংগ্রেস নেতা জাকির হোসেন বলেন, সম্পূর্ণ বিনা দোষে ফাঁসানো হল। আমরা ন্যায় বিচার চেয়ে উচ্চ আদালতে যাব। সরকারী আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, খুন, ষড়যন্ত্র, এক্সপ্লোসিভ সহ চারটি ধারায় আসামিদের যাবজ্জীবন সাজা হল। আসামিরা বোমা মেরে দুই যুবককে খুন করেছিল। পরবর্তীকালে এদের কাছ থেকে প্রচুর বোমা পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া এক অভিযুক্ত বোমায় আহত হয়েছিল। তার রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়, এক অভিযুক্তের জুতো পাওয়া গিয়েছিল। এসব ফরেন্সিক পরীক্ষায় সাহায্য করে। এছাড়া মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন পরীক্ষা করে ধৃতদের যুক্ত থাকার প্রমান পাওয়া যায়। এছাড়া প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে খুনের ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। সব দিক বিবেচনা করে বিচারক সাজা ঘোষণা করেন। বিভাসবাবুর দাবি, এলাকা দখলকে কেন্দ্র করেই খুনের ঘটনা ঘটেছে। মৃতের দাদা, ভুট্টো শেখ বলেন, আমরা ধৃতদের ফাঁসি চেয়েছিলাম। তবে যাবজ্জীবন সাজাতেও আমরা খুশি।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) যত্নের প্রয়োজন থাকা শিশুদের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এই বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই মাসের সময়কালে ৭৩৮ জন পলাতক শিশু এবং পাচারের হাত থেকে ৮৯ জন শিশু ও মহিলাকে উদ্ধার করেছে এবং ৯ জন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। উদ্ধারকৃত শিশুমহিলাদের সংশ্লিষ্ট চাইল্ড লাইন /এনজিও, অভিভাবক এবং জিআরপি / পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড

ভারত সরকারের (রেলপথ মন্ত্রণালয়) একটি উদ্যোগ

দরপত্র আহ্বানের জন্য বিজ্ঞপ্তি নং ০১/২০২৫-২০২৬ (শুধুমাত্র ই-টেন্ডার)

দরপত্র নংঃ KKK-EN-ROB-DGN-DKAE-KAN ২. **কাজের নামঃ** পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া বিভাগের ডানকুনি এবং খানা স্টেশনের মধ্যে এলসির পরিবর্তে ১১ (এগারো) নম্বর আরওবি নির্মাণের জন্য জিএডি, বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন, বিস্তারিত নকশা এবং অঙ্কন তৈরির জন্য পরামর্শ পরিষেবা। **দরপত্র মূল্যঃ** ৩,৩৩,১০,৪২৫/- টাকা (জিএসটি সহ)। **সমাপ্তির সময়কালঃ** ০৯ মাস। **দরপত্র জামানতঃ** ৬,৬৬,৩০০/- টাকা। **দরপত্র নথির মূল্যঃ** ১১,৮০০/- টাকা (১০,০০০ + ১৮% জিএসটি)। ১০,০০০/- (মাত্র দশ হাজার টাকা) + ১৮% জিএসটি ১৮০০/- www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে প্রদত্ত পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে অনলাইনে পরিশোধ করতে হবে যা ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এর অনুকূলে প্রদেয়। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ৩০.০৮.২০২৫। **বিডিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৯.০৯.২০২৫ বিকাল ৩:০০টা পর্যন্ত। **ই-টেন্ডারিং ওয়েবসাইটের ঠিকানাঃ www.ireps.gov.in, www.ireps.gov.in/** এর লিঙ্ক **www.dfccil.com** (হেল্প ডেস্ক আইআরইপিএস ০১১-২৩৭৬১৫২৫)। **অফিসের ঠিকানাঃ** প্রধান মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয় কলকাতা, তৃতীয় তলা, ডিসিওএস ভবন, ই-ব্লক মেট্রো, সেন্ট্রাল পার্ক ডিপো, সল্ট লেক সেক্টর ১, বিধাননগর, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০০৯১, ভারত, ফোন নম্বরঃ ০৩৩-২৩৫৯০৩২২। **ওয়েবসাইটঃ** দরপত্রের নথিটি ডিএফসিসিআইএল-এর ওয়েবসাইট **www.dfccil.com** এবং **www.ireps.gov.in** থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে। দরপত্রের নথিগুলি শুধুমাত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে, অন্য কোনও উপায়ে জমা দেওয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না। সংশোধনী/সংযোজন শুধুমাত্র উপরের ওয়েবসাইটগুলিতে পোস্ট করা হবে।

উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপক/সিভিল
ডিএফসিসিআইএল-কলকাতা

আমমোক্তারনামা

আমি রমা ব্যানার্জী, স্বামী স্বর্গীয় রবীন্দ্র নাথ ব্যানার্জী জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা থানা- দমদম গ্রাম সিঁথি রোড ফকির ঘোষ লেন পোষ্ট- ঘুঘুরডাঙ্গা এর স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইংরাজী ২২.০১.২০২৪ তারিখে জাঙ্গীপাড়া সাব রেজিস্ট্রী অফিসে ১৯৬ ও ২১৬ নং নম্বর আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমাকে ঝর্ণা ব্যানার্জী, স্বামী সুশান্ত ব্যানার্জী, শর্মিষ্ঠা রায়চৌধুরী স্বামী সঞ্জীব রায় স্বামী সন্দীপ রায় পিতা সুশান্ত ব্যানার্জী, সুবর্ণা পাল স্বামী শুভ্রদীপ পাল পিতা স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, সত্যজিত ব্যানার্জী পিতা রবীন্দ্র নাথ ব্যানার্জী এনারা আমমোক্তার দলিলমূলে আমাকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তারনামা অনুযায়ী যাহার তপসিল হল -জেলা - হুগলী, থানা- জাঙ্গীপাড়া, মৌজা-কৃষ্ণনগর জে. এল.নং- ৫৬, এল. আর. খতিয়ান নাম্বার গুলি হল ৬৭৯০, ৬৭৯১, ৬৭৯২, ৬৭৯৩, ৬৭৯৪, ৬৯৭৫, ৬৭৭৬, ৬৭৭৮, ৬৭৭৯, ৬৭৮৭, ৬৭৮৮, ৬৭৮৯, ৬৭১০, ৬৭১১, ৬৭১২, ৬৭৮৭, ৬৭৮৮, ৬৯৭৩, আর. এস. ও এল.আর. দাগ নম্বরগুলি হল ১০৫২ / ১৬৬৬, ১০৫৪, ১০৬৮, ১০৭২, ১০৭৪, ১২৭৯, ১২৮৫, ১৩৩৬,১৩৯৩, ২৪২৮, ২৮৩৯, ২৮৫০, ২৮৫১, ২৮৫৩, ২৮৫৪, ২৮৫৫, ২৮৬৬, ২৮৭৩/৩৬৮২, ৩০০৪, ৩০৪৮, ৩৪৭২, ৩৪৮০, ৩৪৯০/ ৭৪১৪, ৩৪৯০, ৩৩০৬, ৩৩৯৬, ৩৪৯২, ৩৬১১, ৩৬৩৩, ৪০০৬, ৪০১৪, ৪০১৫, ৪০১৯, ৪২৫৮, ৪৩৩২, ৪৩৪৭, ৪৩৭১, ৪৩৭৫, ৪৪১৪, ৪৪২৩, ৪৪৪৬, ৪৫৬২, ৪৫৮৮, ৪৬৯৯, ৪৭০০, ৪৭৭২, ৪৭৭৪, ৪৭৯২, ৪৭৯৩, ৪৮,৫১, ৪৮০৪, ৪৮৩৯, ৪৮৪৩, ৪৮৫৬, ৪৮৮২, ৪৯০২, ৪৯১৭, ৪৯৬২, ৪৯৮০, ৪৯৮৪, ৫৮১৩, ৫০৮৪, ৫১৮৯ এই দাগগুলির মধ্যে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমান ৬৪০.২৭৭ শতক। এত দ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন এক মাসের মধ্যে। বিনীত-রমা ব্যানার্জী, স্বামী স্বর্গীয় রবীন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, ঠিকানা ২১৪ পূর্ব সিঁথি রোড প্রিয়ঙ্কা এপার্টমেন্ট ফকির লেন, পোষ্ট- ঘুঘুরডাঙ্গা থানা- দমদম, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোর্ড নং-৭০০০৩০।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৫/৩০ তারিখঃ ১৯.০৮.২০২৫

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিসনে ক্লাস্টার-২ ও ক্লাস্টার-৩-এর অন্তর্গত স্টেশনগুলিতে ডায়নামিক ভীম ইউপিআই কিউআর কোডের ব্যবস্থাসহ প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) কাউন্টারসমূহে ও আনরিজার্ভড টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারসমূহে ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপীটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস) সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাণিজ্যিক প্রচার স্বত্বের জন্য চুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং.ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-৩০। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ০৪.০৯.২০২৫ বেলা ১২টা। **ক্র.নং.; এসইকিউ নং.; লট নং ও বিবরণ** নিম্নরূপঃ **১;** এএ/১; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জেটিএল-ওএসএন-১৯-২৫-১** এবং তিন (৩) বছর সময়কালের জন্য হাওড়া ডিভিসনে ক্লাস্টার-IV-এর অন্তর্গত স্টেশনগুলিতে [(ক) ঝাপটের ঢাল স্টেশন থেকে গুমানী স্টেশন, (খ) আদলপাহাড়ী থেকে কুরুওয়া স্টেশন, (গ) আজিমগঞ্জ সিটি স্টেশন থেকে তকিপুর স্টেশন ও (ঘ) চৌহাট্টা স্টেশন থেকে অজয় কেবিন] স্টেশন চত্বরের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রচার স্বত্বের চুক্তি প্রদান। **২;** এএ/২; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এসএইচই-ওএসডি-১২০-২৪-১** এবং তিন (৩) বছর সময়কালের জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগসহ হাওড়া ডিভিসনে ক্লাস্টার-২-এর অন্তর্গত স্টেশনগুলিতে (শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটি, ভদ্রেশ্বর, মানকুণ্ডু, চন্দননগর, চুঁচুড়া ও তারকেশ্বর, যেরূপ অ্যানেক্সার-I-এ বিবৃত) ডায়নামিক ভীম ইউপিআই কিউআর কোডের ব্যবস্থাসহ প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) কাউন্টারসমূহে ও আনরিজার্ভড টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারসমূহে ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপীটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস) সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **৩;** এএ/৩; **এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিডিসি-ওএসডি-১২১-২৪-১** এবং তিন (৩) বছর সময়কালের জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগসহ হাওড়া ডিভিসনে ক্লাস্টার-৩-এর অন্তর্গত স্টেশনগুলিতে (ব্যাণ্ডেল, নবদ্বীপ ধাম ও কাটোয়া, যেরূপ অ্যানেক্সার-I-এ বিবৃত) ডায়নামিক ভীম ইউপিআই কিউআর কোডের ব্যবস্থাসহ প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) কাউন্টারসমূহে ও আনরিজার্ভড টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারসমূহে ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপীটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস) সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **৪;** এএ/৪; **এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৩০-২৫-১** এবং তিন (৩) বছর সময়কালের জন্য হাওড়া ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচের ইএমইউ রেকের কোচসমূহের অভ্যন্তরে নির্দেশিত অবস্থানগুলিতে এবং বহির্ভাগের পার্শ্বস্থ তলের সম্পূর্ণ অংশে (উইন্ডো ও বিধিবদ্ধ সাইনেজের অংশ বাদে) ভিনাইল র‍্যাপিং-এর (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম) মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচার স্বত্ব প্রদান। (HWH-257/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING QUOTATION bearing No- 17 & 18 of 2025-26

Sealed Quotation are invited by the Assistant Engineer, Bardhaman Electrical Sub-Division, PWD, Kachari Road, Court Compound, Purba Bardhaman P.O.- Main brabch, Burdwan from Bonafied Licensed Contractors having necessary credentials for doing similar nature of works in Govt. organizations.... Temp. El work. 1. "VVIP Visit & Public Benificiary Distribution Programme at Municipal Boy's High School Ground , Purba Bardhaman on dt. 26/08/2025 - Temporary Electrical work for additional sitting venue (Spandan Complex). parking Area , approach road & additional venue." 2. "VVIP Visit & Public Benificiary Distribution Programme at Municipal Boy's High School Ground , Purba Bardhaman on dt. 26/08/2025 - Temporary Electrical work at Kanainetshal Bungalow campus (Safe House) Security Light." Last date of issue of Tender Papers is up to : 3 P.M on 22.08.2025 L/D of tender dropping 22.08.2025 (up to 4 P.M) & all tenders received will be opened shortly thereafter.

Sd/- T. Bose
Assistant Engineer, P.W.D
Bardhaman Electrical Sub-Division

ইলেক্ট্রিক পয়েন্ট মেশিন

ই-প্রকিউরমেন্ট টেণ্ডার নোটিস নং. ১১/২০২৫ তারিখঃ ১৮-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ০৪২৫৫১১৮। কাজের নামঃ** ইলেক্ট্রিক পয়েন্ট মেশিন। **টেণ্ডারের পরিমাণ পি এল কোড নং.ঃ** ৫৫৩০০০২৪০০৪৯৮০ টি। **টেণ্ডার জমা হবে** ০৪-০৯-২০২৫ তারিখে **১৫.৩০** ঘন্টায়।

নোটঃ টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেণ্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস** ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভূক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা **আইআরইপিএসে** পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম/সিওএন/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

COMFORT FINCAP LIMITED

CIN: L65923WB1982PLC035441

Registered Office.: 22, Block B, Camac Street, Behind Pantaloons, Kolkata, West Bengal - 700 016; **Corporate Office.:** 301, 3rd Floor, A wing, Hetal Arch, S. V. Road, Malad (West), Mumbai - 400064; **Phone No.:** 022 - 6894 8500 / 08 / 09, **Fax:** 022-2889 2527; **Email:** info@comfortfincap.com; **Website:** www.comfortfincap.com

NOTICE OF 43rd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION, BOOK CLOSURE AND RECORD DATE

In continuation of our newspaper notice published on Tuesday, August 19, 2025, **NOTICE** is hereby given that the 43rd Annual General Meeting (**'AGM/ the Meeting'**) of the Members of **COMFORT FINCAP LIMITED** (**'the Company'**) will be held on **Friday, September 12, 2025 at 11:30 A.M. (IST)** through Video Conferencing (**'VC'**)/ Other Audio Visual Means (**'OVAM'**), to transact the business as stated in the AGM Notice, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with relevant Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'), read with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') from time to time, without the physical presence of the Members at the common venue.

The Annual Report of the Company including AGM Notice for the financial year 2024-2025 ('Annual Report') were sent through electronic mode only to all those members whose email IDs are registered with the Company or its Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') or the Depositories, in accordance with the MCA and the SEBI circulars and same has been completed on Wednesday, August 20, 2025. Further, as per the SEBI Listing Regulations, the Company has sent a letter to those shareholders whose email IDs are not registered with the Company or its RTA or the Depositories, providing the web link, including the exact path, to access the Annual Report on the Company's website.

Members can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The detailed instructions for joining the AGM and the manner of casting vote through remote electronic voting ('remote e-voting') or the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/ OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Annual Report along with the Notice is available on the Company's website at https://www.comfortfincap.com/investor-relations and on the website of the Stock Exchange where shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Further, the Notice is also available on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at https://www.evoting.nsdl.com.

Members holding shares in physical mode and/ or who have not registered/ updated their email IDs with the Company/ it's RTA/ the Depositories and/ or who has acquired shares and become the members of the Company after the dispatch of notice and holding shares as of the **cut-off date**, i.e. **Friday, September 05, 2025** can obtain login details for joining the AGM through VC/OAVM facility including remote e-voting/e-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in and may also refer to the voting instructions on the NSDL website. However, if a member is already registered with NSDL then they can use their existing User ID and password for casting vote or following the procedure as mentioned in the AGM Notice. Further, any person, who ceases to be the Member of the Company as on the cut-off date and is in receipt of this communication, shall treat the same for information purpose only.

E-Voting:

NOTICE is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Company is providing a facility to the members to cast their votes electronically on all the resolutions set forth in the Notice convening the meeting. The Company has availed the services of NSDL to provide the facility of remote e-voting /e-voting during the AGM. Members whose name are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the meeting. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in paid up equity capital of the Company as on the cut-off date.

The remote e-voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote e-voting	From 9:00 A.M. (IST) on Tuesday, September 09, 2025
End of remote e-voting	Upto 5:00 P.M. (IST) on Thurday, September 11, 2025

During this period, shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by the NSDL for voting thereafter. The facility of e-voting will also be made available during the AGM. Only those members attending the AGM through VC/OAVM, who have not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, will be able to vote during the AGM. A member may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM. Once the vote is cast by the Member, they shall not be allowed to change it subsequently.

The Company has appointed, Mrs. Ramadevi Venigalla, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 7345 and CP No. 17889) as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting process in a fair and transparent manner.

Members, who need assistance and/or having any grievances before or during the AGM regarding remote e-voting or e-voting facility and/ or VC/ OAVM facility, may contact NSDL for technical assistance viz. Ms. Rimpa Bag at evoting@nsdl.co.in / rimpaB@nsdl.com or call on toll free no: 022 - 4886 7000, 022 - 2499 7000 and 022 - 2499 4200 or email at info@comfortfincap.com or call at Tel. No. 022-68948508/09.

Dividend:

Members may note that the Board of Directors at its Meeting held on Tuesday, May 06, 2025, has recommended a final Dividend of 5% (Five percent) of the Paid-up Equity Share Capital of the Company, i.e., Rs. 0.10/- (Rupees Ten Paise Only) per equity share of Face Value of Rs. 02/- (Rupees Two Only) each for the financial year ended March 31, 2025, subject to approval of the shareholders at the ensuing AGM of the Company. The Dividend, if approved at the AGM, will be paid within 30 days of the AGM. The Company has fixed **Friday, September 05, 2025** as the '**Record Date**' for determining eligible equity shareholders for dividend.

Shareholders may please note that in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961, as amended by and read with the provisions of the Finance Act, 2020, dividend declared and paid by any company with effect from April 01, 2020, is taxable in the hands of Shareholders and such company is required to deduct tax at source ('TDS') from dividend paid to the Shareholders at the applicable rates. For more details, please refer to email communication sent to shareholders for the purpose of TDS. The above information is also available on the website of the Company at www.comfortfincap.com and on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com.

NOTICE is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rules made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will **remain closed** from **Saturday, September 06, 2025 till Friday, September 12, 2025 (both days inclusive)** for the purpose of AGM and final Dividend.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF COMFORT FINCAP LIMITED
Sd/-
SNEHA MANDELIA
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

DATE: AUGUST 21, 2025
PLACE: MUMBAI

e-Tender Notice

Pradhan Maju Gram Panchayat, Howrah invites e-Tender vide **NIT No: (1) Maju GP/589/5th SFC/24-25, (2)Maju GP/591/5th SFC/24-25, (3) Maju GP/592/5th SFC/24-25, (4) Maju GP/593/5th SFC/24-25, (5) Maju GP/594/5th SFC/24-25, (6) Maju GP/595/5th SFC/24-25, (7) Maju GP/596/5th SFC/24-25, (8) Maju GP/597/5th SFC/24-25, (9) Maju GP/598/5th SFC/24-25, (10) Maju GP/599/5th SFC/24-25,Dated-18/08/2025**. Bid Submission starting from 18.08.2025 upto slot availabe in the site. Date of opening as per slot available in the site. For more information,visit **https://www.wbtenders.gov.in** and the notice board of Maju Gram Panchayat office.

Sd/- Prodhan
Maju Gram Panchayat

Office of the SADIKPUR GRAM PANCHAYAT P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742223

NIeT No- 13/SGP/15th CFC/25-26(3rd Call) Memo no-287/SGP, Date: 20.08.2025. Date of issue tender paper(online) **21.08.2025 from 6.00 p.m.** Last date of Dropping tender paper(Online): **28.08.2025 up to 6.00 pm**. Date of Technical Bid opening(Online) **30.08.2025 up to 6.00 pm**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

NOTICE INVITING QUOTATION Bearing No. 17 & 18 of 2025-26

Sealed Quotation are invited by the Executive Engineer, Bardhaman Electrical Division, PWD, Purta Bhavan (1st floor), P.O.- Sadarghat, Burdwan from Bonafied Licensed Contractors having necessary credentials for doing similar nature of works in Govt. organizations.... Temp. El work. 1. "VVIP visit and public distribution program at Bardhaman Municipal High School Ground on GT Road, Purba Bardhaman on dt. 26.08.2025--Temporary Electrification Work for external area lighting at main Meeting venue." 2. "VVIP visit and public distribution program at Bardhaman Municipal High School Ground on GT Road, Purba Bardhaman on dt. 26.08.2025--Temporary Electrification Work for area lighting & others allied work at different car parking venue/ place."Last date of issue of Tender Papers is up to: 3 P.M on 22.08.2025. L/D of tender dropping 22.08.2025 (up to 4 P.M) & all tenders received will be opened shortly thereafter.

Sd/- Executive Engineer, P.W.D.
Bardhaman Electrical Division

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The O.S.D & Ex-Officio Dy. CE (SWM-II), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : SWM-II/DH/28/2025-26

Tender ID: **2025_KMC_892691_1**

Name of the work: **Supply, fitting, fixing of spare parts for movable compactor vehicles (Tata 1613, BS-III) of Dhapa Garage under SWM-II**; Estimated Amount: **Rs. 1,97,679.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **15 days**.

(2) NIT No. : SWM-II/DH/28/2025-26

Tender ID: **2025_KMC_892691_2**

Tender Title: **SWM-II/DH/30/2025-26**

Name of the work: **Supply, fitting, fixing of spare parts for Leyland (1619, BS-IV) under Dhapa Garage/SWM-II**; Estimated Amount: **Rs. 1,98,858.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **15 days**.

(3) NIT No. : SWM-II/DH/28/2025-26

Tender ID: **2025_KMC_892691_3**

Tender Title: **SWM-II/DH/31/2025-26**

Name of the work: **Procurement of miscellaneous items for Dhapa Garage under SWM-II**; Estimated Amount: **Rs. 1,98,721.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **15 days**.

(4) NIT No. : SWM-II/DIST-II/12/2025-26

Tender ID: **2025_KMC_892699_1**

Name of the work: **Repairing & maintenance of 03 (Three) Nos. Tipper Truck Bearing No. WB25E 0571, 0830, 0898 (make Tata 1616) of DIST.-II Garage under SWM-II for one year**; Estimated Amount: **Rs. 2,95,968.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **365 days**. Last date and time of submission of bid: **30.08.2025** up to **1 p.m. [For Sl. No. 1 to 4]**; The bid forms and other details are available on and from **20.08.2025 (1 p.m.)**; **[For Sl. No. 1 to 4]**.

(5) NIT No. : SWM-II/DIST-III/16/2025-26

Tender ID: **2025_KMC_893186_3**

Name of the work: **Running maintenance including spare parts for the Tipper Truck Vehicle No. WB03C-9738 (Tata-LPT 1613/42) under DIST-III Garage/SWM-II**; Estimated Amount: **Rs. 1,90,110.00**; Earnest Money: **Rs. 3,900.00**; Period of Completion: **15 days**.

(6) NIT No. : SWM-II/SRC/13/2025-26

Tender ID: **2025_KMC_893193_1**

Name of the work: **Repairing and running maintenance of Hopper Tipper Dumper Vide No. WB 07K 0829, 0870 (Tata Signa 1923 K) of SRC Garage under SWM-II**; Estimated Amount: **Rs. 1,98,821.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **10 days**.

(7) NIT No. : SWM-II/SSU/20/2025-26

Tender ID: **2025_KMC_893202_1**

Name of the work: **Supply of tyre for Departmental telehandler WB08Q 1739 of SSU Garage under SWM-II**; Estimated Amount: **Rs. 1,50,400.00**; Earnest Money: **Rs. 3,100.00**; Period of Completion: **4 days**. Last date and time of submission of bid: **30.08.2025** up to **1 p.m. [For Sl. No. 5 to 7]**; The bid forms and other details are available on and from **21.08.2025 (1 p.m.) [For Sl. No. 5 to 7]**.

(8) NIT No. : SWM-II/DH/03/2025-26

Tender ID: **2025_KMC_890566_2**

Name of the work: **Repairing and painting of 6 Nos. Bin Cart/TIP Card for Portable Compactor of Dhapa Garage under SWM-II**; Estimated Amount: **Rs. 2,20,550.00**; Earnest Money: **Rs. 4,500.00**; Period of Completion: **15 days**. Last date and time of submission of bid: **30.08.2025** up to **1 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **13.08.2025 (1 p.m.)**; The website **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 8]**.

The Director General (Mach)/Roads, KMC invites e-quotation online in two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/ASPH/PB/AR/E-10/2025-26

Name of the work: **Repairing replacement and fitting, fixing of glow signboards and outdoor luminaries at Chingrighata Stone Yard under Asphaltum Department Palmer Bazar**; Estimated Amount: **Rs. 4,90,410.61**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **10 days**; Last date and time of submission of bid: **04.09.2025** at **11 a.m.**; Bid opening date and time for technical proposal: **06.09.2025** at **11 a.m.**; The bid forms and other details are available on and from **26.08.2025** at **5 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/ASPH/PB/GM-10/2025-26

Name of the work: **Repairing of cyclone separator and manufacturing, fitting, fixing of thermodrum driving chain supporting sprocket with shaft of DM50 plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar**; Estimated Amount: **Quotation**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **10 days**; Last date and time of submission of bid: **09.09.2025 - 1 p.m.**; Bid opening date and time for technical proposal (online): **11.09.2025 - 1 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **27.08.2025** after **1 p.m.**; The website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

The Director General(S&D), KMC invited e-tender online item rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/S_D/NONA/P2/25-26 (1st Call)

Name of the Work: **Heat varnishing of stator, including replacement burnt out terminals of power cable, broken bearings and mechanical seal of submersible motor of pump Unit No. 2 of Nonadanga drainage pumping station**; Estimated Amount: **Open Quotation;** Earnest Money: **2% of quoted amount;** Period of Completion **: 14 days.** Last date and time of submission of bid **: 03.09.2025 - 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **22.08.2025 (5 p.m.)** from the website**: https://etender.wb.nic.in.** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

The Executive Engineer (Civil)/ Br-X, KMC invites online percentage rate e-tender in two bid system for the following work:

NIT No.: X/089/032/2025-2026/UTTARAN

Name of the Work: **Rejuvenation of damaged sewer lines of 7, Kunja Behari Lane in Ward No.-89, Br-X (Complain received through talk to Mayor)**; Estimated Amount(Including GST and CESS): **Rs. 2,46,670.66;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of completion: **60 Days**; Last date and time of submission of bid: **02.09.2025 at 12 noon.** Date and time of opening of bid: **04.09.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **22.08.2025 (5 p.m.)** from the website**: https://etender.wb.nic.in**

CORRIGENDUM

(1) NIT No. : SWM-II/DH/03/2025-26, (2) NIT No.: SWM-II/DH/03/2025-26, Tender Title: SWM-II/DH/23/2025-26, (3) NIT No. : SWM-II/DH/03/2025-26, Tender Title: SWM-II/DH/27/2025-26 published in this Newspaper on **14.08.2025 (Key No.: 868/25-26)** of **SWM-II Department (Sl. No. 1 to 3)**, Last date and time of submission of bid to be read as **30.08.2025 at 1 p.m.** instead of 23.08.2025 at 1 p.m.

913/25-26

অফবিট

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী গ্রাম রয়েছে ভারতে! একবার যাবেন নাকি?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

অভাব-অনাহার, বেকারত্ব, ভিখারি-এগুলোই যেন বিশ্বের অনেকের চোখে ভারতের পরিচয়। কেউ কেউ ভারতকে এখনো গরিবের দেশ হিসেবেই দেখেন। কিন্তু এই ভারতেই রযেছে এমন এক গ্রাম, যা গোটা বিশ্বের কাছে বিস্ময়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী গ্রাম এখন ভারতের গুজরাটের মধপর।

● **গুজরাটের কচ্ছ জেলার রত্ন**

গুজরাটের কচ্ছ জেলার অন্তর্গত মধপর গ্রাম সম্প্রতি বিশ্বের সবচেয়ে ধনী গ্রাম হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ ছড়িয়ে পড়া একটি তথ্য অনুযায়ী, এই গ্রামের প্রায় ৯২,০০০ জন বাসিন্দার ব্যাঙ্কে মোট ফিক্সড ডিপোজিটের পরিমাণ ছাড়িয়েছে ৫,০০০ কোটি টাকা। ভাবতে পারেন!

● **রেমিট্যান্সে ভর করে ধনী গ্রাম**

মধপর গ্রামকে এত ধনী করে তুলেছে এক বিশেষ ইতিহাস। গ্রামের প্রায় ১,২০০ পরিবার বিদেশে, বিশেষত আফ্রিকা মহাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ও উদ্যোক্তা কার্যকলাপ থেকে উপার্জিত অর্থ নিয়মিত রেমিট্যান্স হিসেবে পাঠানো হয় গ্রামে। ২০২৩ সালের বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্ট বলছে, ভারত মোট ১১১ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পেয়েছে, যার বড় অংশই এসেছে গুজরাট থেকে। মধপর সেই সাফল্যের অন্যতম প্রতীক।

● **সাধারণ চেহারা, অসাধারণ শক্তি**

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি-এত অর্থনৈতিক শক্তি থাকার পরও মধপর গ্রামের বাড়িঘর বেশ সাধারণ। চোখে পড়ে না বিলাসবহুল প্রাসাদ কিংবা অট্টালিকা। গ্রামবাসীদের মতে, অর্থ জমিয়ে রাখা, শিক্ষা ও সামাজিক কাজে ব্যয় করাই শ্রেয়। এই 'সংযমী' মানসিকতা তাদের আর্থিক স্থিতিশীলতার মূল কারণ। গ্রামে এখন ১৭টি ব্যাঙ্ক শাখা রয়েছে। এসবিআই, আইসিআইসিআই, এইচডিএফসি-সব বড় ব্যাঙ্কই এখানে অফিস খুলেছে। ফলে মধপর আজ এক প্রকার অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবেই পরিচিত।

● **গৌরবময় ইতিহাস**

শুধু অর্থ নয়, মধপরের গৌরব ইতিহাসেও জড়িয়ে আছে। ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানি বিমান হামলায় ধ্বংস হয়েছিল ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি ঘাঁটি। তখন মধপর গ্রামের প্রায় ৩০০ জন মহিলা মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বিমানবন্দরটি পুনর্নির্মাণ করেন। তাঁদের সেই অবদানই ভারতীয় সেনাকে পাল্টা আক্রমণে সহায়তা করেছিল। ২০১৫ সালে সেই স্মৃতিকে অমর করে রাখতে গ্রামে যুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে ভারত সরকার।

● **শিক্ষা ও আধুনিক সুবিধা**

মধপর শিক্ষার ক্ষেত্রেও অগ্রগামী। ১৮৮৪ সালে ছেলেদের জন্য প্রথম সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০০ সালে মেয়েদের স্কুলও গড়ে ওঠে। আজ এখানে আধুনিক হাসপাতাল, উন্নত রাস্তাঘাট, ব্যাঙ্ক শাখা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ফলে গ্রামবাসীরা শুধু আর্থিক দিক থেকেই নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও উন্নত।

● **পর্যটকদের জন্য আকর্ষণ**

আপনি যদি ভ্রমণপ্রিয় হন, মধপর আপনার জন্য বিশেষ গন্তব্য হতে পারে। এখানকার বাড়িঘর বাহ্যিকভাবে সাধারণ হলেও লুকিয়ে আছে সমৃদ্ধ ইতিহাস ও অদ্ভুত আর্থিক শক্তি। ভুজ শহর থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই গ্রাম সহজেই পৌঁছনো যায় গাড়ি বা বাসে। মধপর গ্রাম ভারতের এক আশ্চর্য প্রতিচ্ছবি। যেখানে গ্রামীণ সরলতার আড়ালে লুকিয়ে আছে অগাধ ধনসম্পদ। অর্থনৈতিক শক্তি, ঐতিহাসিক অবদান ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মিলনে এটি আজ বিশ্বের নজরে। তাই, যদি ব্যতিক্রমী ভ্রমণের খোঁজে থাকেন, মধপর আপনার তালিকায় রাখতেই পারেন। কে জানে, এই গ্রামে পা রাখলে হয়তো আপনিও নতুন করে ভারতের অন্যরকম চেহারা আবিষ্কার করবেন।

দিল্লি-কলকাতায় অফিস খুলেছে আওয়ামী লিগ? বাংলাদেশের দাবি ওড়াল ভারত

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্টঃ শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের গদি থেকে উৎখাত করা হয়েছে এক বছর আগে। মহম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার এসে নিষিদ্ধ করেছে হাসিনার দল, আওয়ামী লিগকে। ছাত্র লিগও নিষিদ্ধ বাংলাদেশে। এবার ইউনূস সরকারের দাবি, বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হওয়া এই দল নাকি ভারতে কার্যালয় খুলেছে। এই নিয়ে বুধবার ইউনূস সরকার বিবৃতি দিতেই পাল্টা জবাব দিল ভারত সরকারও। বাংলাদেশের এই ভুয়ো দাবি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলদেশের ইউনূস সরকারের দাবি, নিষিদ্ধ আওয়ামী লিগ ভারতের নয়া দিল্লি ও কলকাতায় কার্যালয় খুলেছে। একাধিক আওয়ামী লিগ নেতাই বর্তমানে ভারতে রয়েছেন এবং এখান থেকে বাংলাদেশ বিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। গত ২১ জুলাই তারা সভাও করেছেন। এতে ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভাবিত হতে পারে। বাংলাদেশের এই বিবৃতি পেয়েই ভারত সরকারও জবাব দিয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, ভারতে আওয়ামী লিগের সদস্যদের করা কোনও বাংলাদেশ বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে ভারত সরকার অবহিত নয়। ভারতের আইনের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন কিছুও করা হচ্ছে না। ভারতের মাটি থেকে অন্য কোনও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কার্যকলাপ ভারত সরকার অনুমোদন করে না। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার যে বিবৃতি দিয়েছে, তা ভুল জায়গায় পাঠানো হয়েছে।

'পাল্টু চাচা' নীতীশ কুমারের ফের ডিগবাজি

পাটনা, ২১ আগস্টঃ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে বৃহস্পতিবার দেখা গেল পাল্টি খেতে। না, না এবার দলবদলুর পাল্টি নয়, এবার রাজ্য মাদ্রাসা বোর্ডের এক অনুষ্ঠানে ধর্মনিরপেক্ষতার মুকুট পরে থাকতে সেখানে মুসলিমদের টুপি পরানোর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও বিরোধী দল আরজেডি এবং কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীর ধর্মনিরপেক্ষতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বিহার বিধানসভা ভোটের আগে নীতীশ কুমারকে দেখা গেল, এক মুসলিম ব্যক্তির পরিয়ে দিতে যাওয়া টুপি হাত দিয়ে চেপে ধরতে। যদিও এর আগে জেডিইউয়ের সর্বেসর্বা এই নেতাকেই ইফতার পার্টিতে মাথায় ঢাকা দিয়ে বা ফেজ পরে হাসিমুখে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে বছরের পর বছর ধরে। এদিন পাটনায় রাজ্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিপুল মুনাফা ড্রাগনের, চিন থেকে বিরল মৃত্তিকা খনিজ কিনবে মোদি সরকার

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্টঃ সীমান্তের গরম হাওয়া আপাতত নেই। ভারত-চিন সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের পথে বড় অগ্রগতির ইঙ্গিত। এবার প্রতিরক্ষা ও সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিরল খনিজ ভারতের কাছে রফতানি করবে চিন। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ বলছে, এতে লাল চিন বিপুল মুনাফা অর্জন করতে চলেছে। ভারতের অটো ও ইলেকট্রনিক শিল্পের জন্য এই খনিজ গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিরল খনিজ রফতানি শিথিল করার চিনের সিদ্ধান্ত শুধু অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক আস্থার বার্তাও বহন করছে বরে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। রেয়ার আর্থ বা বিরল মৃত্তিকা খনিজ হলো ১৭ ধরনের উপাদান। আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা শিল্পের জন্য এসব উপাদান অপরিহার্য। মোবাইল কম্পিউটার চিপ, বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি, উইন্ড টারবাইন,

স্যাটেলাইট এমনকি ক্ষেপণাস্ত্র ও রাডার তৈরিতেও এগুলোর ব্যবহার অপরিসীম। এগুলো ছাড়া আধুনিক ইলেকট্রনিক ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিপ্রযুক্তি প্রায় অচল। বিরল খনিজের বাজারে চিন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিরল খনিজ উৎপাদন ও রফতানির ৬০, ৭০ শতাংশই তাদের নিয়ন্ত্রণে। শুধু উৎপাদন নয়, খনিজ প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহ শৃঙ্খলেও চিনের একাধিপত্য রয়েছে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপান কিংবা ভারত সব শিল্পোন্নত দেশ চিনের ওপর নির্ভরশীল। অটো ও ইলেকট্রনিক শিল্পে চিনের বিরল চৌম্বক খনিজ রফতানি বন্ধ নিয়ে গভীর উদ্বেগ ও সরবরাহ ঘাটতির কারণে উৎপাদন মারাত্মকভাবে এ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। মূলত সীমান্ত উত্তেজনার নিরাপত্তা-সংক্রান্ত যুক্তি কারণে দেখিয়েই বেজিং এসব পণ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ইর সঙ্গে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের বৈঠকে উঠে এসেছে এত দিন ভারতে বিরল খনিজ রপ্তানিতে চিন যে বিধিনিষেধ দিয়ে রেখেছিল, তা তুলে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সার উৎপাদন ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ভারতকে প্রয়োজনীয় সাহায্যের বার্তা দিয়েছে চিন। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক গরম। সেই সুযোগে বিশ্বের আরও এক শক্তি চিনের সামনে ভারতীয় বাজার খুলে গেছে। আর মার্কিন ঝোঁক থেকে সরে এসে ভারত ও চিনের নৈকট্য বাড়ল। ইকোনমিক টাইমস জানিয়েছে, চিনের পক্ষ থেকে ভারতের মূল তিনটি উদ্বেগের বিষয় নিয়ে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সেটি হলো, সারের জোগান অক্ষুণ্ণ রাখা, বিরল চৌম্বক খনিজ ও টানেল-বোরিং মেশিনের জোগান বজায় রাখা। ভারতের কৃষি, হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হলো, চিনের আকস্মিক সার রফতানি-নিষেধাজ্ঞা। রবি চাষের মরশুমে ডি অ্যামোনিয়াম ফসফেটের সরবরাহে বড় প্রভাব ফেলেছিল। একইভাবে টানেল বোরিং মেশিনের চালান আটকে যাওয়ায় বেশ কয়েকটি পরিকাঠামো প্রকল্প স্থবির হয়ে পড়ে, যার মধ্যে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের চিনভিত্তিক কারখানায় তৈরি যন্ত্রও ছিল। সীমান্ত থেকে পর সেনা প্রত্যাহারের রাজনৈতিক মতপার্থক্য নিরসন ও আস্থা তৈরির উদ্যোগ নেয় চিন ও ভারত। পরপর কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় এখন অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা শিথিল করার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে দুই দেশ।

ফের বৃহস্পতিবার দিল্লির ৬ স্কুলে বোমার হুমকি, নড়েচড়ে উঠল প্রশাসন

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্টঃ রাজধানী দিল্লি টানা চার দিনে তৃতীয়বার বোমাতঙ্কে কেঁপে উঠল। বৃহস্পতিবার সকালে নতুন করে রাজধানীর অন্তত ছ'টি স্কুলে ইমেল মারফত বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি আসে। সকাল থেকেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পড়ুয়া, শিক্ষক, অভিভাবক সকলের মধ্যে। দ্রুত স্কুল খালি করে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ, দমকল এবং বোমা নিষ্ক্রিয়কারী বাহিনী। যদিও এখনও পর্যন্ত কোথাও কোনও বিস্ফোরক বা সন্দেহজনক বস্তু মেলেনি। তবুও নিরাপত্তার বিষয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ প্রশাসন ও স্কুল কর্তৃপক্ষ। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর ৬টা ৩৫ মিনিট ও ৭টা ৪৮ মিনিট নাগাদ দুটি আলাদা ইমেল আসে। ইমেলগুলিতে রাজধানীর ছয়টি নামী স্কুলকে টার্গেট করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে প্রসাদ নগরের অন্ধ্রা স্কুল, বিজিএস ইন্টারন্যাশনাল

স্কুল, রাও মান সিং স্কুল, কনভেন্ট স্কুল, ম্যাক্স ফোর্ট স্কুল এবং দোওয়ারকার ইন্দ্রপ্রস্থ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। খবর পেয়েই ছুটে আসে স্থানীয় পুলিশ, দমকল বাহিনী এবং বোম্ব স্কোয়াড। স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীদের দ্রুত বাইরে বের করে আনা হয়। আতঙ্কিত হয়ে পড়ুয়াদের অভিভাবকরা স্কুলগেটে ভিড় জমাতে শুরু করেন। অনেকেই সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েন।প্রসঙ্গত, এর আগে বুধবার সকালে দিল্লির মালব্যনগর এবং করোল বাগের দুটি স্কুলে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি আসে। দিন গড়াতেই সেই সংখ্যা দুই থেকে বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫০। যদিও পুলিশ সেই সমস্ত স্কুলের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করেনি। তার আগেও সোমবার একইভাবে হুমকি ইমেল আসে কিছু স্কুলে। ফলে চার দিনের মধ্যে এ নিয়ে তৃতীয়বার রাজধানীতে স্কুলগুলিকে নিশানা করা হল। এই ঘটনাগুলি ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, সমস্ত ইমেল একই ধরনের হুমকি বার্তা বহন করছে। ফলে পুলিশের ধারণা, এর পিছনে একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে। তদন্তে নামানো হয়েছে সাইবার সেল এবং বিশেষ গোয়েন্দা দল। ইমেল ট্রেস করার চেষ্টা চলছে। কারা এর সঙ্গে যুক্ত এবং তাদের উদ্দেশ্য কী-তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি, কোনও জঙ্গি সংগঠন এর সঙ্গে যুক্ত কি না, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পর থেকেই সমস্ত স্কুলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কড়া করা হয়েছে। মেটাল ডিটেক্টর, সিসিটিভি নজরদারি এবং স্কুল প্রাঙ্গণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী এবং পুলিশ কমিশনার আলাদা করে বৈঠক করেছেন। তাদের আশ্বাস, আতঙ্কের কিছু নেই, তবে সতর্ক থাকা জরুরি। অভিভাবকদেরও অনুরোধ করা হয়েছে, গুজবে কান না দিতে। তবে সাধারণ মানুষ এবং অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক যে ক্রমেই বাড়ছে, তা বলাই বাহুল্য। পড়ুয়াদের স্কুলে পাঠাতে অনেকেই ইতস্তত বোধ করছেন। হঠাৎ করে ক্লাস মাঝপথে বন্ধ হওয়ায় শিক্ষার পরিবেশেও প্রভাব পড়ছে। বেশ কিছু স্কুল ইতিমধ্যেই অনলাইন ক্লাস চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে, যাতে পড়াশোনায় ক্ষতি না হয়। পুলিশের দাবি, এখনও পর্যন্ত প্রতিটি হুমকি ইমেলই ফাঁকা প্রমাণিত হয়েছে। কোথাও কোনও বিস্ফোরক বা বিপজ্জনক বস্তু মেলেনি। তা সত্ত্বেও বিষয়টিকে হালকাভাবে নেওয়া যাবে না। কারণ অজানা উৎস থেকে এই ধরনের ইমেল বারবার পাঠানো হলে সেটি নিছক মজা নাকি ষড়যন্ত্র-তা নিশ্চিত হওয়া জরুরি।

'ভারতের সঙ্গে দ্রুত সম্পর্ক না শোধরান' ট্রাম্পকে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন সতীর্থ নিকি

ওয়াশিংটন, ২১ আগস্টঃ রাশিয়ার থেকে তেল কেনায়, ভারতের উপরে ট্যারিফ চাপিয়ে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারত যেমন এই সিদ্ধান্তে অখুশি, তেমনই ক্ষুব্ধ সে দেশের প্রাক্তন কর্তারাও। রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রাক্তন মার্কিন অ্যাম্বাসডর নিকি হেইলি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন যে ওয়াশিংটন ও নয়া দিল্লির মধ্যে সম্পর্ক ভাঙতে বসেছে। এই সম্পর্ক দ্রুত ঠিক করতে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সতীর্থই এবার তাঁর বিরুদ্ধে সরব। নিকি হেইলি বলেন যে ভারতকে চিনের মতো প্রতিপক্ষ হিসাবে বিচার করলে হবে না। ট্রাম্প প্রশাসন শুল্ক বা ভারত-পাকিস্তানের সংঘাতে আমেরিকার ভূমিকাকে হাতিয়ার করতে পারে না। ২০২৪ সালে ট্রাম্পের হয়ে নির্বাচনী প্রচার করেছিলেন নিকি হেইলি। তবে সম্প্রতি ট্রাম্পের আচরণে তিনি ক্ষুব্ধ। বিভিন্ন সময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সমালোচনাও করেছেন। ভারতের উপরে শুল্ক চাপানোর প্রসঙ্গে নিকি বলেন,

''ভারতকে শুল্ক মুক্ত ও গণতান্ত্রিক অংশীদারের মতো গণ্য করা উচিত, চিনের মতো প্রতিপ্রক্ষ হিসাবে নয়, যারা এতদিন ধরে রাশিয়ার থেকে তেল কেনা সত্ত্বেও শুল্কের খাঁড়া এড়িয়ে চলছে।'' তিনি আরও বলেন, ''যদি আমেরিকা চিনের বাণিজ্যিক আগ্রাসন রুখতে চায়, তবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক শোধরাতে হবে, আগের মতো করতে হবে। চিনের সঙ্গে লড়তে হলে আমেরিকার ভারতের মতো বন্ধুর দরকার।'' ভারত-আমেরিকার সম্পর্কে সম্প্রতি অবনতি হয়েছে। একদিকে ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামানোয় আমেরিকা মধ্যস্থতার দাবি করেছেন, যা সরাসরি খারিজ করেছে ভারত। অন্যদিকে, ট্রাম্প অতিরিক্ত শুল্ক চাপিয়েছেন ভারতের ঘাড়ে। আগেই ভারতের উপরে ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা। এরপর সম্প্রতিই ট্রাম্প আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক বসান রাশিয়ার থেকে তেল কেনার জন্য। নিকি হেইলি বলেন, ''ট্রাম্প প্রশাসনের বিদেশনীতির লক্ষ্য হল চিনকে প্রতিযোগিতায় হারানো এবং শান্তি অর্জন, ভারত-আমেরিকার সম্পর্ককে ট্র্যাকে ফেরানোর থেকেও কিছু জিনিস গুরুত্বপূর্ণ।'' চিন থেকে আমদানি বন্ধ করতে বা সাপ্লাই চেইন সরিয়ে নিতে ওয়াশিংটনের নয়া দিল্লির সাহায্যের দরকার। নিকি হেইলি বলেন, ''ট্রাম্প প্রশাসন আমাদের দেশে উৎপাদন ফিরিয়ে আনার কাজ করলেও, চিনের মতো বিপুল পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করতে, একমাত্র ভারতই পারে। জামাকাপড়, কমদামী ফোন ও সোলার প্যানেল, যা দ্রুত আমেরিকায় তৈরি করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে আমেরিকার ভরসা ভারতই।'' দীর্ঘকালীন মেয়াদে ভারতের গুরুত্ব আরও বাড়বে বলেই উল্লেখ করেন নিকি হেইলি। চিনের জনসংখ্যাকে ছাপিয়ে গিয়েছে ভারত, যেখানে চিনের শ্রম ক্ষমতা বুড়ো হচ্ছে, সেখানে ভারতের যুব কর্মক্ষমতা রয়েছে। ভারতের ক্ষমতা বাড়লে, চিনের আধিপত্য কমবেই। কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত চিনের তুলনায় গণতান্ত্রিক ভারত বিশ্বকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে না।

Name Change

I, Mohammad Affan Ali Sekh (Old Name) S/O–Sultan Sekh residing at Vill-Soluadanga High School Road , PO-Bezpara , PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742134 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Affan Ali Sekh to Md Affan Ali and henceforth I shall be known as Md Affan Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Md Affan Ali & Mohammad Affan Ali Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ajit sen son of Late Asutosh Sen, residing at Vill: Udayrajpur, PO- Radhaballavpur, PS- Goghat, Hooghly – 712616, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ajit Kumar Sen as declared before the Notary Public at Kolkata dated 21/08/2025. Ajit sen and Ajit Kumar Sen both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Erfan Shaikh (Old Name) S/O–Yakub Sk residing at Vill- Chhotkalia, PO-Jangipur , PS-Raghunathganj , Murshidabad, West Bengal 742213 do hereby declared that I have changed my name from Md Erfan Shaikh to Md Afan Seikh and henceforth I shall be known as Md Afan Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Md Afan Seikh & Md Erfan Shaikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MOUSUMI UPADHYAY (Old Name) W/O MANOJ UPADHYAY Residing at A 38 Tapoban Abasan Prakalpa, (Behind Sian Hospital), P.O. & P.S.- Bolpur, District - Birbhum, Pin - 731204 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MOUSHUMI UPADHYAY (New Name) as declared before the Notary Public at Barasat, North 24 Parganas vide affidavit no 3174, Dated 23-07-2025. MOUSUMI UPADHYAY (Old Name) and MOUSHUMI UPADHYAY (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mantu Seikh (Old Name) S/O–Basiruddin Sk resident of Vill-Kashipur , Po-Mahisasthali, Ps-Bhagwangola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Mantu Seikh to Mantu Sk and henceforth I shall be known as Mantu Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Mantu Sk & Mantu Seikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MONOJ UPADHYAY (Old Name) S/O RAMBILAS UPADHYAY Residing at A 38 Tapoban Abasan Prakalpa, (Behind Sian Hospital), P.O. & P.S.- Bolpur, District - Birbhum, Pin - 731204 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MANOJ UPADHYAY (New Name) as declared before the Notary Public at Barasat, North 24 Parganas vide affidavit no 3412, Dated 25-07-2025. MONOJ UPADHYAY (Old Name) and MANOJ UPADHYAY (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Golam Kibria (Old Name) S/O– Sk Rustam Ali resident of Kanakpur, Bhimpur, Dist-Birbhum , West Bengal, Pin- 731219 do hereby declared that I have changed my name from Golam Kibria to Golam Kibria Sk and henceforth I shall be known as Golam Kibria Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Golam Kibria Sk & Golam Kibria both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SK SAHALAM (Old Name) S/O SK MUSTAFA Residing at Vill & P.O.-Sahapur, P.S.-Panchla, District - Howrah, Pin - 711310 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SK SAHALOM (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 21-08-2025. SK SAHALAM (Old Name) and SK SAHALOM (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Froja Bibi (Old Name) W/O– Siddik Hossain Mondal resident of Vill-Kupila , Po-Kupila , Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Froja Bibi to Firoja Bibi and henceforth I shall be known as Firoja Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025.My name Firoja Bibi & Froja Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, RAFIKUL HAQUE and RAFIQUL HAQUE (Old Name) S/O FAJLUL HAQUE Residing at Paschimpara Jatragachi, P.O.-Ghuni, P.S.-Eco Park, District - North 24 Parganas, Pin - 700157 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MD RAFIQUL HAQUE (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 19-08-2025. RAFIKUL HAQUE and RAFIQUL HAQUE (Old Name) and MD RAFIQUL HAQUE (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I,Md Didar Ali (Old Name) S/O- Darbar Ali resident of Vill- Rameshwarpur, Po-Giria , Ps-Ragunathganj, Dist- Jangipur, West Bengal, Pin-742213 do hereby decrale that I have changed my name from Md Didar Ali to Didar Ali and henceforth I shall be known as Didar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Didar Ali & Md Didar Ali both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Seikh Mahammadul Haque, S/O Lt. Seikh Saidar Rahman, নিবাস- নবপল্লী, ওয়ার্ড নং ১৪, আরামবাগ, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২৬০১। আমার আধার ও ভোটার কার্ডে নাম আছে Sk Mahammadul Haque, S/O Lt. Sk Saidar Rahman.গত ইং ০৪.০৮.২০২৫ তারিখে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ফার্স্ট ক্লাস (Ld.) আরামবাগ কোর্টের এফিডেভিট নং 1854 বলে আমি Seikh Mahammadul Haque S/o Lt. Seikh Saidar Rahman এবং Sk Mahammadul Haque S/o Lt. Sk Saidar Rahman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Samina Begum (Old Name) W/o Asfar Hossain Laskar Residing at Bankra Gazipara, Bankra, Domjur, District- Howrah, Pin - 711403, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Samina Begum Laskar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 63/2025 Dated 21-08-2025. Samina Begum (Old Name) and Samina Begum Laskar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nelam Agarwal (Old Name) W/O Pyush Agarwal Residing at 102, 44B, Rafi Ahmed Kidwai Road, Park Street, District-Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Neelam Agarwal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 64/2025 Dated 21-08-2025. Nelam Agarwal (Old Name) and Neelam Agarwal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Masuma Parvin (Old Name) W/o Rabiul Halder Residing at Dakshin Kalidanga, VTC - Kalidanga, P.o - Basanti, Sub District - Basanti, District - South 24 Parganas, Pin - 743312 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Masuma Parvin Halder (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 65/2025 Dated 21-08-2025.Masuma Parvin (Old Name) and Masuma Parvin Halder (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Joyanti Roy Chowdhury W/o Ram Narayan Roy Choudhury Residing at C.R Das Sarani Ghoshpara South, P.o - Ghoshpara, P.s - Nischinda, District - Howrah, Pin - 711227, West Bengal India shall henceforth be known as Joyanti Roy Choudhury. I declare that Joyanti Roy Chowdhury and Joyanti Roy Choudhury is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 21-08-2025.

CHANGE OF NAME

I, Ram Narayan Roy Chowdhury S/o Birendra Narayan Roy Chowdhury Residing at C.R Das Sarani Ghoshpara South, P.o - Ghoshpara, P.s - Nischinda, District - Howrah, Pin - 711227, West Bengal India shall henceforth be known as Ram Narayan Roy Choudhury. I declare that Ram Narayan Roy Chowdhury and Ram Narayan Roy Choudhury is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 21-08-2025.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Ikhtiar (Old Name) S/o Yiabani Residing at Vill - Sankra B, P.o - Sankra P.s - Para, District - Purulia, Pin - 723155, West Bengal shall henceforth be known as Md Ikhtiar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 21-08-2025. Mohammad Ikhtiar (Old Name) and Md Ikhtiar (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Sabana khatun W/O Kazi Asraf Hossain D/O- Ansaruzzamal (পুরাতন নাম) ঠিকানা Vill - udna P.O. - Balipur, P.S-khanakul, Dist-Hooghly, পঃ.বঃ পিন নং- ৭১২৪০১ স্বামীর ঠিকানা গ্রাম পোস্ট-আয়মাপাহাড়পুর থানা - তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী-৭১২-৪০১ পঃবঃ স্থায়ী বাসিন্দা। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ কোর্টে হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা Sekh Ansarujjan (নতুন নাম) পরিচিত হলাম। তারিখ ২০.০৮.২০২৫ এফিডেভিট (SL.NO 11683) Sabana Khatun D/O Ansaruzzamal (পুরাতন নাম) এবং Sekh Ansarujjan (নতুন নাম) উভয়েই একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Saleha Khatun D/O Sk Saidul Islam (পুরাতন নাম) ঠিকানা গ্রাম- মালিপুকুর পোঃ-হাট বসন্তপুর থানা-আরামবাগ জেলা-হুগলী পিন নং- ৭১২৪১৩ পঃবঃ-স্থায়ী বাসিন্দা। ফার্স্ট ক্লাস এল. ডি. জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ কোর্ট হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা SK seidul (নতুন নাম) পরিচিত হলাম। তারিখ - ১৮.০৮.২০২৫ এফিডেভিট (SL. NO 2166) Saleha khatun D/O. SK saidul Islam (পুরাতন নাম) এবং SK Seidul (নতুন নাম) উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, Mainul Islam, Mainul Hoque (Old name) S/o-Asidulla Mondal, Resident at, Vill-Borakuli, Po-Tenkaraipur, Ps-Islampur, Dist-Murshidabad, 742304 West Bengal, I have changed my name Mainul Haque (New name) I shall be known as Mainul Haque vide affidavit before the Executive Magistrate at Berhampore on 13/08/2025 Mainul Haque and Mainul Islam, Mainul Hoque same and one identical person.

Name Change

I, Ashadujaman, Asadurzaman (Old name) S/o-Mainul Haque, Resident at, Vill-Borakuli, Po-Tenkaraipur, Ps-Islampur,Dist-Murshidabad,742304 West Bengal, I have changed my name Asadur Zaman (New name) I shall be known as Asadur Zamanvide affidavit before the Executive Magistrate at Berhampore on 13/08/2025 Asadur Zaman and Ashadujaman, Asadurzaman same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ashadujaman, Asadurzaman (Old name) S/o- Mainul Haque, Resident at, Vill-Borakuli, Po-Tenkaraipur, Ps-Islampur, Dist-Murshidabad, 742304 West Bengal, I have changed my name Asadur Zaman (New name) I shall be known as Asadur Zaman vide affidavit before the Executive Magistrate at Berhampore on 13/08/2025 Asadur Zaman and Ashadujaman, Asadurzaman same and one identical person.

Name Change

I, Mainul Islam, Mainul Hoque (Old name) S/o-Asidulla Mondal, Resident at, Vill-Borakuli, Po-Tenkaraipur, Ps-Islampur, Dist-Murshidabad, 742304 West Bengal, I have changed my name Mainul Haque (New name) I shall be known as Mainul Haque vide affidavit before the Executive Magistrate at Berhampore on 13/08/2025 Mainul Haque and Mainul Islam, Mainul Hoque same and one identical person.

কৌশিকী অমাবস্যায় উপচে পড়বে ভিড়!
ভক্তদের সুবিধার্থে তারাপীঠে একাধিক ব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২১ আগস্ট ঃ শুক্রবার ভাদ্র মাসের কৌশিকী অমাবস্যা। চলতি বছর ২০২৫ সালের ভাদ্র মাসের কৌশিকী অমাবস্যা পালিত হবে ৫ ভাদ্র, অর্থাৎ শুক্রবার, যা ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী চলতি মাসের ২২ অগাস্ট। অমাবস্যা তিথি শুরু হবে ৫ ভাদ্র, শুক্রবার সকাল ১১টা ৫৫ মিনিটে এবং শেষ হবে ৬ ভাদ্র, শনিবার সকাল ১১টা ২৪ মিনিটে। এই অমাবস্যার রাতকে 'তারা রাত্রি' বলা হয়। ভক্তদের বিশ্বাস, এই কৌশিকী অমাবস্যার রাতে তারাপীঠের মহাশ্মশানে ও মা তারার মন্দিরে পুজো দিয়ে কোনও কামনা করলে সেই মনস্কামনা পূর্ণ হয়। সেই উপলক্ষ্যে প্রতিবছর এই দিনে কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থীর ভিড় হয় তারাপীঠে। বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তারই জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে। অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই কৌশিকী অমাবস্যার তিথিতে তারাপীঠের মহাশ্মশানে সাধনা করতে আসেন বহু তন্ত্রসাধক। মহাশ্মশানে জ্বলে ওঠে হাজার হাজার হোমকুণ্ড। কেমন চলছে এই বছরের কৌশিকী অমাবস্যার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি? তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় জানান, এই বছর প্রায় ৪-৫ লক্ষেরও বেশি পুণ্যার্থী তারাপীঠ মন্দিরে আসবেন। সেই উপলক্ষ্যে সেজে উঠছে তারাপীঠ। এখানে আসা পুণ্যার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে মা তারার পুজো দিতে পারেন তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করেছে বীরভূম জেলা পুলিশ ও তারাপীঠ মন্দির কমিটি। তারাপীঠ এলাকা জুড়ে পর্যটকদের জন্য কেমন ব্যবস্থা করেছে পুলিশ প্রশাসন, তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ এবং তারাপীঠ মন্দির কমিটি? এই বিষয়ে জানা যাচ্ছে, তারাপীঠ মন্দিরের প্রবেশপথগুলিতে বসানো হয়েছে মেটাল ডিটেক্টর গেট। মন্দির এলাকাজুড়ে বসানো হয়েছে ১৫০টির বেশি সিসিটিভি ক্যামেরা। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী বাঁশের ব্যারিকেড। মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে ২০০ জন বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। বিশৃঙ্খলা ও নাশকতা এড়াতে রাজ্য পুলিশের ৫০০ জন আধিকারিক সহ ১৫০০ জন পুলিশকর্মী এবং ২০০০ জন সিভিক কর্মী নিযুক্ত থাকবেন। পুলিশের নজরদারির জন্য ১২ টি অস্থায়ী ওয়াচ টাওয়ার তৈরি করা হয়েছে। যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য ৪০টি ড্রপগেট করা হয়েছে। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই তারাপীঠের হোটেল ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেছে বীরভূম জেলা প্রশাসন। পর্যটকদের থেকে যাতে অতিরিক্ত হোটেল ভাড়া না নেওয়া হয়, তার জন্য হোটেল ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে। পাশাপাশি তারাপীঠের অলিগলিতে যাতে দমকল বাহিনীর গাড়ি যাতায়াত করতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতকিছুর পরেও যদি হোটেল কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ভাড়া চেয়ে থাকে, তাহলে তৎক্ষণাত গিয়ে পুলিশ প্রশাসনের কাছে অথবা ক্যাম্পে জানান। প্রশাসনিক বৈঠকে এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, চলতি বছর কৌশিকী অমাবস্যায় ব্যাপক ভিড়ের সম্ভাবনা। আর সেই কারণে পূর্ব রেলের কাছে চিঠি পাঠালো প্রশাসন এবং তারাপীঠ মন্দির কমিটি। হাওড়া এবং শিয়ালদা এর পাশাপাশি দেওঘর সহ উত্তরবঙ্গ থেকেও বিশেষ ট্রেনের আবেদন জানানো হয়েছে। মূলত এই বীরভূমে তারাপীঠ মা তারার মন্দির দর্শনের জন্য প্রায় ৭০ শতাংশ পর্যটক রেল পথে তারাপীঠ ভ্রমণের জন্য আসেন। তবে রেল পথে যে পরিমাণ ট্রেনের সংখ্যা রয়েছে সেই পরিমাণ ট্রেনের মাধ্যমে পর্যটকেরা তারাপীঠ পৌঁছাতে বেশ সমস্যার মধ্যে পড়েন কারণ অতিরিক্ত ভিড় হওয়ার কারণে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আসতে হয় এতটা পথ। কয়েক বছর ধরে এই তিথিতে হাওড়া থেকে রামপুরহাট পর্যন্ত একটি স্পেশাল ট্রেন চালায় পূর্ব রেল। কিন্তু এবার শুধু হাওড়া থেকে নয়, শিয়ালদহ, দেওঘর ও উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে রামপুরহাট পর্যন্ত চারটি স্পেশাল ট্রেন চালানোর দাবি তুলল মন্দির কমিটি। তাঁদের পক্ষ থেকে বিষয়টি রেল কর্তাদের জানানো হয়েছে। সাংসদ শতাব্দী রায়ও এই তিথিতে একাধিক স্পেশাল ট্রেন চেয়ে হাওড়ার ডিআরএমের কাছে আবেদন করেছেন। মন্দির কমিটির মতে, পর্যটকদের সুবিধার জন্যই এই আবেদন। সেইসঙ্গে রেলেরও আয় বাড়বে। তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার অনেক যাত্রীর শিয়ালদহ থেকে যাতায়াতে সুবিধা হয়। কিন্তু তাঁদের কথা ভাবছে না রেল। রামপুরহাটে টিকিট কাউন্টার বাড়ছে। কিন্তু ট্রেনের সংখ্যা বাড়ছে না। করোনা কাল থেকে একাধিক ট্রেন বন্ধ।

পূর্ব রেলে বর্ধমান ও কাটোয়ার মধ্যে এক জোড়া ইএমইউ স্পেশাল

কলকাতা, ২১ আগস্ট ঃ পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন ২৩.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে প্রতিদিন বর্ধমান ও কাটোয়ার মধ্যে এক জোড়া ইএমইউ স্পেশাল চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৩৫০২৪ কাটোয়া - বর্ধমান ইএমইউ স্পেশাল কাটোয়া থেকে দুপুর ১.৫০ মিনিটে ছেড়ে বিকেল ৩.১০ মিনিটে বর্ধমানে পৌঁছাবে। ৩৫০২৩ বর্ধমান - কাটোয়া ইএমইউ স্পেশাল বিকেল ৪.০০ মিনিটে বর্ধমান ছেড়ে কাটোয়ায় পৌঁছাবে বিকেল ৫.২০ মিনিটে। ইএমইউ স্পেশালটি উভয়দিকের সমস্ত স্টেশনে থামবে।

বাজ পড়ে আহত শিশু সহ তিনজন

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২১ আগস্ট ঃ পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর থানা এলাকায় বাজ পড়ে গুরুতর আহত হল এক শিশু সহ মোট তিনজন। আহত সকলকে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হলে সেখানে দু'জনের অবস্থা সংকটজনক থাকায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। রঘুনাথপুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আহতরা হল যীশু বাউরি (১০), প্রণব বাউরি (১৫) ও বিজয় বাউরি (২০)। তাদের সকলের বাড়ি বেড়োর লারুবাড়ি এলাকায়। জানা যায়, এদিন বেলা প্রায় ১২টা নাগাদ তিনজনই বাড়ির বাইরে ছিলেন। সেই সময় হঠাৎই বিকট শব্দে বজ্রপাত হলে বাজে গুরুতর আহত হন তারা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই তিনজন মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তারপরই বাড়ির লোকজন ও গ্রামের বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তাদের পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা জানান, বিজয় ও প্রণব বাউরির শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। এরপর তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে ১০ বছরের যীশু বাউরি রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অন্যদিকে এমন মর্মান্তিক ঘটনার জেরে বেড়োর লারুবাড়ি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

গ্রেফতার বাংলাদেশি

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ২১ আগস্ট ঃ ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি থেকে গ্রেফতার বাংলাদেশি নাগরিক। সীমান্তে মোতায়েন এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা বুধবার রাতে ওই বাংলাদেশিকে আটক করে। পরে তাকে তুলে দেওয়া হয় খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। এসএসবি সূত্রে জানা যায়, বুধবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ সীমান্তের গৌড়সিংজোত গ্রাম থেকে ধৃতকে গ্রেফতার করেছে এসএসবি জওয়ানরা। ধৃতের নাম লক্ষেশ্বর চন্দ্র রায়। সে বাংলাদেশের লালমনিরহাটের বাসিন্দা।

আজও প্রথা ও ঐতিহ্য মেনে মায়ের আরাধনা হয় সুরুল রাজবাড়িতে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২১ আগস্ট ঃ হাতে গোনা আর কয়েকদিন পরেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ পুজো দুর্গাপুজো। ইতিমধ্যেই ঠাকুর দালানের এক কোণে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে উমা। কাশফুল জানান দিচ্ছে মা আসছেন। আর এই পুজোর ছুটিতে বীরভূম আসবেন ভেবে পরিকল্পনা করছেন? তাহলে অবশ্যই আপনি ঘুরে যেতে পারেন লাল মাটির শহর বোলপুর শান্তিনিকেতনে। বোলপুর শান্তিনিকেতনের চারিধারে সুন্দর সুন্দর গাছ গাছালি, সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ মুগ্ধ করে পর্যটকদের। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের টানে পর্যটকরা ছুটে আসেন এখানে। আর এই বোলপুর শান্তিনিকেতন থেকে কিছু দূরে অবস্থিত রয়েছে সুরুল রাজবাড়ি অথবা জমিদার বাড়ি। মাথা উঁচু করে আজও দাঁড়িয়ে নীল রঙা বিশাল এক অট্টালিকা। আর বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলেই চোখে পড়বে সুবিশাল নাটমন্দির থেকে শুরু করে মন্দির প্রাঙ্গণ। প্রতিবছর দুর্গাপুজোয় এখানে কয়েকশো মানুষ একসঙ্গে বসে পুজো দেখেন। উমার আরাধনায় গমগম করে রাজবাড়ি চত্বর। প্রসঙ্গত পুরানো নথিপত্র ঘাটলে জানা যায় প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়। বর্ধমানের ছোট নীলপুরের ঘোষবাড়ির ছেলে ভরতচন্দ্র স্ত্রী বিমলা দেবীকে নিয়ে চলে আসেন সুরুলে। সন্তানলাভের আশায় গুরু বাসুদেব ভট্টাচার্যের বাড়িতে আশ্রয় নেন দু'জনে। সুরুল ছিল বৈষ্ণব ধর্মগুরু বাসুদেবের শ্রীপাট। গুরুদেবের নির্দেশেই ভরতচন্দ্র থেকে যান সুরুলে। আর বর্ধমানে ফিরে যাননি। তাঁর পুত্র কৃষ্ণহরি ও তাঁর ছেলেরা সেই সময় ফরাসি ও ইংরেজ কুঠিয়ালদের সঙ্গে ব্যবসা করে পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি করেন। তাঁর আমলেই নির্মিত হয় পঞ্চরত্ন মন্দির। পরবর্তীকালে অবশ্য সম্পত্তি ও প্রতিপত্তির দৌড়ে যেন টেক্কা দিয়েছিলেন নাতি শ্রীনিবাস। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে সুরুলে ব্যবসা করেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম রেসিডেন্ট জন চিপ। ভরতচন্দ্রের জন সাহেবের সঙ্গেই ব্যবসা শুরু করেন। সরকার পরিবারের মূল উপার্জন ছিল নীল চাষ থেকে। এছাড়াও জাহাজের পাল তৈরির কাপড়, চিনির ব্যবসাও ছিল সরকার পরিবারের। পরে এই পরিবারের আরেক কর্তা ব্রজবল্লভের পুত্র শ্রীনিবাস সরকারের আমলে সরকার পরিবার ফুলে ফেঁপে ওঠে। ওঁর আমলেই প্রাচীন এই দুর্গা পুজোর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। পুজোর ছুটিতে আপনি যদি বোলপুর শান্তিনিকেতন ভ্রমণে আসেন তাহলে বোলপুর শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখার পর অবশ্যই একবার ঘুরে দেখতে পারেন এই সুরুল রাজবাড়ী। বাড়ির বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরে দেখার এক সেরা ডেস্টিনেশন হতে পারে এই রাজবাড়ী।

নিম্নমানের কাজের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা মানিকচকে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ আগস্ট ঃ ভাঙন রোধে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল মালদার মানিকচকে। ফুলহার নদীর তীরে আচমকাই ভাঙনের ঘটনায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে মালদার মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর শংকরটোলা ঘাট এলাকায়। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে সেই ভাঙন রোধের তৎপরতা। তবে ভাঙন রোধের কাজ একেবারেই নিম্নমানের হচ্ছে বলে অভিযোগ ভাঙন কবলিত বাসিন্দাদের। এমনই অভিযোগ তুলে এদিন ভাঙনরোধের কাজ বন্ধ করলেন গ্রামবাসীরা। আর তাতেই গ্রামবাসীদের ওপর চড়াও হয় ঠিকাদার সংস্থার শ্রমিকরা। এমনকি গ্রামবাসীদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন ঠিকাদার সংস্থার শ্রমিকরা বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। এক গ্রামবাসী অভিযোগ করে বলেন, ভাঙন রোধের কাজ শুরু হয়েছে তবে সেই কাজ খুব নিম্নমানের করা হচ্ছে। কাজ চলার সময় গ্রামবাসীরা থাকাকালীন ভাল কাজ হয়। গ্রামবাসীদের একটু নজর সরলেই খালি বস্তা সেলাই করে ফেলা হচ্ছে। এমনিতেই স্থায়ীভাবে পাথর দিয়ে কাজ হচ্ছে না তার উপরে আবার মাটি না ভোরেই খালি বস্তা ফেলে কাজ করা হচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে মালদার স্থানীয় বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র জানান, নদী ভাঙন একটি জাতীয় বিপর্যয়। একা রাজ্যের পক্ষে ভাঙন রোধ করা সম্ভব নয়। তবুও বর্তমানে ভাঙন আটকাতে রাজ্য সরকার তৎপর রয়েছে।

Office of the SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742223

eNIT No- 14/SGP/15th CFC/25-26 Memo no-289(14)/SGP, Date: 21.08.2025. Date of issue tender paper(online) **21.08.2025 from 6.00 p.m.** Last date of Dropping tender paper(Online): **04.09.2025 up to 6.00 pm**. Date of Technical Bid opening(Online) **06.09.2025 up to 6.00 pm**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

KHIRPAI MUNICIPALITY
KHIRPAI : PASCHIM MEDINIPUR

Tender for -"CONSTRUCTION OF 5 NOS PUBLIC TOILET BLOCK AT KHIRPAI MUNICIPAL AREA IN WARD NO -03, 05, 06 & WARD NO-10 UNDER SBM SCHEME CIVIL WORKS, ELECTRICAL WORKS, & NON SCHEDULE WORKS UNDER KHIRPAI MUNICIPALITY" eNIT No:-WBMAD/ULB/KHIR/SBM/25-26/NIT9. Last date of Submitting Bid:-12-09-2025 up to 06:00. For details visit at https://wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman
Khirpai Municipality

বিজ্ঞপ্তি

আমি আনন্দ কুমার পান্ডে, বিগত ইং ১৯।০৩।১৯৯১ সালে আমার মাতা আশালতা পান্ডে ১১১১ নং দলিল মূলে সুরেশ চন্দ্র হালদার, স্নিগ্ধেন্দু হালদার, শুভেন্দু হালদার পাশে আমমোক্তার ও স্বয়ং সুরেশ চন্দ্র হালদার এর নিকট হইতে বামনগাছি মৌজায়, জে. এল ১০ ভূক্ত, এল.আর ৬ নং খতিয়ান ভুক্ত আর এস ২২২ নং দাগের এল. আর ৩৫১ নং দাগে ১ কাঠা ১০ ছটাক সম্পত্তি খরিদ করিয়া বালি জগাছা বি.এল এন্ড এল. আরও অফিসে মিউটেশানের জন্য আবেদন করিয়াছি। যদি উক্ত আমোক্তার দাতা বা অন্য কোন ব্যক্তির কোনরকম অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের দিন হইতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাইতে হইবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

পেট্রো কার্বন অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড
ATHA GROUP
CIN: L24110WB2007PLC120212
ঠিকানাঃ অবনী সিগনেচার, ষষ্ঠ তলা, ৯১এ /১, পার্ক স্ট্রিট,
কলকাতা- ৭০০০১৬ ফোনঃ ৯১ ৩৩ ৪০১১৮৪০০
ইমেলঃ **pccl@athagroup.in** ওয়েবসাইটঃ **www.pccl.in**

১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি
ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওভিএএম)

১. পেট্রো কার্বন অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড ('কোম্পানি') এর সদস্যদের ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) ভিডিও কনফারেন্সিং NCI/ অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যম ('OAVM') এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম, সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রযোজ্য বিধান মেনে চলবে। এটি কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('MCA') এর জেনারেল সার্কুলার নং ০৯ / ২০২৪ তারিখের ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('SEBI') এর সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/ P/CIR/ 2024/133 তারিখের ৩ অক্টোবর, ২০২৪ অনুসারে সময়ে সময়ে জারি করা অন্যান্য সার্কুলার সহ পঠিত হবে, যাতে ১৩ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করা যায়। ('বিজ্ঞপ্তি') বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান।

২. ভিসি / ওএভিএম-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ দুপুর ১২.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ ওএভিএম-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী নোটিশের নোট নং ২৩-এ দেওয়া আছে।

৩. উপরোক্ত সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মোডে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠাবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস (ডিপি)-তে নিবন্ধিত। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫-এর অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pccl.in, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাবে। নির্দিষ্ট অনুরোধ প্রাপ্তির পর কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫-এর মুদ্রিত কপিও পাঠাবে।

৪. কোম্পানিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('NSDL')-এর সাথে যোগাযোগ করেছে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদানের জন্য এবং ১৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় VC/ OAVM সুবিধা এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য। সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের নোট নং ২৩-এ প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে তাদের ভোট দিতে পারবেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের আগে বা চলাকালীন প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহায়তার প্রয়োজন এমন সদস্যরাঃ - evoting@nsdl.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠাতে পারেন অথবা ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০ ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন অথবা - NSDL-এর সিনিয়র ম্যানেজার মিস পল্লবী মহাত্রে-এর সাথে নির্ধারিত ইমেল আইডিঃ evoting@nsdl.com ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

৫. ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন এবং আপডেট করার পদ্ধতিঃ
ডিম্যাট আকারে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) সাথে তাদের ইমেল ঠিকানার বিবরণ নিবন্ধন / আপডেট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
বাস্তব আকারে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ইমেল ঠিকানার বিবরণ নিবন্ধন / আপডেট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডকে প্রয়োজনীয় তথ্য সহ অফিস নং এস ৬-২, ৬ ষ্ঠ তলা পিনাকল বিজনেস পার্ক আহুরা সেন্টারের পাশে, মহাকালী কেভস রোড, আন্ধেরি (পূর্ব) মুম্বাই - ৪০০০৯৩, মহারাষ্ট্রে লিখিতভাবে অথবা info@bigshareonline.com ইমেল ঠিকানায় প্রেরণ করে।

৬. সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি এবং বিশেষ করে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী, দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতি সাবধানে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

পেট্রো কার্বন অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেডের জন্য
তারিখ- ২২।০৮।২০২৫ **মনিষা সোমানি**
স্থান- কলকাতা **কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার**

রঙ্গিয়া মণ্ডলে সমীপবর্তী পথের ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৪৮-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬ তারিখঃ ১৯-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এলসি গেট নং. আরএম-২১১ কে ২১২ এর সঙ্গে একত্রিকরণ করার সঙ্গে সম্পর্কিত কংক্রিট পেভার ব্লকের দ্বারা সমীপবর্তী পথের ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৪৮,৪৬,৫৬৪.৭৯/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৭৪,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯-০৯-২০২৫ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ০৯-০৯-২০২৫ তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায় ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
টোকাঃ টেণ্ডারের যেকোনো শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্যে জমা করার পূর্বে অনুগ্রহ করে মূল টেণ্ডার নোটিসে উল্লেখ করা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের নেট/ সংবাদপত্র/সংশোধনী পরীক্ষা করুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/খড়গপুর-৭২১৩০১, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা সামগ্রীর প্রেক্ষিতে উল্লেখিত তারিখে দুপুর ১২টার আগে জমা করতে হবে। **ক্রঃ নং ও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য; বিড সিকিউরিটি/ই.এম.ডি. ঃ (১) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৫-২৬-১৯, তারিখ ২০.০৮.২০২৫;** মেচেদা স্টেশনে সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ট্রেন ধরাবার জন্য প্ল্যাটফর্ম নং ৩ এ ৪-এর সম্প্রসারণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ এবং বিদ্যমান টাওয়ার ওয়াগন শেডের নির্মাণ/প্রতিস্থাপন; ২৩,৩৪,৩১২.৭০ টাকা;৪৬,৭০০ টাকা। **(২) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৫-২৬-২৩, তারিখ ২০.০৮.২০২৫;** খড়গপুর ডিভিশনে খড়গপুরে গুডস শেডের উন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; ১,৬৮,৩৭,১৮৭.০৫ টাকা; ২,৩৪,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** উভয়ের জন্য শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ০৯ মাস ক্রমিক নং ১-এর জন্য এবং ০৬ মাস ক্রমিক নং ২-এর জন্য। **জমার তারিখ ঃ** ১০.০৯.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২টা পর্যন্ত উভয় এর জন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ১০.০৯.২০২৫ তারিখ উভয় এর জন্য। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা ও মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই কাজের জন্য কোনওভাবেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সমস্ত টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-546)**

Namkhana Gram Panchayat
Shibnagar Abad,Namkhana
Mail-namkhanagp@gmail.com

Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: (1) 19/NAMGP/25 (Tied), (2) 20/NAMGP/25 (Un-Tied), (3) 21/NAMGP/25 (SBM-G), (2025-26) dt: - 21/08/2025.** Last Date of Bid Submission: **28/08/2025, 11:00 Hrs.** Date of Opening: **30/08/2025, 11:00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Namkhana Gram Panchayat, South 24 PGS,. or Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Namkhana Gram Panchayat

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

প্রধান কর্মশালা ব্যবস্থাপক, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, মেকানিক্যাল কর্মশালা, গোরখপুর-এর জন্য উপ-পরিচালক / কর্মকর্তা- ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তাঁর পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-ওপেন দরপত্র আহ্বান করছেন- **ক্রম. নং.- ১) ই-টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের নামঃ** দরপত্র নং-''১৯-জিকেপি-এমডব্লিউএস-২০২৫-২৬-১'' গোরখপুরের মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে আইসিএফ, মেমু এবং এলএইচবি কোচে এসএস ওয়াশ বেসিন, এসএস ওয়াল প্রোটেক্টর এবং এসএস ল্যাভেটরি প্যান / ইনলে স্ট্রিপিং, ফিটিং এবং ক্ল্যাম্পিং সহ বাফিং।'' **আনুমানিক খরচ (টাকায়)ঃ**-৩২৬৬৪৩৭.৬৬, **বকেয়া টাকা (টাকায়)**- ৬৫৩০০.০০, **দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ**- ১১.০০ তারিখ পর্যন্ত ১২.০৯.২০২৫, **দরপত্র ফর্মের খরচঃ**- শূন্য, **চুক্তির সময়কালঃ**- ২৪ মাস, উপরোক্ত দরপত্রের বিবরণ ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **http://www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

ডিওয়াই.সিএমই /ওয়ার্কস মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরখপুর
CPRO/Mech-56

ট্রেনে বিড়ি / সিগারেট খাবেন না

আমমোক্তারনামা

বিশ্বনাথ ঘোষ, পিতা- মৃত মহাদেব ঘোষ, সাং- ও পোঃ- বাড়ালা, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত গত ইং 2024 সালে Book-I, 3158 নং আমমোক্তার দলিল মূলে বাবলু ঘোষ আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১০৭ নং মন্ডলপুর মৌজাস্থিত এল. আর. ২২ নং দাগের এল. আর. ১৮১২ নং খতিয়ানের মোট ৩৩ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

টুনু খাঁন, পিতা- মৃত সোলেমান খাঁন, সাং- রহমানপুর, পোঃ- জঙ্গীপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত গত ইং ২০১২ সালে Book-IV, 93 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) আলি হোসেন সেখ, ২) মজিবুল খাঁন, ৩) রুপনেহার বিবি আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **৭ নং জঙ্গীপুর মৌজাস্থিত আর. এস. ১২৫১, ১২৪৯, ১২৫২, এল. আর. ৭৩১, ৬৯১, ৭৩২ নং দাগের এল, আর. ৫৩৭, ১৫৩৫, ৮৪৬০, ১৬৭৮ নং খতিয়ানের মোট ১২.২২২ শতক** সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অরিজিত মাইতি ও হেমন্ত দাস, সাং. ও পোঃ- উত্তর ঝাঁপরদহ, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, লালমোহন পাঁজা নিযুক্ত আমমোক্তার অমিত দাস ও বাবলু দাস নিযুক্ত আমমোক্তার অভিষেক দাস মহাশয়ের নিকট হইতে এ্যাডিঃ ডি. সাব. রেজি. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৭৩৭ / ২০১৯ ও ১৫৩/ ২০১৭ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা উত্তর ঝাঁপড়দহ, হাল এল. আর. খতিয়ান ২৮৩৩, ১৫১৬/১ নম্বর হাল দাগ ২৪৪৭, ৪৮৭৪ নং দাগে ০৯.৮৩ শতক জমি এ্যাডিঃ ডিঃ সাব-রেজিস্ট্রি ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৫৯০৭/ ২০২৩ ও ৫৬১৬/ ২০২২ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানাইতেছি সে আমি প্রশান্ত ধাড়া ওরফে প্রশান্ত নিত্য ধাড়া, পিতা, শ্রী নিত্য ধাড়া সাং-জগদীশপুর পোঃ - জগদীশপুরহাট থানা-লিলুয়া জেলা- হাওড়া। আমি লিলুয়া থানার অধীন জপদীশপুর মৌজার অন্তর্গত জে. এল নং- ২ এর অধীন হাল- ৩৬২৪, ৩৬২৫, ৩৬২৬, ৩৬২৭,১৪৬ খতিয়ানে হাল-১৫৫১ নং দাগে ০২ (দুই) কাঠা পরিমান জমিঃ প্রশান্ত ভৌমিক, মনিশা ভৌমিক, রেবা রাণী ভৌমিক, কল্পনা ভৌমিক, রাহুল ভৌমিক, লীলা দাস, রুবি ভৌমিক, বিল্টু ভৌমিক, বিউটি ভৌমিক, এদের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার ইয়াসিন মল্লিক, আনারুল নস্কর, সিদ্ধার্থ নস্কর এর-থেকে - খরিদ করিয়া নাম খারিজ এর আবেদন করিয়াছি উক্ত পাওয়ার নং ০৫০২১০৬৪৬ /২০২৩ তারিখঃ ০৩.১০.২০২৩ বুক নং -১ A.D.S.R. অফিস হাওড়া উক্ত পাওয়ার নামা সম্বন্ধে কারো কোন অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. অফিস বালি জগাছা ব্লকে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

মহাশয় দেবীরানী কুন্ডু মহাশয়া ইংরাজীর ২০।০৪।১৯৯৮ তারিখে জগন্নাথ সেন মহাশয়কে ১০৭নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার এ্যাডিঃ, ডিঃ, সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে পিঙ্কু খেলো মহাশয়াকে ০৬১৭২ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ০৭।০৮।২০১৯ তারিখে হাওড়ার এ্যাডিঃ, ডিঃ, সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালি জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, জে এল-০২, হাল দাগ নং- ২৯০১।

DAULATADAD GRAM PANCHAYAT
Ghasipur
Berhampore,Murshidabad

Notice inviting e-Tender No– eNIT 01/2025-26 & eNIT 02/ 2025-26 dated:-18/08/2025
E-Tender is invited by the Prodhan, Daulatabad GP. Date of submission of Technical & Financial Bid 20/08/ 2025 from 11.00 A.M. up to 27/08/ 2025 up to 2.00 P.M. Bid opening date & time for Technical Bid 29/08/ 2025 from 2.00 P.M. For details logging on to https:// wbtenders.gov.in the contractor is to click on the link for e-Tendering site as given on the web portal.

Sd/- Prodhan
Daulatabad GP, Murshidabad

Office of The Block Development Officer
Balarampur Development Block, Purulia
PO-Rangadih, PS-Balarampur, Pin-723143

NOTICE INVITING 04 NO E-TENDER No. WB/BDO/BLR/NIeT-11/ 2025-26, Dated-20.08.2025
E-Tender are invited by the undersigned from the bonafied contractor for 04 nos. Construction work under Balarampur Development Block. Period for downloading of bid documents **21.08.2025 from 10:00 A.M up to 29.08.2025 to 6:00 PM** and the time & date of opening of Technical bid on **01.09.2025 at 11 A.M**. The Financial bid to be notified. For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the last date for submission of bid documents.

Sd/- Block Development Officer
Balarampur Development Block

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Block Development Officer, Haripal Development Office, Hooghly invites e-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **Eight (08) nos.** works vide **E-NIT No: -17/B.D.O/HPL/2025-2026** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

e-Tender Notice

Pradhan Maju Gram Panchayat, Howrah invites e-Tender vide **NIT No: Maju GP/583/SBM(G)/25-26 to Maju GP/ 588/SBM(G)/25-26 Dated-18/08/2025**. Bid Submission starting from 18.08.2025 upto slot availabe in the site. Date of opening as per slot available in the site. For more information,visit **https://www.wbtenders.gov.in** and the notice board of Maju Gram Panchayat office.

Sd/- Prodhan
Maju Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION *e*-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-III, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/436
Name of work : **Supply & delivery of LED street light fittings at Kavi Md. Iqbal Road & other places in Ward No. 77**; Estimated Amount : ₹ **1,96,720.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/439
Name of work : **Improvement of bustee lighting system at Hospital Lane Bustee & other bustee areas in Ward No. 75**; Estimated Amount : ₹ **1,98,809.41**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date and time of completion of bid : **30.08.2025 upto 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; Tender (Technical) opening date : **30.08.2025 at 4 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid form and other details are available on and from **22.08.2025 from 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2)** Please keep watching on the above website for further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only **(For Sl. No. 1 & 2)**.

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/437
Name of work : **Supply of service of electrical system for operation & routine upkeeping of the electrical service at Gariahat Market, KMC Offices & Staff Quarter for Night Shift under Br.-VIII**; Estimated Amount : ₹ **3,51,936.00**; Earnest Money : ₹ **7,100.00**; Period of completion : **365 Days**; Last date and time of submission of bid : **30.08.2025 upto 2 pm**; Tender (Technical) opening date : **30.08.2025 at 4 pm**; The bid form and other details are available on and from **22.08.2025 from 5 pm**; For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Elec), Lighting, Zone-II, KMC** invites e-tender by two bid system for the following works :

(1) NIT No. : LTG/195/V/Z-II/25-26
Name of the work : **Short-term lighting arrangement for festive purpose in Ward No. 49 and 50**; Estimate Amount : ₹ **1,49,688.00**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **12 Days**.

(2) NIT No. : LTG/157/48/V/Z-II/25-26
Name of the work : **Installation of decorative lighting arrangement with allied electrical works at B.B. Ganguly Street and different places in Ward No. 48, under Br.-V**; Estimate Amount : ₹ **4,99,877.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **42 Days**.

(3) NIT No. : LTG/189/49/V/Z-II/25-26
Name of the work : **Replacement of LED light fittings along with other electrical accessories at various mini mast in Ward No. 49**; Estimate Amount : ₹ **1,99,509.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(4) NIT No. : LTG/103/INST/VI/Z-II/25-26
Name of the work : **Repairing and replacement of different parts of air conditioning machines along with other electrical accessories at different places under Br.-VI**; Estimate Amount : ₹ **1,98,826.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **42 Days**; Last date and time of submission of bid : **30.08.2025 upto 4 pm (For Sl. no. 1 to 4)**; The bid forms and other details are available on and from **22.08.2025 at 6 pm (For Sl. No. 1 to 4)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4)**.

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-I/BR-II, KMC** invites e-tender online two cover percentage bid system for the following work :

NIT No. : LTG/223/WD-16/BR-II/Z-I/25-26
Name of the work : **Installation of ACP glow sinage board at Bidhan Sarani in Ward No. 16**; Estimated Amount : ₹ **1,48,926.52**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date of submission of bid : **02.09.2025 (12 Noon)**; The bid forms and other details are available on and from **22.08.2025 (12 Noon)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (E)/Electricity-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/ELY/ESTM-58/25-26
Name of work : **Operation and maintenance of electrical system at Dhapa Dog Pound under KMC**; Estimate Amount : ₹ **3,49,095.00**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**.

(2) NIT No. : KMC/ELY/ESTM-59/25-26
Name of work : **Annual maintenance contract for air conditioning system at IUM under KMC**; Estimate Amount : ₹ **3,18,683.00 (Including GST 18% & 1 % CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**.

(3) NIT No. : KMC/ELY/ESTM-60/25-26
Name of work : **Annual comprehensive maintenance contract for LED light sound based QUE management system with display for dumping vehicle at Dhapa Check Post, KMC**; Estimate Amount : ₹ **1,55,680.00**; Earnest Money : ₹ **3,500.00**.

(4) NIT No. : KMC/ELY/ESTM-63/25-26
Name of work : **Annual maintenance contract for air conditioning system at VIP Guest House under KMC**; Estimate Amount : ₹ **1,89,496.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **365 Days (For Sl. No. 1 to 4)**; Last date and time of submission of bid : **02.09.2025 - 4 pm (For Sl. No. 1 to 4)**; The bid form and other details are available on and from **23.08.2025 - 4 pm (For Sl. No. 1 to 4)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4)**.

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-IV/BR-X, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/258/25-26
Name of work : **Improvement works of park lighting system at Balak Samity and other areas in Ward No. 100, Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **1,85,798.59**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **10 Days**.

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/262/25-26
Name of work : **Development of St. Ltg. system at Selimpur Lane, Naskar Para, 8 Shahid Nagar areas in Ward No. 92, Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **1,96,932.83**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **20 Days**.

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/267/25-26
Name of work : **Repairing works of street lighting system at Tricon Park, Ramgarh C Block and other areas in Ward No. 100, Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **1,95,768.30**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/271/25-26
Name of work : **Repairing of street lighting arrangement at Tollygunge Circular Road and Bankim Mukherjee Sarani under Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **1,98,598.32**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **10 Days**.

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/257/25-26
Name of work : **Repairing of street lighting arrangement at M.B. Sarani, Graham Road and adjacent areas in Ward No. 97, Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **1,48,863.90**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **10 Days**.

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/269/25-26
Name of work : **Illumination of street lighting arrangement and supply luminaries and electrical accessories at Raipara, Kumar Para in Ward No. 91, Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **1,98,119.58**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/208/25-26
Name of work : **Renovation works of street lighting arrangement at Chopra Gali and adjacent areas in Ward No. 98, Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **2,48,579.38**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/273/25-26
Name of work : **Renovation of St. Ltg. system at Podder Nagar, Jadavpur C.I.T. Market and adjacent areas in Ward No. 93, Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **1,95,718.81**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **20 Days**.

(9) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/275/25-26
Name of work : **Development of St. Ltg. system at CMDA Quarter near Super Market and adjacent areas in Ward No. 93, Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **1,99,061.91**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **20 Days**.

(10) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/274/25-26
Name of work : **Installation of St. Ltg. system at Govindapur, P.A. Shah Road and adjacent areas in Ward No. 93, Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **1,97,054.03**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **20 Days**; Last date and time of submission of bid : **04.09.2025 upto 9 am (For Sl. No. 1 to 10)**; The bid form and other details are available on and from **23.08.2025 from 5 pm (For Sl. no. 1 to 10)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 10)**.

The **Director General (Electrical), KMC** invites e-tender online in two bid system for following work :

NIT No. : KMC/LTG/HQ/CS/17/25-26
Name of the work : **Annual comprehensive maintenance contract of AC Machines at different places of Central Store (Supply Deptt.) under KMC**; Estimated Amount : **Open quotation**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **365 Days**; Last date and time of submission of bid : **06.09.2025 at 5 pm**; The bid form and other details are available on and from **26.08.2025 at 5 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**

916/25-26

শেষ মুহূর্তের গোলে সুরুচির বিরুদ্ধে হার বাঁচাল মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, নৈহাটি, ২১ আগস্টঃ গোষ্ঠ পাল সরণির ক্লাবের আঁধার যেন কিছুতেই কাটছে না। ডুরান্ডের শেষ আটে ইস্টবেঙ্গলের কাছে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। এর পরের ম্যাচেই পয়েন্ট খোয়াল মোহনবাগান। কলকাতা ফুটবল লিগের ম্যাচে সুরুচির সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। মোহনবাগানের এদিনের প্রতিপক্ষ সুরুচি সংঘ এবারের কলকাতা লিগে দারুণ ছন্দে রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নৈহাটি স্টেডিয়ামে পিছিয়ে পড়ার পর কোনওমতে এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পেরেছে ডেগি কার্ডোজার ছাত্ররা। লক্ষ্মীবারে সুরুচির বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই অগোছাল দেখাচ্ছিল মেরিনার্সকে। করণ রাই, লিওয়ান কাস্তানা, পাশাং দোরজি তামাংরা নিজেদের মধ্যে তালমিলই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। প্রথম থেকেই সুরুচির ফুটবলাররা বাগান ডিফেন্সের ঘাড়ে চেপে বসে। ক্রমাগত চাপ বজায় রাখার পর অবশেষে প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে (৪৫৩) জোসেফ হাকিপের গোলে এগিয়ে যায় সুরুচি। এক গোলে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় মোহনবাগান। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফিরতে আক্রমণের ধার বাড়ায় মেরিনার্স। কিন্তু সুরুচির কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্যের ছেলেদের তৎপরতায় সব আক্রমণই খেই হারাতে থাকে। অবশেষে ৮৭ মিনিটে মোহনবাগানকে সমতায় ফেরান তুষার বিশ্বকর্মা। এর পর আর গোল না হওয়ায় এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে পালতোলা নৌকা। এই ম্যাচের পর ৭ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের ষষ্ঠ স্থানে থাকল মোহনবাগান। যেখানে ৮ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে সুরুচি উঠে এল তৃতীয় স্থানে। এই অবস্থায় কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের সুপার সিক্সে পৌঁছন কঠিন হয়ে গেল গঙ্গা পাড়ের ক্লাবের কাছে।

একের পর এক বিতর্কিত সিদ্ধান্তে বিদ্ধ

তবু এশিয়া কাপের আগে ‘পুরস্কৃত’ অজিত আগারকর

মুম্বই, ২১ আগস্টঃ তিনি ভারতীয় ক্রিকেটারদের নিয়ন্তা। খেলোয়াড়দের দলে সুযোগ পাওয়া-না পাওয়ার অনেকটাই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। এবার সেই নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকরকে নিয়ে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এশিয়া কাপের ঠিক আগে তাঁর উপর আস্থা আর বিশ্বাস আরও এক দফা জোরালো করল বিসিসিআই। প্রধান নির্বাচকের চুক্তি বাড়ানো হল জুন ২০২৬ পর্যন্ত। ইদানীং, আগারকরকে নিয়ে নানা জল্পনা শোনা যাচ্ছিল। যদিও যাবতীয় গুঞ্জন থামিয়ে বোর্ড স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, দল বাছাইয়ের দায়িত্ব তাঁর হাতেই সবচাইতে নিরাপদ। যদিও এক সংবাদমাধ্যমের খবর মোতাবেক, আজ নয়, এবারের আইপিএল (২০২৫) শুরু হওয়ার আগেই নতুন মেয়াদের চুক্তি সেরে ফেলেছিল বোর্ড। আগারকরের নেতৃত্বে নির্বাচনী কমিটির মেয়াদ এখনও পর্যন্ত বেশ সাফল্যময়। তাঁর সময়েই ভারত জিতেছে চব্বিশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং চলতি সিজনে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। বিসিসিআইয়ের এক পদস্থ কর্তা বলেছেন, ‘‘আগারকরের জমানায় ভারতীয় দল শুধু শিরোপাই হাতে তোলেনি, টেস্ট আর টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে একটা বড়মাপের পরিবর্তনের সাক্ষী। তাই বোর্ড চুক্তি ২০২৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি কয়েক মাস আগে তা মেনেও

নিয়েছেন!’’ এদিকে চুক্তি নবীকরণের খবর সামনে আসার পর আগারকর যেন আরও উজ্জীবিত, আরও সাহসী। মঙ্গলবারের সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রেয়সকে না রাখা নিয়ে অস্বস্তি দেখাননি, সপাটে জবাব দেন। এবার বুমরাহর ভবিষ্যত নিয়েও একইরকম সোজাসুজি উত্তর দিলেন প্রধান নির্বাচক। তাঁর কথায়, ‘‘এই মুহূর্তে কোনও লিখিত পরিকল্পনা নেই। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট, ফিজিও বা যাঁরা দায়িত্বে আছেন, তাঁরা সবসময় যোগাযোগ রাখছেন। এটা নতুন কিছু নয়। চোট পাওয়ার আগেও বুমরাহকে বিশেষ যত্নে রাখা হয়েছে। আমরা জানি, ও কতটা গুরুত্বপূর্ণ!’’ এরপর জুড়ে দেন, ‘‘আমরা ওকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পেতে চাই। অবশ্যই প্রতিটা আন্তর্জাতিক ম্যাচ প্রয়োজনীয়। তবে বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বা ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মতো বড় সিরিজে ওর উপস্থিতি সবচেয়ে জরুরি!’’ গত কয়েক বছরে চোট-আঘাতের জেরে বুমরাহকে বারবার মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে। এই নিয়ে আগারকরের মন্তব্য, ‘‘প্রায় সব ফাস্ট বোলারের উপর নজর থাকে। কিন্তু যেহেতু বারবার চোট পেয়েছে, তাই ওর জন্য আলাদা পরিকল্পনা। আগামী ছ’মাস হোক বা কোনও সিরিজে-এই পর্যবেক্ষণ একই রকম চলবে!’’ আগারকর পরিষ্কার করে দিয়েছেন, কোচ কিংবা অধিনায়ক নয়, বুমরাহকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন চিকিৎসক ও সাপোর্ট স্টাফ। তাঁর কথায়, ‘‘ওর শারীরিক অবস্থা কেমন, দলের প্রয়োজন কতটা-যাবতীয় বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। ফিজিও আর ট্রেনারদের রিপোর্টের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আমরা চাই ও যত বেশি সম্ভব মাঠে নামুক!’’ সামনে এশিয়া কাপ। ভারতীয় দলের অভিযান শুরু ১০ সেপ্টেম্বর, দুবাইয়ে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে। চার দিন পরই ১৪ সেপ্টেম্বর হাই-ভোল্টেজ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ, একই ভেন্যুতে। ১৯ সেপ্টেম্বর আবু ধাবিতে ওমানের বিরুদ্ধে খেলবে সূর্যকুমার ব্রিগেড। এই পরিস্থিতিতে আগারকরের নতুন চুক্তি নবীকরণে বোর্ডের স্পষ্ট বার্তা-দলের রূপান্তর ও সাফল্যের দায়িত্ব এখনই তাঁর থেকে অন্য কারও হাতে যাচ্ছে না।

১১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ আগস্টঃ ১১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা স্বামী বিবেকানন্দ কাপ। যৌথভাবে এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা রাজ্য ক্রীড়া দফতর, ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। প্রতিযোগিতা শুরু হবে রাজ্যের ২৩ জেলার প্রতিটি থেকে ৮টি করে দল নিয়ে। জেলা-ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় যারা জিতবে তাদের ৮টি জোনে ভাগ করে খেলা হবে মূল পর্বের। জোন চ্যাম্পিয়নরা খেলবে কোয়ার্টার ফাইনাল। সেখান থেকে সেমিফাইনাল এবং অবশেষে ফাইনাল। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বাংলার ফুটবলের উন্নতির জন্য বেশ কিছু কর্মসূচি নিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। প্রতিটি জেলায় ফুটবলের প্রসার ঘটিয়ে প্রতিভাদের তুলে আনার জন্য চলছে কর্মযজ্ঞ। যার অন্যতম হল স্বামী বিবেকানন্দ কাপ। জেলা-ভিত্তিক এই টুর্নামেন্ট থেকে তরুণ প্রতিভাদের স্কাউট করে পরবর্তীতে তাদের বড় মঞ্চে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই এই প্রয়াস। গত কয়েক বছর ধরেই সরাকারি উদ্যোগে গোটা বাংলা-জুড়ে হচ্ছে নানা প্রতিযোগিতা। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ফুটবলার সেই সব প্রতিযোগিতা থেকে উঠে এসে কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবে খেলছেন। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, আন্তঃজেলা এই টুর্নামেন্ট হচ্ছে ভবিষ্যৎ গড়ার মঞ্চ।

একদিকে আনন্দ-কাসপারভ, অন্যদিকে গুকেশ-কার্লসেন!

দুই প্রজন্মের মারকাটারি দ্বৈরথ সেন্ট লুইসে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

হতে পারে প্রদর্শনী ম্যাচ। বিনোদনই মোদ্দা বস্তু। কিন্তু বোর্ডের দু’প্রান্তে দুই প্রতিযোগী মুখোমুখি বসলে যাবতীয় ঠাট্টা-মশকরা যে জানালা দিয়ে উড়ে পালাবে, সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছে দ্বৈরথের লাইন আপ! একদিকে বিশ্বনাথন আনন্দ। তাঁর সামনে গ্যারি কাসপারভ। অন্যদিকে ডি গুকেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাগনাস কার্লসেন। প্রথম সংঘাত আগের প্রজন্মে দাবাপ্রেমীদের উত্তেজনা জুগিয়েছে। পরেরটা ইদানীং উন্মাদনা আনে! অক্টোবরেই সেন্ট লুইসে দাবার আসরে মুখোমুখি হবেন চার জন দাবাড়ু। আনন্দ-কাসপারভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক পুরনো। ৮২ বার অফিসিয়াল লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছেন তাঁরা। ৩০টি গড়িয়েছে ড্র-তে। বাকি ম্যাচগুলোয় রুশ মহারথী শেষ হাসি হেসেছেন। শেষ দেখা ২০২১ সালে, ক্রোয়েশিয়ার জাগরেবে র‍্যাপিড ও ব্লিজ প্রতিযোগিতায়। সেবার জয় পান ক্যাসপারভ। চার বছর বাদে আবার বোর্ডে ফিরছে সেই ক্ল্যাসিক দ্বৈরথ। সেন্ট লুইস চেস ক্লাব এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘দু’জন প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন-গ্যারি কাসপারভ ও বিশ্বনাথন আনন্দ-৭ থেকে ১১ অক্টোবর বিশেষ ‘ক্লাচ চেস’ (লেজেন্ডস) প্রদর্শনী ম্যাচে মুখোমুখি হবেন। এমন লড়াই বিরল, এক প্রজন্মে মাত্র একবারই দেখার সুযোগ মেলে।’’ আয়োজকদের সূত্রে খবর, এই ম্যাচ ক্লাবের খোলনলচে বদলে ফেলার পর প্রথম ইভেন্ট হতে চলেছে। সেন্ট লুইসকে দাবার রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকারও বার্তায় স্পষ্ট। পুরস্কারমূল্য ১,৪৪,০০০ মার্কিন ডলার। ১২ গেমের ‘চেস৯৬০’ (ফিশার র‍্যান্ডম) ম্যাচে মুখোমুখি হবেন তাঁরা। খেলা হবে র‍্যাপিড ও ব্লিজ টাইম কন্ট্রোলে। থাকছে নতুন ধরনের স্কোরিং সিস্টেম।

যা খেলোয়াড়দের পাশাপাশি দর্শকদেরও আকৃষ্ট করবে! এই প্রদর্শনীর কয়েকদিন পরেই, ২৭ থেকে ২৯ অক্টোবর, সেন্ট লুইসেই আয়োজিত হবে ‘ক্লাচ চেসঃ চ্যাম্পিয়নস শোডাউন’। লাইন আপে বিশ্বের পয়লা নম্বর কার্লসেন, দুই নম্বর হিকারো নাকামুরা, তিন নম্বর ফাবিয়ানো কারুয়ানা এবং বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশ। চলতি বছরের সর্বোচ্চ রেটেড টুর্নামেন্ট। অর্থ পুরস্কার ৪,১২,০০০ মার্কিন ডলার। থাকবে দৈনিক জয়ের বোনাস ও বিশেষ চ্যাম্পিয়নস জ্যাকপটও। খেলা হবে ১৮ রাউন্ডের র‍্যাপিড ডাবল রাউন্ড-রবিন ফরম্যাটে। সময়সীমা প্রতি খেলোয়াড়ের জন্য ১০ মিনিট, সঙ্গে পাঁচ সেকেন্ড ইনক্রিমেন্ট। পয়েন্ট সিস্টেমও অভিনব-প্রথম দিনে জয়ের মূল্য এক পয়েন্ট, দ্বিতীয় দিনে দুই, শেষ দিনে তিন। টুর্নামেন্ট যত এগোবে, গুরুত্ব ততই বেড়ে চলবে।

হঠাৎই মুম্বইয়ের অধিনায়কের পদ থেকে সরলেন রাহানে

মুম্বই, ২১ আগস্টঃ আবেগঘন বার্তা পোস্ট করে মুম্বই ক্রিকেট দলের অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন অজিঙ্কা রাহানে। টিম ইন্ডিয়া স্কোয়াডে বহুদিন ধরে ব্রাত্য থাকলেও এই ব্যাটারের উপর ভরসা রেখে তাঁকে অধিনায়ক করেছিল মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। সেই সঙ্গে তিনি কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক ছিলেন গত মরশুমে। রাহানে ইনস্টাগ্রামে একটি দীর্ঘ পোস্ট শেয়ার করে জানিয়েছেন, তাঁর বিশ্বাস, এখন সময় এসেছে দলে একজন নতুন প্রজন্মের নেতা তৈরি করার এবং তাঁর হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর করার। ৩৭ বছর বয়সি অজিঙ্ক রাহানের নেতৃত্বে দীর্ঘ সাত বছর পর ২০২৩-২৪ মরশুমে রঞ্জি জিতেছিল মুম্বই। সেই সঙ্গে তাঁর নেতৃত্বেই গত মরশুমে সৈয়দ মুস্তাক আলি ও ইরানি ট্রফি মুম্বইয়ের ঘরে ওঠে। ৪৬৯ রান করে তিনিই ছিলেন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। গত মরশুমে মুম্বইকে রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালে নিয়ে গিয়েছিলেন অধিনায়ক রাহানে, কিন্তু বিদর্ভের কাছে হারতে হয় ৯০ রানে। মুম্বইয়ের হয়ে প্রথম শ্রেণির ৭৬ ম্যাচে তিনি ১৯টি শতক-সহ সংগ্রহ করেছেন ৫৯৩২ রান, গড় ৫২। মুম্বইয়ের হয়ে প্রথম শ্রেণিক ক্রিকেটে রাহানের থেকে বেশি রান ও শতক রয়েছে কেবলমাত্র ওয়াসিম জাফরের। দলের অধিনায়কত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে রাহানে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘মুম্বই দলের অধিনায়কত্ব করা এবং এর মাধ্যমে চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা আমার জন্য অনেক সম্মানের। নতুন ঘরোয়া মরশুমের আগে, আমার মনে হয় একজন নতুন তরুণকে তৈরি করার এটাই সঠিক সময়, তাই আমি অধিনায়কত্বের ভূমিকায় না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ এর সঙ্গে রাহানে লিখেছেন, ‘একজন খেলোয়াড় হিসাবে আমি আমার সেরাটা দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং আমি মুম্বইয়ের সঙ্গে আমার যাত্রা চালিয়ে যাব এবং দলকে আরও ট্রফি জিততে সাহায্য করব।’

ডুরান্ড ফাইনালে ডায়মন্ড হারবারের কাঁটা হাইল্যান্ডার্সদের এই ফুটবলার!

গুয়াহাটি, ২১ আগস্টঃ সেভিলার উষার দেশে খেলা শুরু করেও আজ ভারতীয় ফুটবলের ময়দানে নিজের নতুন স্বপ্ন আঁকছেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার হোসে নুনেজ মার্টিনেজ অর্থাৎ চেমা। তিনি হলেন সেভিলা এফসি যুব একাডেমির প্রাক্তন ফুটবলার। চলতি ডুরান্ড কাপে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের জার্সিতে অভিষেক হয় তাঁর। ইতিমধ্যে দলের ভিতকে শক্তিশালী করেছেন তিনি। চেমার ফুটবলজীবন স্পেনে কেটেছে মূলত আলমেরিয়া বি, আলমেরিয়া, আলবাসেট, রিয়েল ইউনিয়ন ও অ্যান্টিকিউয়েরা এফসি-তে। অধিকাংশ ম্যাচে সৃজনশীল মিডফিল্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। পাশাপাশি অ্যান্টিরিউয়েরা-তে ২০২৩-২৫ সময়কালে প্রায় ৭৩ ম্যাচে অংশ নিয়েছেন তিনি। ডুরান্ড কাপ ২০২৫ অভিযানে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের চেমা নতুন মুখ। গত ম্যাচে তিনি দলের নতুন স্প্যানিশ ফুটবলার জাইরো স্যামপেরিও এবং অ্যান্ডি রদ্রিগেজের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। । দল গুছিয়ে প্রস্তুতি শুরু করেছে আগাম তিন সপ্তাহের ট্রেনিং ক্যাম্প দিয়ে। নর্থইস্ট ইউনাইটেড গ্রুপে মালেশিয়ান আর্মড ফোর্স, শিলং লাজং এবং রাংজিয়াদ ইউনাইটেডকে ছাড়িয়ে অটুট ছিল। এরপর শিলং লাজংয়ের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে রিদিম তলাংয়ের দুর্দান্ত ৩০ গজের শটে জয় নিশ্চিত হয় হাইল্যান্ডার্সদের। এরপর ২৩ আগস্ট ফাইনালে, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডায়মন্ড হারবারের বিপক্ষে নামতে তৈরি হুয়ান পেদ্রো বেনালির দল। গতবছর ফাইনালে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে পেনাল্টি শুটআউটে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ডুরান্ড কাপ জয় করে নর্থইস্ট ইউনাইটেড। চেমা স্পেনের ফুটবল সংস্কৃতিতে গড়ে উঠলেও তিনি ভারতীয় ফুটবলের বিশেষ বৈচিত্র্যে হারিয়ে যাননি। ভাষা, আবহাওয়া বা খেলার ধরন সবকিছুর সাথে খাপ খাওয়ান তিনি, যার স্বতঃস্ফূর্ত প্রমাণ পাওয়া

গেছে তাঁর বক্তব্যে। তিনি বলেন, ‘‘স্পেনে খেলার অভিজ্ঞতা আমাকে আজকের ফুটবলার হিসেবে গড়েছে। এখন ভারতে থাকা আমার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। আমি ভারতীয় ফুটবলে দ্রুত মানিয়ে নিতে চাই। কোচের ধারণা বুঝে তাতে অবদান রাখতে চাই। এমনকি দলের ভরসা আমার গতি বাড়াচ্ছে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘হুয়ান পেদ্রো বেনালি আমাকে পুরো আত্মবিশ্বাসে হাতে নিয়েছেন। আমি তাঁর বিশ্বাস রাখতে পারলে আনন্দ পাওয়া যাবে।’’ স্পেন থেকে আসা এই মিডফিল্ডার দলের সৃজনশীল ভাবনা বজায় রাখবে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে রক্ষণশীল নয়, বরং আক্রমণাত্মক বাস্তবায়নে নিয়োজিত চেমা নর্থইস্টকে আরও গতিশীল করে তুলতে পারেন। ডুরান্ড কাপ শেষে ভারতের শীর্ষস্থানীয় লিগগুলিতে তাঁর ভূমিকা কেমন হতে পারে, সেটিও আগামীর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

গ্যালারি থেকে মেসি দেখলেন মাচেরানোর লাল কার্ড, সুয়ারেজের জোড়া গোল ও মায়ামির জয়

ইঙ্গিতটা ম্যাচের আগেই মিলেছিল। শেষ পর্যন্ত সেটিই সত্যি হলো। যে পেশির চোটে কদিন আগে মাঠের বাইরে ছিলেন লিওনেল মেসি, সেই চোট তাকে ছিটকে দিল আবার। ম্যাচের মাঝামাঝি লাল কার্ড খেয়ে ডাগ আউট ছেড়ে গ্যালারিতে যেতে হলো কোচ হাভিয়ের মাসচেরানোকে। সেখানে ফোন ব্যবহার করে জন্ম দিলেন তিনি বিতর্কের। কিন্তু সব ছাপিয়ে মাঠের ফুটবলে লুইস সুয়ারেজের দুটি পেনাল্টি গোলে ইন্টার মায়ামি পৌঁছে গেল সেমি-ফাইনালে।

ফ্লোরিডা, ২১ আগস্টঃ বন্ধুত্ব এমনই হয়। একজনের অনুপস্থিতিতে আরেকজন তাঁর কাজটা করে দেন। যেমন ধরুন লুইস সুয়ারেজ। লিওনেল মেসি তাঁর মাঠের জুটি, জীবনের বন্ধুও। ইদানীং শোনা যাচ্ছে, অবসরও নিতে চান মেসির সঙ্গেই। সেই মেসি আজ ফ্লোরিডার চেজ স্টেডিয়ামে লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে বসে ছিলেন গ্যালারিতে। মাঠে তাঁর কাজটা করে দিয়েছেন সুয়ারেজ। উরুগুয়ে কিংবদন্তি বাইরে থাকলে মেসিও একই কাজ করতেন। বন্ধু ও সতীর্থ মেসিকে গ্যালারিকে সাক্ষী রেখে মাঠে পেনাল্টি থেকে সুয়ারেজ করেছেন জোড়া গোল। মেক্সিকান ক্লাব তিগ্রেস ইউএএনএলকে ২-১ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে ইন্টার মায়ামি। মাংসপেশিতে ‘ছোটখাটো’ চোটের কারণে ম্যাচটি খেলতে পারেননি মেসি। এই চোট অবশ্য নতুন না। ২ আগস্ট লিগস কাপে গ্রুপ পর্বের নেকাক্সার বিপক্ষে ম্যাচে মাংসপেশিতে চোট পান। দুই সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকার পর গত শনিবার এমএলএসে লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির বিপক্ষে মায়ামির ৩-১ গোলের জয়ে বদলি হয়ে নেমে গোল করার পাশাপাশি গোল করানও। সেই ম্যাচ শেষে মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাচেরানো সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন, শতভাগ স্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেননি মেসি। অর্থাৎ মাংসপেশির চোট থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছিল মায়ামি। মেসি এর মধ্যে আলাদা অনুশীলন করেছেন। আর আজ ম্যাচের দিন স্টেডিয়ামে এসেছিলেন সাদা টি-শার্ট পরে। তাঁর ভক্তরা তখনই বুঝে ফেলেন, আর্জেন্টাইন কিংবদন্তিকে আজ মাঠে নয়, গ্যালারিতে দেখা যাবে। তবে মাঠে অধিনায়ক না থাকলেও দুই অর্ধে দুটি গোল করে কোনো বিপদ হতে

দেননি সুয়ারেজ। তিগ্রেস ডিফেন্ডার হাভিয়ের আকুইনো নিজেদের বক্সে হ্যান্ডবল করায় ২৩ মিনিটে পেনাল্টি পায় মায়ামি। ডান পোস্টঘেঁষা শটে গোল করেন সুয়ারেজ। তবে ১-০ গোলে এগিয়ে প্রথমার্ধ শেষ করলেও মায়ামি এ সময় অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছেড়েছে। সতীর্থের সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পান মায়ামির ডিফেন্ডার জর্দি আলবা। প্রথমার্ধ শেষে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছেড়েছেন। আর ফেরেননি। ফেরেননি মাচেরানোও। বিরতির সময় লাল কার্ড দেখে ছাড়তে হয় ডাগআউট। প্রথমার্ধে বেঁধে দেওয়া যোগ করা সময় শেষ হওয়ার পরও খেলা চালিয়ে যাওয়ায় অফিশিয়ালদের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ার শাস্তি পেয়েছেন মেসির সাবেক জাতীয় দল সতীর্থ ও মায়ামির এই কোচ। লাল কার্ড দেখে দলের ডাগআউটের ওপরে ভিআইপি সিটে চলে যান মাচেরানো। তাঁর জায়গায় ডাগআউটে দায়িত্ব নেন সহকারী কোচ লিয়ান্দ্রো স্তিলিতানো। সেমিফাইনালে মাচেরানোকে ডাগআউটে পাবে না মায়ামি। তবে ভিআইপি সিট থেকেও সহকারী কোচকে নির্দেশনা দিয়ে গেছেন আর্জেন্টিনার সাবেক এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। যদিও এই টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী কোচ লাল কার্ড দেখার পর গ্যালারিতে বসে ম্যাচ দেখতে পারবেন, কিন্তু দলকে নির্দেশনা দিতে পারবেন না। লিগস কাপের প্রেস অফিশিয়াল জানিয়েছেন, তাঁকে চুপ করে থাকতে বলা হয়। পরে টিভি ফুটেজে দেখা গেছে, আরেক সহকারী কোচ লুকাস রদ্রিগেজ পাগানোর সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলেন মাচেরানো। মেসি ও মাচেরানো দুজনেই গ্যালারি থেকে দেখলেন, ৬৭ মিনিটে মায়ামির গোল হজম এবং সেই কাজটা করলেনও এক আর্জেন্টাইন। তিগ্রেসের আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড আনহেল কোরেয়া গোল করে ক্লাবটিকে সমতায় ফেরান। মেসির জাতীয় দল সতীর্থের এই গোল অবশ্য বেশিক্ষণ কাজে আসেনি। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ৩ মিনিট আগে ভিএআরে ধরা পড়ে, তিগ্রেসের বক্সে আবারও হ্যান্ডবলের ‘অপরাধ’ করেছেন আকুইনো, তাই আবারও পেনাল্টি পায় মায়ামি এবং আবারও ডান পোস্টঘেঁষা শটে গোল করেন সুয়ারেজ। ম্যাচের শেষ দিকে টাইগ্রেসের এডগার লোপেজের হেড পোস্টে লেগে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে ফলটা অন্য রকম হতে পারত। অরল্যান্ডো সিটি ও তোলুকার বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচজয়ী দলের বিপক্ষে সেমিফাইনালে মাঠে নামবে মায়ামি। দুই ফাইনালিষ্ট ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে জয়ী দল কনকাক্যাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। লিগস কাপে শিরোপাজয়ী দল সরাসরি চ্যাম্পিয়নস কাপের শেষ ষোলোয় খেলবে।

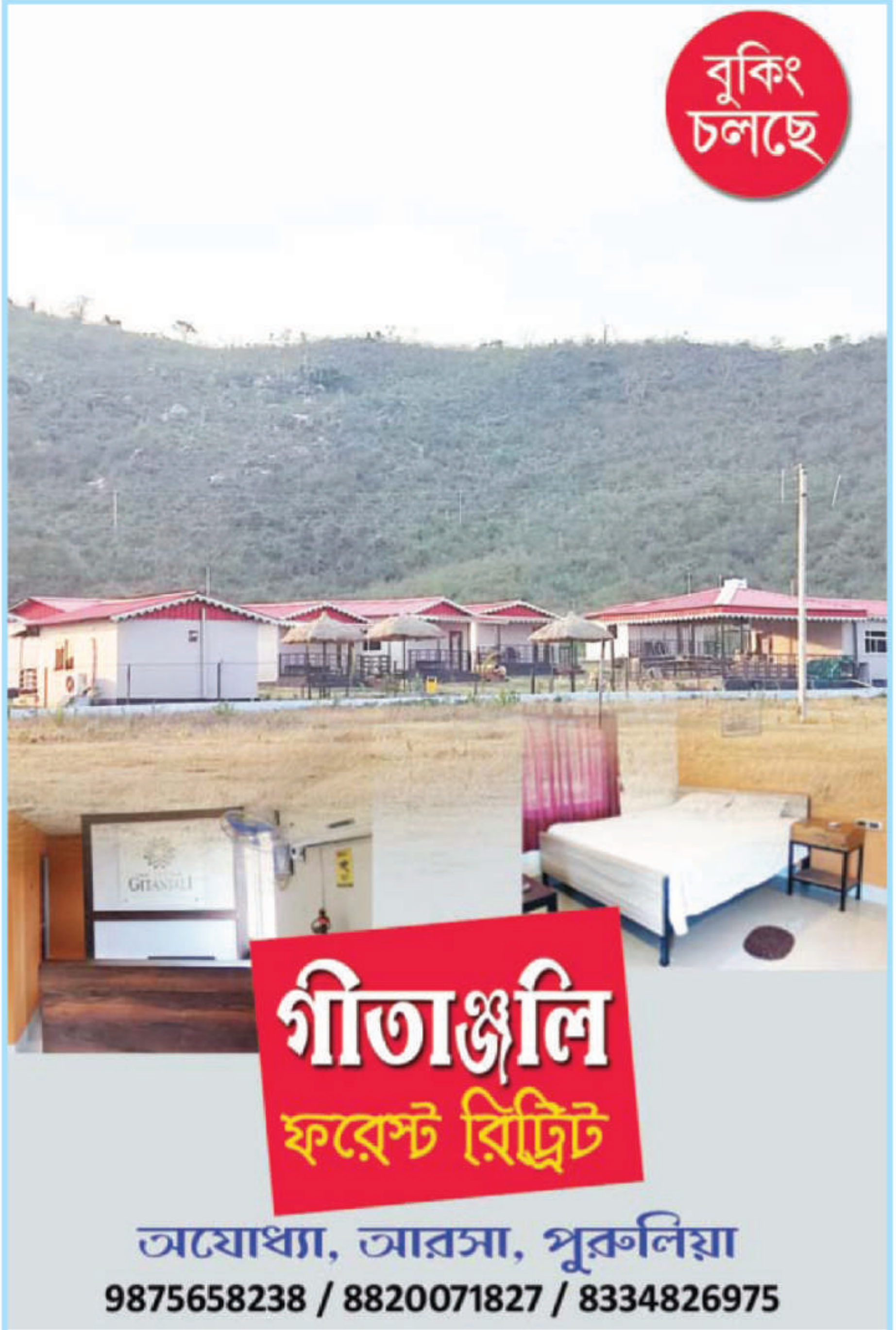

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com